Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

LIBRARY
No.

নারদীয় উপনিষৎ ও পরিশিষ্ট

মহামণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রী স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

LIBRARY
No. 1150
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাসদীয় উপনিষৎ

ও

পরিশিষ্ট

PRESENTED

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma ... Anandamayee Ashram
BANARAS.

মহামণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রী স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম প্রকাশ
জন্মতিথি : ১৩৬৭ সন

প্রকাশক
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি-এস-সি
২০৪নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা-৬

মূল্য—তিন টাকা মাত্র।
শোভন সংস্করণ—চার টাকা মাত্র।

ভূমিকা	১
নাসদীয় সূক্ত	২২
বেদান্তসূত্র	১০৬
বন্ধন-সূত্র	১৩১
মন	১৫৬
ঈশোপনিষৎ গ্রন্থের পরিচয়	১৭২
ঈশোপনিষৎ	১৭৭

প্রিণ্টার
শ্রীগোপালদাস মুখোপাধ্যায়
লক্ষ্মী প্রেস
৭৩নং রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট্
কলিকাতা-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ....
... Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

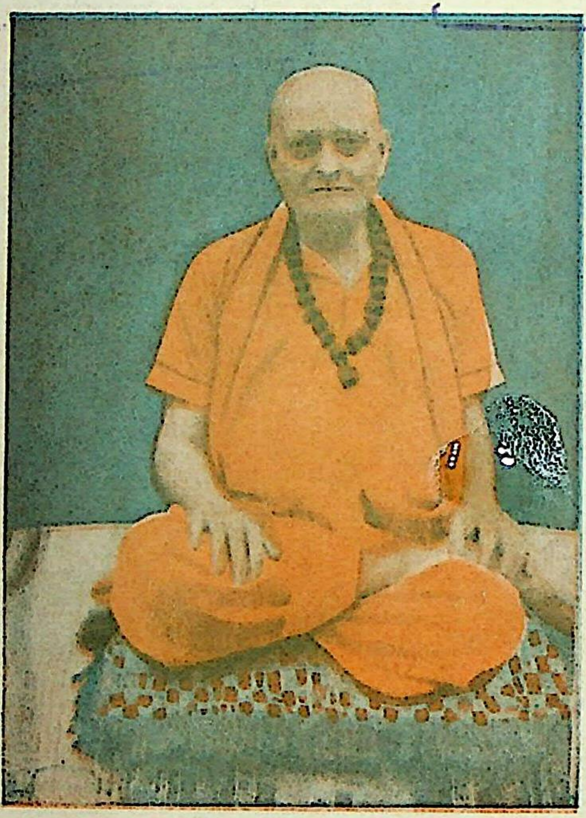

মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী মহাদেবানন্দ
গিরিমহারাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

ভূমিকা

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৯শ সূক্তের

৭টী মন্ত্রের আলোচনা।

এই সূক্তের পরমেষ্ঠী প্রজাপতি দ্রষ্টা। ভাববৃত্ত পরমাত্মা দেবতা, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে বর্ণিত আছে। এই সাতটী মন্ত্রের প্রথম দুইটীতে প্রলয় বর্ণিত আছে। তৃতীয় মন্ত্রে মায়াদত্ত পরিচ্ছদে আবৃত হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ মন্ত্রে মায়া হইতে পরিচ্ছদ উপহার গ্রহণ করায় ঋণগ্রস্ত পরিচ্ছিন্ন দেবতা মায়ার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া সিসৃক্ষু হইয়াছেন। এই যে তাঁহার কামনা তাহা মায়ার বন্ধনজনিত ব্যাপার বলিয়া শ্রুতি আক্ষেপ করিয়াছেন। পঞ্চম মন্ত্রে যে সৃষ্টি বর্ণিত, তাহার উপরে মায়া আবরণ ও তাহার নিম্নে পুরুষ স্বরূপে অবস্থিত। যেমন ঈশা উপনিষদে ১৫ মন্ত্রে "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্" বাক্যে বলা হইয়াছে। ষষ্ঠ মন্ত্রে ঋষি বলিয়াছেন এই যে কদর্য্য বিসৃষ্টি, ইহা কবে কি ভাবে ঘটিল তাহা জানা যায় না। মানবগণ যে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ অভীষ্ট পূরণক্ষম দেবগণের অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাও সৃষ্টির পরভাবী জন্য বিষম সৃষ্টির বিষয়ে কিছু বলিতে পারেন না। ৭ম মন্ত্রে এই যে সৃষ্টি ইহা কাহার হইতে কখন আসিয়াছে, ইহার কেহ ধারণকর্ত্তা আছে কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই ? পরম ব্যোমস্থিত অধ্যক্ষ পুরুষ যিনি, তিনি এই সম্বন্ধে কিছু জানেন কি জানেন না ? এই বাক্যে সূক্তটী পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

উপনিষদ্ সমূহে অল্প বাক্যে পরমাত্মা বিষয়ক ব্যাপার বলা হইয়াছে। যেমন মাণ্ডূক্যোপনিষদে মাত্র ১২টী মন্ত্র। ঈশোপনিষদ ১৮টী মন্ত্রাত্মক। এই হিসাবে সপ্ত মন্ত্রাত্মক এই সূক্তটীকে উপনিষদ্ বলিতে বাধে না। কেননা, উপনিষদ্ উপ ও নি পূর্ব্বক "সদ্" ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। উহার অর্থ উপ শব্দে উপস্থিত উপাধি যাহার দ্বারা নি-নিঃশেষে সদ্ বিনষ্ট হয়। এই সূক্তে উক্ত লক্ষণ পূর্ণভাবে বিরাজিত থাকায় ইহা ঐতরেয়োপনিষদের ন্যায় ঋগ্বেদের একখানি উপনিষদ্ বটে। এই ক্ষুদ্রতম উপনিষদে প্রাচীনতম ঋগ্বেদে ঋষিগণের চিন্তাধারা কত উচ্চ ও মহিমময় ছিল, তাহা জানা যায়।

ছান্দোগ্যের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি উদ্দালক আরুণি যে উপনিষদ্ রূপ অস্ত্রদ্বারা মায়া ও তৎকার্য্য হনন করেন, তাহার একটী সুতীক্ষ্ণধার মন্ত্র হইতেছে "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্"। এই মন্ত্রের "একমেবাদ্বিতীয়ম্" কথাটী ও কঠোপনিষদে সুস্পষ্ট ভাষায় কথিত "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"। এই দুইটী মন্ত্র অবলম্বনে সহস্র সহস্র বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অলীকতা বেদান্তে স্থাপিত হইয়াছে। এখন ঋগ্বেদের পঠন-পাঠন নাই, এজন্য বহু বিদ্বানের ধারণা এই মন্ত্রদ্বয় উপনিষদ যুগে দৃষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন বেদে এমন কথা নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

যদ্যপি ঋগ্বেদের ১২৯ সূক্তের ২য় মন্ত্রে এই দুইটী মন্ত্রেরই একত্র গ্রথিত অবস্থায় আমরা দেখিতে পাই। সেই বাক্যটী এই "আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস"। এই "মর" নরলোকে ক্ষুদ্র পিপীলিকা হইতে বৃহত্তম হস্তী পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রাণিজাত প্রতিক্ষণে শ্বাস-প্রশ্বাসে বায়ু গ্রহণে প্রাণ ধারণ করে। এই যে প্রাণন ইহাই প্রাণিগণের জীবন।

বৃহদারণ্যকে এক পরমদেবতার নাম কি? এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষ্যতে ৩।৯।৯। এই প্রাণ শব্দটী প্র+অন=প্রাণ। বায়ু পাঁচ প্রকার, যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান। প্রত্যেক শব্দের পরিশেষে অন শব্দ দৃষ্ট হয়। এই দ্বিতীয় মন্ত্রে আনীদ্ শব্দে অন প্রাণন স্বীকার্য্য হইলেও শ্রুতি অবাত শব্দদ্বারা বায়ুহীন প্রাণন ছিল বলিতেছেন। কেননা, কর্ম্মফলদাতা মাতরিশ্বা বায়ুদেবতা অথবা "বায়ুর্বৈ গৌতম তৎ সূত্রং" বাক্য সূত্রাত্মা পুরুষ, পাঞ্চ ভৌতিক বায়ু, সৃষ্টিকারক অব্যক্তা প্রকৃতি এবং কাল ছিল না এই মন্ত্রের প্রথমেই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ চিরই অন থাকেন। তাহা সম্বন্ধে ব্যাকরণ বলেন ন+ন=অন। এই মন্ত্রের প্রথমে অব্যক্তা প্রকৃতি যাহা খণ্ড প্রলয়ে জীবজগৎ গ্রাস করিয়া মৃত্যুস্বরূপিণী হইয়া থাকেন। সেই মৃত্যুস্বরূপিণী অব্যক্তা প্রকৃতি "মর" লোকে ব্যাপ্ত। সেই অব্যক্তা প্রকৃতি, কার্য্যব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ দেবতা ও দিবারাত্রি কাল সৃষ্টিচিন্তকের খণ্ডপ্রলয়ে থাকে। যেমন গীতায় ৮।১৮ শ্লোকে বলে "অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে। রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত-সংজ্ঞকে ॥" বাক্যে দৃষ্ট হয়।

সেই মহাপ্রাণের প্রাণন চিন্ময়াত্মাকে লক্ষ্য করে। তথায় মৃন্ময়ের যায়গা নাই। মৃন্ময় শব্দে মৃৎ+ময়=মৃন্ময়। মৃৎ অর্থ মৃত্যু। মৃন্ময় অর্থ মৃত্যুময়। প্রলয়ে কার্য্য কারণে লয় হয়। যেমন ক্ষিতিতত্ত্ব জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অব্যক্তা প্রকৃতিতে লয় হয়। সুতরাং যাহা লয় হয় তাহাকে কার্য্য এবং যাহাতে লয় পায় তাহাকে কারণ বলে। এই ন্যায় অনুসারে কেহ মনে করিতে পারেন, ঋকের এই দ্বিতীয় মন্ত্রে অব্যক্তা প্রকৃতি (মৃত্যু), হিরণ্যগর্ভ দেবতা ও দিবারাত্রি কাল অনতে প্রবিষ্ট হয়। সুতরাং অন ইহাদের কারণ। কিন্তু অন বা ব্রহ্ম কার্য্য ও কারণ হইতে অন্য। শ্রুতির ভাষায় কৃত ও অকৃত হইতে অন্য।

কুম্ভীরের উদরে নরগবাদি পশু প্রবিষ্ট হয়। তাহাতে কুম্ভীর তাহাদের কারণ হয় না। নাশক হইয়া থাকে মাত্র। যেমন পুরাণে একটী আখ্যান দৃষ্ট হয়। মহাবিষুব রেখার নিকটবর্ত্তী দাক্ষিণাত্যের কোন স্থানে বাতাপি ও ইল্বল নামে দুই দৈত্য বাস করিত। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর প্রথম চরিত্রে মধু ও কৈটভ দুই দৈত্য ব্রহ্মাকে মারিতে যায়। দৈত্যদের অন্যের বধেই আনন্দ। দাক্ষিণাত্যে কোন মুনি-তপস্বী গেলে ইল্বল সাদরে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিত এবং শাম্বরী (আসুরী) মায়া যোগে বাতাপির মাংসদ্বারা ব্যঞ্জনাদি করতঃ অতিথি মুনিগণকে আহারার্থ প্রদান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিত। মুনিগণ আহারের পর বিদায় গ্রহণকালে ইল্বল হস্তে তালি দিয়া হাসিয়া বলিত—ভাই বাতাপি এস! মুনিজনকে প্রণাম কর। তখন বাতাপি শাম্বরী মায়াবলে অতিথির উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে আসিত। এই প্রকারে বহুদিন পর্য্যন্ত বহু মুনি-তপস্বীর প্রাণ বিয়োগ ঘটে। এই দুর্ঘটনা অগস্ত্য ঋষির কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে তিনি এইরূপ দুষ্কার্য্য নিবারণের জন্য বাতাপির গৃহে গমন করেন। ইল্বল বাতাপির মাংসদ্বারা অতিথিকে অন্ন প্রদান করেন। অগস্ত্য আহারের পর যেমন চলিয়া যাইবেন, তখন ইল্বল হাতে তালি দিয়া বলিল—বাতাপি এস প্রণাম কর। তখন অগস্ত্য বলিলেন—তোমার শাম্বরী মায়া নিরস্ত করিয়া আমি বাতাপির মাংস হজম করিয়া ফেলিয়াছি। সে আর আসিবে না। এইরূপ অন অন্নরূপে অন্ন (প্রকৃতি) ও তৎসৃষ্ট দেবতা ও কাল গ্রাস করেন। তাহা চিরতরে বিনষ্ট হয়। কারণ হইলে অন হইতে পুনঃ সৃষ্টিকালে কার্য্য হইয়া বহির্গত হইতেন।

তেমনটী ঘটে না এই জন্য অল্পমতি শিষ্য জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুকে বলিলেন—তবে কি প্রকৃতি, কাল ও দেবতার ধ্বংসে শূন্য মাত্র অবশেষ রহিল? গুরু বলিলেন—ন ইতি। ন+ন=অর্থ প্রথম "ন"টী নাস্তি কিং? দ্বিতীয় "ন"টী "ন" ইতি উত্তর। নাস্তি নহে। যাহার অস্তিতা চির অবাধিত সেই অন থাকেন। একমাত্র স্বস্বরূপে থাকেন। তাহা ব্যতীত অপর অন্য কিছু থাকে না। অন কারণ হইলে বীজরূপে তাহাতে প্রকৃতি থাকিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিত। যাঁহারা প্রকৃতিকে খণ্ডপ্রলয়ে থাকে বলেন, তাঁহারা প্রকৃতি লীন অবস্থায় কোন দুঃখ না ঘটে, সেই জন্য প্রকৃতির উপাসনা করেন। বস্তুতস্তু প্রকৃতি বা মায়ায় আবির্ভাব বা তিরোভাব কষ্ট কল্পনা মাত্র। ব্রহ্ম শব্দে সর্ব্বব্যাপিত্ব বলে। তাহার বাহিরে স্থানাভাব ; সুতরাং প্রকৃতির অধিষ্ঠানের অভাব। অধিষ্ঠান ব্যতীত কেহ থাকিতে পারে না। যেমন ঐতরেয় উপনিষদে পুরুষবিধ আত্মা দ্বিতীয় কিছু না থাকায় মনের দ্বারা সৃজনের সংকল্প করিলেন এবং বাক্যদ্বারা বলিলেন সৃজামি। তখন তিনি অধিষ্ঠান চতুষ্টয় সৃজন করেন। এবং অধিষ্ঠান চতুষ্টয়ে যাঁহারা বাস করিবেন, তাঁহাদের ভেদ কল্পনা করেন। দেবতাদি সৃষ্টির পূর্ব্বে দেবতার জন্য অম্ভলোক, গন্ধর্ব্ব-যক্ষাদির জন্য মরীচি লোক (অন্তরিক্ষ), মরলোক মৃত্যুগ্রস্ত প্রাণিগণের জন্য এবং অপলোক (অধঃলোক, পাতাল) নাগ বা অসুরদিগের জন্য কল্পনা করেন। দেহ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট জন্য তিনি পুরুষবিধ বলিতেই হইবে।

এই যে পুরুষবিধতা ইহার অর্থ সর্ব্বব্যাপী অখণ্ডৈক রস নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় অক্ষয় অব্যয় সৎ পুরুষের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব রূপ অবস্থাটী মায়া উপাধি যোগে জাত। যেমন কঠ উপনিষদে বলে "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ" ভোক্তৃত্ব কপিল সাংখ্যকার এবং নৈয়ায়িক অক্ষপাদ গৌতমের স্বীকৃত। অক্ষপাদ গৌতম ভোক্তৃত্ব অপেক্ষা কর্তৃত্বের উপর জোর দিয়া কপিল-মত দোষযুক্ত বলিয়াছেন। আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব আরোপিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্র। মন-প্রাণাদি বিহীন নিরবয়ব পুরুষের নির্ব্বিকার ও নিষ্ক্রিয়ত্ব জন্য বিপরিণামবাদ, অবচ্ছেদবাদ, মায়াবাদাদি সম্ভবপর নহে।

কপিলের প্রধানা হইতে বিকৃতির বিকৃতি ঘটিয়া যে সৃষ্টি ঘটে, তাহা নির্ব্বিকার পুরুষে সম্ভবপর নহে। যে অদ্বিতীয় পুরুষের ছেদন ভেদন করিবার জন্য অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রপাতাদি বা তাহার পরিচালক মিস্ত্রি না থাকায় এবং অধিষ্ঠানের অভাবে অবচ্ছেদবাদ সম্ভবপর নহে। গীতায় নির্ব্বিকারের বিষয়ে ২।২৩-২৪ শ্লোকে খুব স্পষ্ট ভাষায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২৪

সর্ব্বব্যাপী পুরুষের বাহিরে কোন দেশ বা কোন দেশবাসীর অভাববশতঃ মায়া নামক কন্যার উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। অখণ্ডৈক রস সম ও নির্দ্দোষ পুরুষকে আশ্রয় করিয়া তম বা বৈষম্যা প্রকৃতি অবস্থিতি অসম্ভব। সহস্র সূর্য্যসমপ্রভ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষে তমের একত্রাবস্থান সম্ভবপর নহে। সর্ব্বপ্রকার বৈষম্যবিহীন পুরুষে বৈষম্যময়ী মায়ার স্থান ও সম্ভবপর নহে। বিশেষ শ্রুতি বলিয়াছেন—

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

যাঁহারা গায়ের জোরে বলেন, "ব্রহ্মাশ্রয়া মায়া সন্তি" তাঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষগাত্রে লোমকূপে অবস্থিত মলবৎ পাতলা চর্ম্মের নিম্নে ব্রণের অবস্থিতিবৎ, পদের নিম্নে পুরু চর্ম্মের ভিতর কাঁটানটের কণ্টকবৎ অলক্ষিত ভাবে থাকা শ্রুতিবিরোধী কথা। রামপূর্ব্বতাপনীয় উপনিষদে এই জন্য বলিয়াছেন—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

সত্য নির্ণয়ার্থ বিচারবাদে আপাততঃ মনোরম যে জগৎ দৃষ্ট হয়, তাহা অতীব ক্ষণভঙ্গুর। প্রতিদিনই তার উৎপত্তি বিনাশ ঘটে। রাত্রিশেষে নিদ্রাভঙ্গে চিত্তে জাগ্রৎ ভাসে। জাগ্রতান্তে ইন্দ্রিয়াদি ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিলে স্বপ্নকালে মন ও বুদ্ধি কত কিছু রচনা করে। যাহা জাগ্রতে নির্ম্মাণ করিতে বর্ষাধিক কাল লাগে, তাহা কয়েক সেকেণ্ডে সুন্দররূপে নির্ম্মাণ করিয়া ফেলে। দুঃখের বিষয়, এহেন কর্ম্মপটু মনবুদ্ধিকে কেহ কর্ত্তা বলে না, করণ বলে। স্বপ্নদ্রষ্টা আমি নামক ব্যক্তিকে কর্ত্তা বলে। জাগ্রতেও আমি নামক ব্যক্তিকেই কর্ত্তা বলে। সুষুপ্তিকালে ক্লান্ত শ্রান্ত মন বুদ্ধি-প্রাণে লয় হইলে ঐ আমি নামক ব্যক্তি একাই থাকেন বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃত হয়। সবাই ঘুম হইতে উঠিয়া বলে “আমি বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম”। রোগার্ত্ত-শোকার্ত্তগণও ‘আমি বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম’ বলে। ইহাতে জানা যায় কোটী কোটী নরনারী অনন্ত ইতর প্রাণিগণ সকলকেই এই সুখময় আমি নামক ব্যক্তি বিনামূল্যে সুখ বিতরণ করেন। তাঁহার সুখের ভাণ্ডার অফুরন্ত। এহেন সুখদাতা সুখ দিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিতে থাকিতে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে মন জাগে জগৎ ভাসে। মন ও জগতের সম্বন্ধসহ আমি নামক ব্যক্তির সঙ্গতা নাই। যেই মন জাগে, অমনি রোগ-শোক জাগে জগৎ ভাসে। দুঃখের পশরা মন বয় আমি নয়। সুতরাং সুখময় আমিতে জাগতিক সুখদুঃখ আরোপিত মাত্র। প্রতিদিনই জাগ্রতে যে জগৎ ভাসে, তাহা রাত্রিতে সুষুপ্তিকালে প্রলয়গত হয়। এই দৈনন্দিন সৃষ্টি ও প্রলয় কে কখন ঘটায় কে বলিবে ?

সিনেমা হলের দৃষ্ট দৃশ্য অন্ধকারেই দৃষ্ট হয়, আলোকসহ নহে। রজনীদেবী উজ্জ্বল তারার হার গলে ধারণ করেন। তাহা আঁধারেই দেখিতে হয়। আলোক আসিয়া আঁধার বিদূরিত করিলে আর দেখা যায় না অর্থাৎ প্রলয়গত হয়। যাহা সৃষ্টির পূর্ব্বে থাকে না, প্রলয়ের পর থাকে না, তাহা যখন দৃষ্ট হয় তখনও থাকে না। যেমন সিনেমা হলের দৃষ্ট দৃশ্য। এজন্য ভাগবত পুরাণে ১১।২।৩৮ শ্লোকে বলে—"অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়োঃ", ১১।২৮।২২ "অবিদ্যমানোঽপ্যবভাসতে যঃ," ১১।২৮।২১ "ন যৎ পুরস্তাদুত যন্ন পশ্চাৎ মধ্যে চ তন্ন ব্যপদেশমাত্রম্"। রামতাপনীয় শ্রুতিবাক্যে যেমন ব্রহ্মে জগৎ কল্পিত বলে তেমনি ভাঃ পুঃ ১২।৫।৬ "মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ। তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ॥" এই যে সৃষ্টিতত্ত্ব তাহাতে ও মনের দ্বারা ঈক্ষণ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় ; সুতরাং সৃষ্টি ঈশ্বরের মন সংকল্পিত ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋগ্বেদের ১০।১২৯ সূক্তটীর দ্রষ্টা পরমেষ্ঠী প্রজাপতি। প্রজাপতি শব্দেই বলে যিনি প্রজার সৃষ্টি ও বৃদ্ধি অভিলাষী। পরমপদে স্থিতিশীল হইয়াও যিনি মন-বুদ্ধির দ্বারা সৃজন আকাঙ্ক্ষা রাখেন, এহেন ব্যক্তি সৃষ্টি সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করেন, তাহা এখানে বিবৃত হইয়াছে। মন্ত্রমাত্রই কোন দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়া থাকে। এখানে সেই দেবতার নাম ভাববৃত্ত। ভাব অর্থ বিদ্যমানতা যাহার স্থিতি চির অবাধিত। যেমন গীতা ২।১৬ শ্লোকে বলে—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ॥" বৃত্ত অর্থ গোলাকার "অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্"। বৃত্ত অর্থ কর্ত্তৃবাচ্যে জাত বুঝায়। যিনি স্বরূপ ত্যাগে ভগবতী মায়া হইতে মন বাগাদি উপহার ও তৈজস পরিচ্ছদ গ্রহণে মায়ার অনুজ্ঞান অনুযায়ী সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করিতে স্বেচ্ছাসেবক পদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ বলে, কার্য্যব্রহ্ম বলে। কর্ম্মবাচ্যে বৃত্ত শব্দ আচ্ছাদন বুঝায়। এই উভয় মতই যিনি ঋগ্বেদের ভাষায় তপসো অধ্যজায়ত। সর্ব্বব্যাপী স্ফীত হইয়া অধিক হইবার উক্তিতে বুঝা যায়, মায়া উপাধি সংযোগই এই আধিক্যের কারণ। তপসা অর্থ তৎ এর পরতন্ত্রতা আপন্নতা যাহা হইতে ঘটে সা মায়া। এই মতবাদিগণ বলিতে চাহেন যে, সর্ব্বব্যাপী পুরুষ মন-প্রাণাদি বিহীন হইলেও একাকী থাকিতে আস্থাহীন হইলেন এবং দ্বিতীয়ের সঙ্গলাভের জন্য ব্যস্ত হইলেন। তিনি পুরুষবিধরূপ ধারণে আপনাকে অহং নামে অভিহিত করিয়া আপনা আপনি বলিলেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"একাকী ন রমতে স দ্বিতীয়ম্ ঐচ্ছৎ"।

"স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ।

ইদমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্।" বৃ ১।৪।৩। তৎপরে ঐ শতরূপা নাম্না পত্নী নর হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত শত শত রূপ ধারণ করেন এবং পুরুষ তাহাতে সঙ্গত হইয়া নানা পুত্রাদির সঙ্গলাভ করতঃ কৃতকৃত্য হন। এখানে পুরুষবিধ-রূপ ধারণের বৃত্তান্তটী বলা হয় নাই। এই পুরুষবিধকে ঐতরেয় উপনিষদে স্বজনেচ্ছু করিয়া সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। উপনিষদে সাক্ষিচৈতন্য, ঈশ্বরচৈতন্য, বিরাটচৈতন্যরূপে বহু কথা বলা হইয়াছে। শুদ্ধচৈতন্য কিরূপে সাক্ষিচৈতন্য হইলেন, তাহা বিবৃত নাই। সাক্ষশব্দ হইতে বুঝিতে পারা যায়, শুদ্ধচৈতন্য সমীপে মায়া বা প্রকৃতিরাণীর শুভাগমনকালে দূর হইতে প্রকৃতিরাণীর দ্রষ্টা হন। নিরপেক্ষ দ্রষ্টাকে সাক্ষী বলে। দ্রষ্টা হইতে হইলে চক্ষু-মন থাকা চাই। শুদ্ধচৈতন্যের চক্ষু-মন নাই। সাক্ষিচৈতন্যের চক্ষু-মন আছে, সেইজন্য তিনি দ্রষ্টা হইয়াছেন। মায়াদেবী সমীপস্থ হইলে আদর-আপ্যায়ন কার্য্যটী নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল। সর্ব্বব্যাপীর বাহিরে কেবল স্থানাভাব নহে, ভিতরেও স্থানাভাব। অভ্যাগতকে কোথায় বসিতে আসন দিলেন? নিজেই দেহ সঙ্কুচিত করিয়াই আসন দিতে হইয়াছিল। নবাগত ব্যক্তি প্রাচীন পুরুষকে সম্মান করার জন্য মাল্য ও উপহার দ্রব্য কিছু অর্পণ করেন সন্দেহ নাই। কি মাল্য বা কি উপহার দ্রব্য ছিল?

বৃঃ আঃ উপনিষদে সপ্তান্ন প্রকরণে দেখিতে পাই—"ত্রীণ্যাত্মনেঽ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুরুতেতি মনো বাচং প্রাণম্” গোপালোত্তর-তাপনীয়োপনিষদে দেখিতে পাই “কণ্ঠং তু নির্গুণং প্রোক্তং মাল্যতে মায়য়াজয়া” এইটীর অনুবাদ ভাঃ পু ১২।১১।১১ “স্বমায়াং বনমালাখ্যাং নানা-গুণময়ীং দধৎ”। এই শ্লোকটী বিরাট পুরুষের রূপ কল্পনায় উক্ত হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞকার্য্যের ঋত্বিক্ হন। তাঁহাদের গলায় যজ্ঞোপবীত শোভিত থাকে। তাহা বর্ত্তমান যুগের স্বেচ্ছাসেবকগণের ব্যাজরূপ চিহ্নমাত্র। এই চিহ্নের অর্থ যিনি ইহা ধারণ করেন, তিনি বৈদিক সর্ব্বকর্ম্মের সর্ব্ব মন্ত্রের অনুষ্ঠান ও উচ্চারণের অধিকারী। জেলখানার কয়েদীদের গলায় একখণ্ড কাষ্ঠ টুকরা সূত্রদ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এই চিহ্নে বলে এই চিহ্নধারী জেলে সর্ব্বপ্রকার উচ্চাবচ কর্ম্ম করিতে অধিকারী। তেমনি বিষ্ণুগলে এই যে বনমালা যাহাকে পুরাণকার মায়াসর্পের মালা বলিয়াছেন, তাহা পুরুষের প্রকৃতি পরতন্ত্রতার চিহ্নস্বরূপ। এই চিহ্নধারী পুরুষ মায়ার অধীনে সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশাদি সর্ব্বপ্রকার বর ও অবর কর্ম্ম করিতে অধিকারী হইয়াছেন। হিরণ্যগর্ভ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজপুরুষেরা কোন ব্যক্তিকে রায় সাহেব, রায় বাহাদুরাদি উপাধি দিলে তৎসঙ্গে একটী খিলাপ (পরিচ্ছদ) দিয়া থাকেন। মোটা ভাষায় গোলামের চিহ্ন। এখানে হিরণ্যগর্ভ চৈতন্য যেন মায়া গর্ভে শয়ান হইয়া হস্ত-পদ-মস্তকাদি অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া পুরুষবিধরূপে কার্য্যব্রহ্ম নামে প্রকট হন অর্থাৎ তৈজস দেহ লাভ করতঃ মন বা প্রাণরূপ উপহার সামগ্রী লাভ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মার্কণ্ডেয়চণ্ডীতে বলে কল্পান্তে একার্ণব ছিল। যাহাতে পুরুষবিধ পুরুষটী যোগনিদ্রাগত হন। তিনি নিদ্রিত অবস্থায় থাকা কালে নব কল্পের আরম্ভ ঘটে। তাঁহার গাত্রমলে মধুকৈটভ দৈত্যদ্বয় ও ব্রহ্মা নামক দেবতা উৎপত্তি হইয়া গেলে তাহাদের যৌবনদশায় মারামারি আরম্ভ হয়। ঐ দৈত্যদ্বয় পাঁচ হাজার বৎসর কাল বিষ্ণুসহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিন জনের এক একটী দেহ দুই মণ করিয়া ধরিলে ও কমপক্ষে ছয় মণ মল প্রয়োজন এবং নবসৃষ্টিতে অন্য দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, নর, তির্য্যগাদি সৃষ্টির জন্য মল চাই। কোটী কোটী দেহের জন্য কোটী কোটী মণ মল থাকা আবশ্যক। তাহাতে বিষ্ণুর কর্ণে কোটী মণ মল, খনিতে কয়লার ন্যায় থাকা প্রয়োজন। পদ্মনাভের নাভিতেও মল আছে। যে মলে পদ্মফুল ফোটে। সুতরাং বিষ্ণুর শরীরখানি মলপূর্ণ। দেহে দেহে চিদংশ অনুপ্রবিষ্ট থাকায় দেহিগণ কর্ম্ম করিতে সক্ষম হন। চিদংশ বিহীন দেহে ক্রিয়াশক্তি দৃষ্ট হয় না। এই নব কল্পের সৃষ্টিতে যোগনিদ্রাগত পুরুষের অজ্ঞাতে দুইটী দৈত্য ও একটী দেবতা উৎপত্তি হইয়া মারামারি করিতেছেন, দেখিতে পাই। সুতরাং সেই দেহত্রয়ে চিদংশ অনুপ্রবিষ্ট ছিল সন্দেহ নাই। মহামায়া বা প্রকৃতির দেহত্রয় নির্ম্মাণ করিতে বাঁধা নাই। কিন্তু দেহত্রয়ে চিদংশ অনুপ্রবিষ্ট কে করিল? কখন করিল? পুরুষবিধ পুরুষটী নিদ্রিত তিনি করেন নাই। সুতরাং মহামায়াই চিদংশ দেহত্রয়ে প্রবিষ্ট করিয়াছেন। যদি মহামায়াই চিদংশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবিষ্ট করিতে সক্ষম তবে পুরুষের কি প্রয়োজন? ইহাতে বুঝা যায়, মহামায়ার থলিয়াতে পূর্ব্বসঞ্চিত চিদংশ সকল জমা ছিল। তিনি তাহার ব্যবহার করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন চিদংশ সকলকে তিনি কুড়াইয়া পাইলেন, না বাজারে খরিদ করিলেন? শুনা যায়, কল্পবৃক্ষের নীচে পুরুষের কল্পনানুসারে ফল ঝর ঝর করিয়া পতিত হয়। আর সেই ব্যক্তি তাহা কুড়াইয়া লইয়া ঐশ্বর্য্যবান্ হন। এমন কোন কল্পবৃক্ষ কল্পনা না করিলে অচ্ছেত্ত পুরুষের অংশ সকল মহামায়ার থলিয়াতে আসিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন, ইহা ভুল কথা। সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য সর্ব্বত্রই আছেন। ঐ দেহত্রয় নির্ম্মিত হইলে তাহাতে সুমসৃণ বুদ্ধিতে সর্ব্বব্যাপী পুরুষের প্রতিবিম্বপাত হইয়াছে। ইহাই চিদংশের অনুপ্রবেশ। এই মতেও চিৎ-এর চিদংশের প্রতিবিম্বপাতের জন্য মসৃণ মায়া বা মায়া নির্ম্মিত মসৃণবুদ্ধি ও বুদ্ধি অবস্থানের জন্য অধিষ্ঠান চাই। সর্ব্বব্যাপীর বাহিরে প্রতিবিম্ব গ্রহণযোগ্য মসৃণ স্থান আছে, যাহাতে মায়া ও তৎকার্য্য অবস্থান করিতে পারে। যদি মায়া ও সর্ব্বব্যাপী পুরুষ এতদুভয়ের একই সময়ে একই স্থানে থাকা কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে মায়া ব্রহ্মেই আশ্রয় করিয়া থাকে? যে মার্কণ্ডেয়চণ্ডীতে ব্রহ্মাকৃত স্তোত্রে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—হে দেবি, তুমি বিষ্ণুর হৃদি ও নেত্র অধিকার করিয়া বসিয়া আছ। তাহা ত্যাগে বাহিরে দাঁড়াও। তাহা হইলে পুরুষবিধ উঠিয়া আমায় রক্ষা করিবেন। মায়ার আসন ব্রহ্মদেহের ভিতরে দেখিতে পাই। প্রতিবিম্ব বহিঃস্থ মসৃণ পদার্থেই পড়িয়া থাকে; সুতরাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

প্রতিবিম্বপাতের স্থানাভাব। প্রতিবিম্বপাত দ্বৈতেই সম্ভবপর! শিবমদ্বৈতের প্রতিবিম্বপাত সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়াভাবাৎ। * সেই চণ্ডীতে বলে মায়ামলে সৃষ্টি ঘটে। গীতায় বলে 'প্রকৃতিং স্বাম্ অধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া'। মায়া উপাদানে উৎপত্তি ঘটে। মায়ামল অর্থ মায়ারূপ মল উপাদানে সৃষ্টি ঘটে। ম+ল =ম অর্থে বিষ+ল অর্থে লগ্ন অর্থাৎ বিষ মিশ্রিত মায়া উপাদানে সৃষ্টি। মহেশ্বর শব্দটির ম+হ+ঈশ্বর দ্বারা গঠিত। ম=বিষ +হ=হর+ঈশ্বর, অর্থাৎ বিষহর ঈশ্বর। শিবের গলে সমুদ্র-মন্থনে উত্থিত বিষ স্থিত গলাধঃকরণ ঘটেনা বাহিরে বিষধর নাগ যজ্ঞোপবীতরূপে স্থিত অর্থাৎ মহেশ্বর অপাপবিদ্ধম্। ব্রাহ্মণগণ এ কারণে প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা পাঠকালে কারণ সলিলরূপ উপাদানে অনুকল্পে হস্তে জল লইয়া ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১৯০ সূত্রটি যাহা সৃষ্টিতত্ত্ব বলিয়াছে তাহা উচ্চারণ করতঃ হস্তস্থিত জল নাকে শুঁকিয়া বিষাক্ত মল জানিয়া ঐ জল ফেলিয়া দেন তৎপর হস্ত ধৌত করতঃ সূর্য্যস্থাপন মন্ত্র পাঠ করিয়া পবিত্র হন। প্রতিদিন তিনবার এইরূপ সৃষ্টিকে ত্যজ্য মনে করেন। ব্রাহ্মণের হস্তস্থিত জল শব্দটি জ+ল=জন্ম ও লয়, যাহা হইতে হয় তাহাই মায়া মল সৃষ্ট বিষাক্ত জল একই পদার্থ, মায়াকে পাপ, অশুভা, দুঃখ, রাত্রি, তম এই সকল বাক্যে প্রকাশিত হয়, কারণ কার্য্যরূপী প্রকাশ পায়। এইজন্য পাপ মায়া কারণ ও সৃষ্টিকার্য্য উভয়ই বিষাক্ত মল মাত্র। এইজন্য মানব নব-সৃষ্টিকে মা বা নিষেধ করিয়া কৃতকৃত্য হয়। নব অর্থ ন+ব 'ন' নিষেধাত্মক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ব' অর্থাৎ বড়, শ্রেয় যাহা বড় নহে অবড়, হেয়, তাহাই নব অর্থাৎ বিষাক্ত।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে চণ্ডীর দ্বিতীয় চরিত্রে সমস্ত দেবগণের চিদাংশ দ্বারা মহামায়ার উৎপত্তি ঘটে অর্থাৎ দেবগণ পূর্ব্বভাবী কারণ, মহামায়া পশ্চাদ্‌ভাবী কার্য্য। প্রথম চরিত্রে দেখিতে পাই কল্পান্তে মহামায়া বিষ্ণুর নেত্র ও হৃদি অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। বিষ্ণু যোগনিদ্রাগত একার্ণব অনন্ত শয্যায় শায়িত। তাঁহার অজ্ঞাতে নূতন কল্পের আরম্ভেই মহামায়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ও মধুকৈটভ দুই দৈত্য সৃজন করিয়াছেন। এই তিন ব্যক্তির হৃদয়ে জীবচৈতন্য অবস্থিত থাকায় তাহারা পরস্পর কলহ করিতে উদ্যত। এখানে ব্রহ্মা কার্য্য, মহামায়া কারণ হইতেছেন। এই উভয় মতবাদের কোনটি গ্রহণীয় অথবা উভয়েই ত্যজ্য এ বিষয়ে যথাযোগ্য আলোচনা করা হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য :—১৫ পৃষ্ঠায় প্রথম দুই লাইন বাদ দিয়া পড়িতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিবিম্বপাতের স্থানাভাব। প্রতিবিম্বপাত দ্বৈতেই সম্ভবপর। শিবমদ্বৈতের প্রতিবিম্বপাত সম্ভাবনা। দ্বিতীয়াভাবাৎ।

তত্রাচ কোন সৃষ্টিচিন্তক বলেন, যখন পুরুষ একা ছিলেন তখন জপ-তপাদি কর্ম্ম ছিল না। যখন জপতপাদি কর্ম্ম পৃথিবীতে সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব জাতি করিতেছে, তখন শাস্ত্রে জপ-তপাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। যিনি প্রথম জপ-তপ করেন, তিনি হইতেছেন প্রথম উৎপন্না মায়া তপস্বিনী। তিনি উৎপন্ন হইয়া দেখিলেন, তাহা হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী একজন রহিয়াছেন। তিনি কে, কেন আছেন, আমি তাঁহার সঙ্গ করিতে পারি। ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে। সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ॥ কোন বিষয় পুনঃ পুনঃ ধ্যান বা চিন্তণ করাকে জপ বলে। সাতিশয় চিন্তিত হইলে শরীর উষ্ণ হয়, সেই উষ্ণতা লাভই তপস্যা। মায়া তপস্বিনী তপসা যে পুরুষকে পাইতে সাতিশয় তপ করেন এবং তপ করিয়াই সেই পুরুষের সঙ্গলাভ করেন। প্রথম তপস্যাকারিণী তপস উপাধিযুক্তা হইয়া তপসা সেই পুরুষ উদ্দেশে যাত্রা করেন।

বাল্যকালে পিতার মুখে শিখিয়াছিলাম, একটী শ্লোক তাহা এই—

"সা তে ভবতু সুপ্রীতা দেবী শিখরবাসিনী।
উগ্রেণ তপসা লব্ধা যয়া পশুপতিং পতিঃ॥"

মাতার মুখে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক বাক্য তাহা এই—

অবতু ব গিরিসুতা মায় বলে পর পুতা।
পড়লে শুনলে দুধু ভাতা না পড়লে ঠ্যাং-এর গুতা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্গাপূজার সময় মায়ের স্তুতি করিবার কালে স্তোতা বলিতেন—

বিন্ধ্যস্থাং বিন্ধ্যনিলয়াং বিন্ধ্যাচল নিবাসিনীম্॥

পুরাণে বলে, দক্ষযজ্ঞে দক্ষকন্যা সতীর দেহত্যাগ হইলে, তিনি হিমালয়ের ঔরসে পার্ব্বতী নামে জন্মগ্রহণ করেন এবং শিবের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। দক্ষকন্যা সতী পশুপতিকে পতিত্বে বরণ করেন—এমন বর্ণিত আছে। হিমালয় পর্ব্বতটী জিওলজী ও পুরাণ—উভয় মতে অতিশয় নব্য সৃষ্টি। বিন্ধ্যপর্ব্বতের বিষয়ে পুরাণে বলে যে, বিন্ধ্যের শিখর এত উচ্চ ছিল যে সূর্য্যের পথ রুদ্ধ হইতে পারে। এজন্য দেবগণের প্রার্থনায় মহর্ষি অগস্ত্য বিন্ধ্যের নিকট উপস্থিত হইলে বিন্ধ্যপর্ব্বত চূড়াসহ অবনত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন। তখন ঋষি বলেন—"তুমি এইভাবেই থাক। আমি দক্ষিণে চলিলাম। যখন ফিরিয়া আসিব, তখন তুমি মস্তক উত্তোলন করিবে।"

জ্যোতিষে বলে কোন কালে বশিষ্ঠ উত্তরমেরু সন্নিহিত Polestar (ধ্রুব নক্ষত্র) ছিলেন। তখন অগস্ত্য দক্ষিণ ধ্রুবতারা ছিলেন। মহর্ষি অগস্ত্যের তিনটী বৃহৎ কার্য্য শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। তাহার একটী বিন্ধ্যের অবনতি, দ্বিতীয়টী বিন্ধ্য হিমালয় মধ্যস্থ সমুদ্রাংশের জলপান করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের স্থাপন, তৃতীয়টী তিনি বাহুল্য তাপযুক্ত ইলা বা প্রদেশ যাহাকে বাতাপি ইল্বল বলে। কেননা, মহাবিষুব রেখার নিকটস্থ প্রদেশ যাহাকে জিওলজী গণ্ডওয়ানা বা গণ্ডবন বলে তাহা গ্রাস করেন। ইহাই অগস্ত্যের দক্ষিণ ধ্রুবতারারূপে থাকা কালে এই মহান্ ভূমিকম্প হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে বিন্ধ্যের অবনতি ও হিমালয়ের অভ্যুদয় এবং বিন্ধ্য-হিমালয়-মধ্যস্থ সমুদ্রাংশ উন্মমিত হইলে অল্প জল ছিল, তাহা অগস্ত্য গ্রাস করেন। 'এই সময়ে এই ভূমিকম্পে গণ্ডবন নামা প্রদেশ যাহা ভারতের মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে আফ্রিকার মাদাগাস্কর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যাহার একাংশ অত্যাপি লঙ্কাদ্বীপ রক্ষদ্বীপ বা রাবণের লঙ্কা যাহার একাংশে স্থিত ছিল। বর্ত্তমানে যাহাকে লঙ্কা বলে। এই লঙ্কাও উজ্জয়িনী একই Maridian স্থিত ভাস্করাচার্য্য বলেন। এই আখ্যান সহ পূর্ব্বে উক্ত মন্ত্রত্রয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিতে গেলে বলিতে হয় যে, শিখরবাসিনী উগ্র তপস্যাদ্বারা পশুপতিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন। এই উন্নত শিখরই তপস্বিনী মায়ার আবাসভূমি এবং হিমালয়ের অভ্যুদয়ের পর উপরি-উক্ত শ্লোকের গিরিসুতা পার্ব্বতী দেবী মহামায়া যাহা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে বর্ণিত আছে, তাহাকে লক্ষ্য করে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর উত্তম চরিত্রে যেখানে দেবী স্বয়ং আপনার বিভিন্ন কালে উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন। ১১।৪২ শ্লোকের শেষ অংশে বিন্ধ্যাচল-নিবাসিনী বাক্য দৃষ্ট হয়। শিখরহীন বিন্ধ্যপর্ব্বতের কল্পিত শিখরে মহামায়া বাস করেন।

বিন্ধ্যশব্দ ব্যাধবাচী যাহারা পশুপক্ষিগণকে শর বিন্ধাইয়া বিনাশ করে। জিওলজী মতে বিন্ধ্যপর্ব্বত ভূমিকম্পে প্রচলিত হইয়া ভূমিতে কণ্টক বিন্ধ্য হইয়া আছেন, এহেন শিখরহীন পর্ব্বতে কল্পিত শিখরে দেবী বাস করেন অথবা পশুপক্ষী বিন্ধ্যকারী ব্যাধজনের সহ বাসকারিণী। ইহাতে বুঝিতে হয় পশুপ্রায়

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাধজনের ন্যায় স্বল্প বুদ্ধি জনগণ যাঁহারা শাস্ত্রে দেবানাং পশু বলিয়া অভিহিত হন, তাঁহাদের বুদ্ধিরূপ গুহা প্রসূতা মহামায়া। এই যে বিন্ধ্যবাসিনী তিনি ও মহামায়া অতি প্রাচীনকালের ঘটনার জন্য উগ্র তপস্যাকারিণীকে তপসা নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

যেমন গোশব্দ সচল পদার্থ মাত্রকেই বুঝাইত। যথা সূর্য্য, পৃথিবী, সোমলতা, বেদান্তবাক্য, বৃষ্টিধারা, সূর্য্যকিরণ এবং পশুপক্ষিমাত্রই গমনশীল জন্য গোপদ বাচ্য ছিল। বালক মাতৃদুগ্ধ ত্যাগে গোক্ষীর গোঘৃত ব্যবহারে জীবনযাপন করে জন্য গোমাতাকে গোশব্দে রূঢ়ি হইয়াছে। তেমনি মহামায়া জগন্মাতাকে প্রথম তপস্যাকারিণীতে তপসা শব্দ মায়াবাচী হইয়াছে। এইজন্যই ঋগ্বেদে ১০।১২৯ সূক্তে তৃতীয় মন্ত্রে ও ১০।১৯০ সূক্তের তপসা শব্দ দ্বারা মায়াকে বুঝাইয়াছে। তথায় তপসা শব্দের অর্থ মায়য়া গ্রহণ করিতে হয়। তপসা শব্দটী মুণ্ডকেও "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম" বাক্যেও দৃষ্ট হয়। তথায় অর্থ তপসা মায়য়া যেন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন।

সৃষ্টিচিন্তকগণ সৃষ্টি স্থাপনার্থ নানারূপ পন্থার উদ্ভব করিয়াছেন। দর্শনরূপে পুরুষের একত্বের হানির জন্য প্রচেষ্টায় রত। এজন্য বেদে "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" বাক্য দৃষ্ট হয়। সর্ব্বব্যাপীর একত্বের স্বাতন্ত্র্যের শান্তি ভঙ্গ না করিলে বহুত্ব ঘটিয়া উঠে না। এজন্য অপ্সরা বেশে পুরুষের নিকট গিয়া হাবভাবাদি দ্বারা তাহার স্বাতন্ত্র্য বিদূরিত করতঃ মায়ার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরতন্ত্রতা স্থাপনের প্রয়াসী দৃষ্ট হয়। কেহ বা তাহাকে উপহারাদি প্রদানে মাল্যাদি দ্বারা পূজকের ভাণ করিয়া তাহাকে মায়া অধীনতার চিহ্ন মায়া মাল্যরূপে তাহার গলদেশ অধিকার করিয়া বসেন। কখনও কোন সৃষ্টিচিন্তক মায়াকে তপস্বিনী সাজাইয়া সেই পুরুষকে মত্ত করতঃ অর্দ্ধনারীশ্বর রূপের কল্পনা করেন। ঋগ্বেদে এইরূপ সেই পরমপুরুষের শান্তি হননকারিণী স্বরূপ বিনাশিনীকে অহি বলিয়াছেন।

বাইবেলে ঈশ্বরের এক অনুচর সাহঙ্কার বশে ঈশ্বরের অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করায় ঈশ্বর তাহাকে স্বর্গভ্রষ্ট করেন। সেই স্বর্গভ্রষ্ট ব্যক্তিটী Satan নামধারী হইয়া সর্পাকার ধারণে ঈশ্বরের সৃষ্টি নষ্টভ্রষ্ট করার জন্য চেষ্টান্বিত হন এবং ঈশ্বরের স্বর্গোদ্যানের মালী ও তৎপত্নীকে উদ্যানের নিষেধিত বৃক্ষের ফল খাওয়াইবার জন্য প্রলোভিত করেন। তাঁহারা সর্পের সেই স্তোকবাক্য বিশ্বাস করিয়া ফল পাড়িয়া খান। ঈশ্বর ইহা জানিতে পারিয়া সেই মালী ও তৎপত্নীকে স্বর্গধাম হইতে বিতাড়িত করতঃ মরলোকে চাষাদি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহের আদেশ করেন। মালীর অভাবে বাগান-শোভা ও শ্রীহীন হইল ও ঈশ্বরের অনুজ্ঞা লঙ্ঘনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। এইরূপে হানিকারককে অহি বলে।

"অহরহঃ হিনস্তি ইতি অহি"। সর্পের ন্যায় জীব-জগতের হিংসাকারিণী। অশনা, পিপাসা, আধি, ব্যাধি, জরা, মৃত্যুদ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া জীব "মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ" বলিয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। আবরক বলিয়া সূর্য্যকে অহি বলে। রাত্রির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্ধকারে যে সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রাদি কোটী কোটী আকাশে দৃষ্ট হয়, সূর্য্যকিরণ দ্বারা তাহারা আবৃত হইয়া আর দর্শনযোগ্য থাকে না। তেমনি মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপাদি দ্বারা আবৃত হইয়া জীব তাঁহার স্বরূপ দর্শনে বঞ্চিত হয়। যেমন গীতায় বলে—"অজ্ঞানে-নাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ"। ঈশা বলেন "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্"। ছান্দোগ্য বলেন "সত্যম্ অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ" ॥ ৮।৩।২

কেহ বলেন, "অহ ব্যাপ্তৌ অহ্নোতি ব্যাপ্নোতি আকাশং দিগন্তরাণি বা"। আকাশ ব্যাপক এবং নিরবয়ব তাহাকেও ব্যাপিয়া যিনি অবস্থিতা তিনি অহি। অনুলোমে অব্যক্তা হইতে আকাশাদি বাহির হইয়াছে। আবার প্রলয়ে বিলোমে কার্য্যরূপ আকাশ অব্যক্তায় কারণে প্রবিষ্ট হয়। দিক্‌কাল সৃষ্টির পরে অহোরাত্রি ও তাহার চিহ্ন সূর্য্যাদি সৃষ্টির পর পূর্ব্ব-পশ্চিমাদি দিক্ নির্ণয় হইয়া থাকে। সমুদ্রার্ণব নামক কারণ সলিল হইতে যে কালের উৎপত্তি ঘটে, তাহা জীব-জগৎকে কালগ্রাসে মায়া পাতিত করে। এজন্য জীব প্রাকৃতিক কর্ম্মফলে এ মরলোকে পুনঃ পুনঃ আসিয়া থাকে। মোহাবরণ বিদূরিত না হওয়া পর্য্যন্ত স্ব স্বরূপানন্দ ভোগে বঞ্চিত থাকে। এজন্য সেই বঞ্চনাকারিণীকে অহি বলে। অহি শব্দের প্রতিশব্দ নাগিনী, সর্পিণী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। অহিভূষণ শব্দ নাগ-যজ্ঞোপবীতধৃক্ বনমালী প্রভৃতি অসৎ মায়াই রজ্জু। ভাগবত পুরাণের ১২।১১।১৩ "অব্যাকৃতমনন্তাখ্যং আসনং যদধিষ্ঠিতঃ।" অনন্তনাগ মায়ারই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামান্তর। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মধ্যম চরিত্রে দেবগণ স্তোত্রে চতুর্থ মাহাত্ম্য ৭ মন্ত্রে বলে "অব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা" ॥

দেবগণও এই রজ্জুদ্বারা বদ্ধ থাকায় ঋ ১০।৭২।১ সূক্তে "ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ" অমৃত বন্ধব বাক্যদৃষ্ট হয়। মায়াই মাল্যরূপে কোন পুরুষের কণ্ঠে অবস্থান করেন; তখন সেই পুরুষ মায়া পরবশে স্বীয় নির্দ্দোষ সমভাব ত্যাগে বৈষম্যপূর্ণ সৃষ্টিকর্ত্তা হন। এই যে মায়া কর্ত্তৃক পুরুষের আবরণ, তাহা ঘনাচ্ছন্ন অর্কবৎ ব্যাপার। কৃষ্ণবর্ণ মেঘখণ্ড বায়ুমণ্ডল বেষ্টিত পৃথিবীকে আচ্ছাদন করেন। এই পৃথিবীর ১৪ লক্ষ গুণ বৃহৎ সূর্য্য। যাহা পৃথিবী হইতে লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে স্থিত, তাহাকে মেঘখণ্ড আবৃত করে কি? ঐ মেঘখণ্ড পৃথিবীস্থ দ্রষ্টার দৃক্‌শক্তি আবৃত করে। আবৃত চক্ষু ব্যক্তি তাহা সূর্য্যে আরোপ করিয়া বলেন সূর্য্য আবৃত। যেমন কোন ব্যক্তি ছাদ নিম্নস্থ দেওয়ালে একটি Bulb বিজলীবাতি বসাইয়াছেন। তাহার অপর দিকে দেওয়ালের নিকট বসিবার আসন। আসনে বসিয়া কাহারও সহিত আলাপ করিতে বিজলীবাতিতে চক্ষু ঝলসিয়া যায়। তখন বামহস্ত উত্তোলন করিয়া চক্ষু হইতে ৭।৮ অঙ্গুলী দূরে হস্তদ্বারা জ্যোতিঃ নিবারণ করেন। এখানে হস্তের তালু বিজলীর বাল্বকে আবৃত করে নাই। দ্রষ্টার দৃক্‌শক্তি আবরণ করিয়াছে। ঘনাচ্ছন্ন অর্কটী তেমনি ব্যাপার। এখানেও মন্দমতি বলিতে পারেন, চক্ষু আবৃত হয় নাই। এইরূপ অধ্যারোপের দ্বারা সৃষ্টিচিন্তকেরা সৃষ্টি স্থাপন প্রয়াসী হইয়া থাকেন। ইতি—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাসদীয় সূক্ত

ঋগ্বেদ ১০।১২৯

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো
ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্
গহনং গভীরম্॥ ১

অন্বয়—তদানীং অসৎ ন আসীৎ, সৎ নো আসীৎ, রজঃ ন আসীৎ, ব্যোমা পরঃ যৎ ন; কিং আবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্ গহনং গভীরম্ অম্ভঃ কিম্ আসীৎ?

অনুবাদ—তদানীং মায়া ছিল না, সৎও ছিল না। রজঃ ছিল না, ব্যোম ছিল না, যৎপর শ্রেষ্ঠ লোক তাহাও ছিল না। আবরক, আবৃত ও আবরণ কিছু ছিল কি? জীবের সুখ-দুঃখাত্মক ভোগ্য-ভোক্তৃত্ব ছিল কি? গহন গভীর অম্ভ ছিল কি?

বিচার—তদানীং শব্দটী কি অর্থে প্রযুজ্য, তাহা ইহার পর মন্ত্রের প্রথম পংক্তিতে তর্হি শব্দদ্বারা উক্ত হইয়াছে। ইহা কালবাচক। তৎকালে ইহার অনুবাদ করা যায়। কোন্ কালে? কালসৃষ্টির পূর্ব্বকালে। কারণ, ইদমগ্র কালে পুরুষ একাই ছিলেন দ্বিতীয়াভাবাৎ। তাঁহাকে কালাতীতও বলে। যাহা সৃষ্টি হয়, তাহা কিয়ৎকালের জন্য স্থিতিশীল হয়। পশ্চাৎ লয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পায়। ইহাতে সৃষ্টিকাল, স্থিতিকাল ও লয়কাল পাওয়া যাইতেছে। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ স্থিতিকে অগ্রগণ্য স্থান দেন নাই। জগত্যাং জগৎ ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া দেন নাই। যেমন ছান্দোগ্যোপনিষদে ৩।১৪।১ মন্ত্রে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত"। তজ্জলানিতি শব্দের অর্থ তৎ তাহা হইতে জ জন্ম, তৎ ল তাহাতে লয়, অনিতি অন ইতি—স্থিতিবাচক। এজন্য জল সলিল, কারণ সলিল তাহাদের চিন্তার বিষয়। তাহাতে সৃষ্টিকাল ও প্রলয়কাল দুইটী কাল গৃহীত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান কালের স্বনামধন্য Dr. Einstein মতেও দুইটী কাল দৃষ্ট হয়। তাহাতে বলে When matter is being formed. When mettr is indiffusion. এবং সেই পুস্তকে Now matter is indeffusion উপস্থিত হইয়াছে বলে। গীতাতেও দেখিতে পাই—৮।১৮ শ্লোকে দিবাকে সৃষ্টি কাল ও রাত্রিকে প্রলয়কাল বলিয়াছেন। "রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে" বাক্যটী আছে। রাত্রি আগমে প্রলয়, শেষে নহে। কার্য্যব্রহ্মের দিবাকালে সৃষ্টি ঘটে ও রাত্রিকালে প্রলয় ঘটে। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মতে কল্পারম্ভ ও কল্পান্ত দুইটী কাল বলে। তর্হি ও তদানীং বাক্যে কেহ প্রলয়কে গ্রহণ করিয়াছে।

ইদমগ্রকালে অসৎ ছিল না সৎ ছিল না—শ্রুতি বলিয়াছেন। এই সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রে পুরুষবিধ পুরুষ মায়া প্রদত্ত মাল্য ও মন, বাক্, প্রাণরূপ উপহার সামগ্রীর প্রদান ও গ্রহণ কার্য্য হইয়া গেলে সৃজন কামনা দ্বারা আকুলিত হইয়া মানস রেত পাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন। তাহাতে শ্রুতি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন "সতো বন্ধুমসতি" অসতের দ্বারা সতের বন্ধন ঘটিল। একই সূক্তে সৎ অসৎ শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগ দৃষ্টে মনে জাগিল দর্শনান্তরে ও সৎ অসৎ শব্দের অন্যরূপ প্রয়োগ আছে। এজন্য সৎ অসৎ শব্দ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। সৎ শব্দ অস্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হয়। অস্ ধাতুর অর্থ অস্তি। যাহার অস্তিতা চির অবাধিত তাহাকে সৎ বলে। অর্থাৎ অবিনাশী নিত্য একরূপ অব্যয়। ন+সৎ=অসৎ। তৎ এর বিপরীত অভাব, অবিদ্যমানতা শূন্যত্ববিনাশ ও বিকারশীল দেখা যায়। সাংখ্যে প্রকৃতি ও তস্য বিকৃতির বিকৃতি সকলই সৎ বলে। তন্মতে শশশৃঙ্গ, পুষ্পাদি অসৎ পদবাচ্য। পরমাণুবাদীর পরমাণু সৎ তাহা হইতে জাতবস্তু সকল অসৎ। অসৎ অর্থ অমূর্ত্ত ও সৎ অর্থ মূর্ত্ত বলিয়া গৃহীত হয়। সৎ অর্থ সুমতিযুক্ত, অসৎ অর্থ দুষ্টমতিযুক্ত। সৎ অর্থ ভাল, অসৎ অর্থ মন্দ অর্থে প্রয়োগ হয়। তদানীং অর্থ প্রলয়-কালে প্রলয়ান্তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ জগৎ একীভূত হইয়া যায়। তাঁহাকে চণ্ডীতে জগদেকার্ণবী কৃতে বাক্যে বলা হইয়াছে। ঋ ১০।১৯০ সূক্তে সমুদ্রার্ণব বলা হইয়াছে। এই একার্ণবকে কোথাও জল কোথাও সলিল, কোথাও কারণ সলিল বলা হয়। ইহা অসৎ অব্যক্তার তৃতীয় অবস্থা। কেননা, উক্ত ১৯০।১ মন্ত্রে "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত। ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥১ সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তপসা শব্দটী ছান্দোগ্যের শাণ্ডিল্য বিদ্যার তজ্জলানি বাক্যের ন্যায় সংক্ষিপ্ত বাক্য। শব্দটি বিশ্লেষণ করিলে আমরা পাই ত=তং=তস্য, প=পরতন্ত্রতা। আপন্নতা যেন সা মায়া। এজন্য তপসা অর্থ মায়া।

এই মন্ত্রে নিত্য সত্য সর্ব্বগত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ একাই দীপ্তিমান ছিলেন বলিয়া পশ্চাৎ তপসা অধ্যজায়ত বাক্য রহিয়াছে। তপসা অর্থ মায়য়া অর্থাৎ মায়াদ্বারা যেন অধিক হইলেন। ইহার অর্থ সহজ ভাষায়—এই বহিরাগত মায়া উপাধির মৃন্ময় শুঙ্গবৎ অব্যক্তা অবস্থা উড়িয়া আসিয়া যেন অপাপবিদ্ধ অশরীর ব্রহ্মে পতিত হইল। যেমন পরগাছার সূক্ষ্ম বীজ বাতাসে উড়িয়া আসিয়া পুরাতন বৃক্ষের বাকলে পড়িয়া বৃক্ষ দেহে মূল বিদ্ধ করতঃ আত্মপ্রকাশ করিয়া স্থিতিশীল হয়। শুঙ্গ বলা কেন? মৃন্ময় বীজহীন চিন্ময় হইতে মৃন্ময় জগৎ উৎপন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। যদি তর্কস্থলে সম্ভবপর স্বীকার করা যায়, তবে শূন্যবাদ স্বীকৃত হইয়া পড়ে। ইহা কাহারও ইচ্ছা নহে। যাহা কারণে নাই, তাহা কার্য্যে প্রকাশ পাইতে পারে না। যদি প্রকাশ পায় তবে বহিরাগত উপাধি যোগে বলিতে হইবে। যেমন দধিতে অম্লত্ব। অসৎ মায়া শুভাগমন করিলেন। তখন তিনি অব্যক্ত অলক্ষিত অবস্থায় থাকার জন্য সর্ব্বগত পুরুষ যেন অধিক হইলেন। প্রিয়জনের আগমনে আনন্দে রস উচ্ছ্বসিত হয় এবং দুঃখে শুকাইয়া যায়। ইহা কি উচ্ছ্বসিত অবস্থা?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎপর অব্যক্তা অসৎ রাত্রিরূপে অঙ্কুর ভাবে প্রকাশ পাইলেন। তৎ পশ্চাৎ অঙ্কুর ভাব ত্যাগে ক্ষয়ভাবাপন্ন সমুদ্রার্ণব রূপে রূপায়িত হইলেন। অসতের এই তিন অবস্থা ঋগ্বেদের ১০।৭২ সূক্তেও পরিদৃষ্ট হয়—

ব্রহ্মণস্পতিরেতা সংকর্ম্মার ইবাধমৎ।
দেবানাং পূর্ব্বে যুগে অসতঃ সদজায়ত ॥২
দেবানাং যুগে প্রথমে অসতঃ সদজায়ত।
তদাশা অন্বজায়ন্ত তদুত্তানপদস্পরি ॥৩

এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রে অদিতি ছিলেন বলা হইয়াছে। এই অদিতি কে তাহা নিশ্চয় করা আবশ্যক। কেননা, ঋগ্বেদে অদিতি আদিত্যগণের মাতা। কোন স্থানে ইহাকে দেবমাতাও বলা হইয়াছে। আদিত্যগণের নাম মধ্যে ইন্দ্র-বিষ্ণু-মিত্রাদির নাম দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে রহুগণের পুত্র গৌতম দৃষ্ট মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই "অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা সপিতা সপুত্রঃ। বিশ্বেদেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতির্জানিত্বম্" ঋ ১।৮৯।১০ ॥

ইহাতে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে পুরুষ "অলিঙ্গব্যাপক এব চ"। এজন্য সর্ব্বলিঙ্গেরই প্রয়োগ আছে। "নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ। যদ্ যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স যুজ্যতে ॥" এখানে অদিতি অখণ্ডৈক রস পরমাত্মা। ন+দিতি=অদিতি। দিতি অর্থ খণ্ড। অদিতি অর্থ অখণ্ড। অখণ্ডৈক রস। দেবমাতা যে অদিতি তিনিও অখণ্ড।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অব্যক্ত অবিদিত রূপে ছিলেন পরবর্ত্তী যুগে তিনি শুদ্ধ চৈতন্য পুরুষের সন্নিকটে আসেন। শুদ্ধ চৈতন্য পুরুষ পুরাণপুরুষ এই জন্য তিনি যখন মায়ার আগমন দূর হইতে দর্শন করেন, তখন তাঁহাকে দর্শনকার্য্যের সাক্ষী জন্য সাক্ষিচৈতন্য বলিয়া অভিহিত করা হয়। মায়া সেই পুরুষকে মাল্য দ্বারা পূজন করতঃ মন-বাক্-প্রাণ অন্নত্রয় উপহার স্বরূপে প্রদান করেন। এইরূপে পূজিত হইয়া তিনি মায়াকে স্বীয় পার্শ্বেই বসিবার স্থান দেন। মায়া পাশে বসিলে তিনি যেন প্রবুদ্ধই হইলেন। তখন তাঁহার নাম ঈশ্বরচৈতন্য হইল। তৎপর তিনি মায়া হইতে মায়া প্রদত্ত খিলাপ (তৈজস পরিচ্ছদ) গ্রহণ করেন। এই সব ঐশ্বর্য্য গ্রহণে ঈশ (ঐশ্বর্য্যে) বরচ্ প্রত্যয়ের দ্বারা ঈশ্বর বা ভগবান হন। কঠোপনিষদে বলে "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥" মায়া হইতে এই সব ঐশ্বর্য্য গ্রহণে তিনি ভোক্তা হইলেন অর্থাৎ মায়ার পরিবারভুক্ত হইয়া মায়ার অন্নে পালিত পুত্র হইলেন। এই অবস্থাতে তাঁহার নাম হিরণ্যগর্ভ বা কার্য্যব্রহ্ম হইল। মায়িক সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের অধ্যক্ষ পুরুষ হইলেন। তাঁহার আবাস দেহের নাম ব্রহ্মলোক হইল। তিনি পশ্চাৎ সৃষ্টি মানসে পুরুষবিধ হইয়া লোক চতুষ্টয় মায়া উপাদানে মায়া অধিষ্ঠানে সৃজন করেন। ইহাই গীতা ৪।৬

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

এই শ্লোকে মায়া বা প্রকৃতি অধিষ্ঠান আশ্রয়ে মায়া উপাদানে সম্ভবামি বাক্যে পুরুষ কর্ত্তা হইতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই দুই অদিতিতেই পরিবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হয়। প্রকৃতি অবিদিতা অলক্ষিতা অবস্থা ত্যাগে অনুমেয়া অব্যক্তা অক্ষরা অবস্থায় রাত্রি বা মায়ারূপে পরিদৃষ্ট হন। তৎপর তিনি জগৎ প্রসবিনী ক্ষরিতা রূপে কারণ সলিলরূপ ধারণ করেন। "ওদনং পচতি" ন্যায়ে মূর্ত্ত বা সৎরূপে পরিণত না হইলেও জগতের গর্ভধারিণী হন। এই জন্য সদ্ বলা হয়। ঋগ্বেদের ১০।৭২।২ মন্ত্রে পরবর্ত্তী যুগে ব্রহ্মণস্পতি কর্ম্মকারের ন্যায় কর্ম্মকার যেমন কার্য্যরম্ভে ভস্ত্রা যন্ত্রদ্বারা অগ্নি প্রবৃদ্ধ করে, তেমনি ব্রহ্মণস্পতির কার্য্যারম্ভে অব্যক্তা প্রকৃতি ব্যক্ত জগৎ প্রসব করিয়া মূর্ত্তিমতী সৎ স্বরূপা হন। এই জগৎ প্রসবের আদিতে পুরুষবিধ কার্য্যদক্ষ প্রজাপতি সৃষ্ট বলিয়া গণ্য হন। পশ্চাৎ কারণ সলিল বা সমুদ্রার্ণব হইতে কালের সৃষ্টি ঘটে। তৎপর কালের প্রকেত অর্থাৎ চিহ্ন-স্বরূপ সূর্য্য ও লোকাদির সৃষ্টি ঘটে। এজন্য এই সূক্তে অদিতি হইতে দক্ষ প্রজাপতি কার্য্যব্রহ্ম এবং কার্য্যব্রহ্ম হইতে রাত্রি তম বা মায়ার উৎপত্তি বলা হয়। যেমন "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নং অভিজায়তে অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকা কর্ম্মসু চামৃতম্"। মু ১।৮ ইহাতে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি। ঋগ্বেদের ১০।১৯০ সূক্তে সৃষ্টিতত্ত্ব সহ একরূপই আছে।

এই যে সৃষ্টি সৎ ও অসৎ উক্ত হইল তাহাই নাসদীয় সূক্তের অসৎ বা সৎ ছিল না বলা হইয়াছে। অসৎ মায়া ও সৎ নামা ব্রহ্ম বা অসতের কার্য্যকে সৎ যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। এখন অসৎ অর্থ অমূর্ত্ত এবং সৎ অর্থ মূর্ত্ত। পঞ্চভূতের আকাশ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বায়ু অমূর্ত্ত এবং তেজ জল ও ক্ষিতি মূর্ত্ত। যেমন শ্বেতাশ্বতর বলে—

যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি-
র্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।৪।১৮

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৭ অনুবাকে—"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত"। এখানে অসৎ শব্দদ্বারা অমূর্ত্ত অবস্থাপন্নতাকে লক্ষ্য করে এবং সৎ শব্দের দ্বারা মূর্ত্তকে লক্ষ্য করে। যেমন অদৃশ্য বায়ুস্থ অদৃশ্য জলীয় বাষ্প অমূর্ত্ত অবস্থায় থাকে; কিন্তু শ্বেতবর্ণ মেঘাকারে পরিণত হইলে দৃশ্যমূর্ত্ত হইয়া থাকে। কেননা, পরবর্ত্তী ঋকে স্পষ্ট ভাষায় অসৎ মৃত্যুস্বরূপা প্রকৃতি, অমৃতস্বরূপ দেবতা হিরণ্যগর্ভ ও কাল এই তিনের নাম লইয়া তখন ছিল না বলা হইয়াছে।

এই অসৎ ও সৎ ভাবধারা লইয়া বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানবিদ্ শ্রেষ্ঠ Dr. Einstein নেবুলা Theory গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মতে Nebula চারিটী অবস্থা চারিটী Chart দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথমটীতে সর্ব্বব্যাপী নীহারিকা তমদ্বারা আবৃত ছিল। যেমন লোকে ধানকে রাশীকৃত করিয়া বহু স্তূপাকার করিয়া রাখে। সেই স্তূপস্থ ধান্যগণের পরস্পর কোন আকর্ষণ-বিকর্ষণাদি থাকে না। বিচ্ছিন্ন অবস্থায় স্থিতিশীল থাকে। তেমনি প্রাচীন যুগে নীহারিকাবৎ তম স্থানে স্থানে স্তূপাকৃত অবস্থায় থাকা পরিদৃষ্ট হয়। এই বিচ্ছিন্ন অবস্থাগত স্তূপকে নেবুলা বলে। তথায় কোন ক্রিয়া-বিক্রিয়া থাকে না। ধান্যস্তূপের ধান্য যেমন কালে বিক্রিয়া জন্য অঙ্কুরিত হয়, কেহ কাহারও কারণ নহে। তেমনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেবুলাতে ক্রিয়া বিক্রিয়াদি দৃষ্ট হয়। এই দ্বিতীয় অবস্থাকে Spiral Nebula বলে। প্রথমটী অমূর্ত্ত অসৎ অবস্থা। দ্বিতীয়টী ঈষৎ মূর্ত্ত অবস্থাগত। এই দ্বিতীয় অবস্থায় অসৎ নেবুলা পদার্থের অণু সকল ঘূর্ণায়মাণ হইয়া ঘনীভূত হইতে থাকে। তৃতীয় Chartএ এই ঘনীভূত ভাব সুপক্ক হইয়া অণ্ডাকার ধারণ করে। চতুর্থ অবস্থায় তৃতীয় অবস্থার অণ্ডাভাব হইতে বিস্ফুলিঙ্গবৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া সূর্য্য বাহিরে প্রকাশ পান। তৎপশ্চাৎ সূর্য্য হইতে বিস্ফুলিঙ্গবৎ জ্বলন্ত বাষ্পরাশি বাহির হইয়া আসিয়া গ্রহগণরূপে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আপন আপন বক্রকক্ষে বিচরণ করেন। তৎপর কোন কোন গ্রহ হইতে উপগ্রহ (Moon) চন্দ্র সকল বিস্ফুলিঙ্গবৎ বাহির হইয়া আসিয়া সেই গ্রহকে প্রদক্ষিণ করিয়া বক্রপথে বিচরণ করে।

এই যে গ্রহগণ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহা সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) বলে আকর্ষিত হইয়া করিয়া থাকে। এই মতবাদ বেদ ও উপনিষদাদিতেও দৃষ্ট হয়। ঋ ১০।১১০।৯ মন্ত্রে সূর্য্য হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। ঋ ১০।১৪৯।১-২ সূর্য্য মহাকর্ষণ দ্বারা পৃথিব্যাদির প্রচ্যুতি নিবারণ করেন। ঋ ৯।৮২।৪ চন্দ্র পৃথিবী হইতে জাত। এই সকল গ্রন্থ ইংরেজী ও জার্ম্মান ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। সেই প্রাচীন ভাবধারা নব বিজ্ঞানে নব ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৩।১৯ খণ্ডে এই নেবুলার চারিটী স্তরভেদ পরিষ্কাররূপে বর্ণিত আছে। তাহা এই—

আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশস্তস্যোপব্যাখ্যানম্ অসদেবেদমগ্র আসীৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎ সদাসীৎ তৎ সমভবৎ তদাণ্ডং নিরবর্ত্তত তৎ সংবৎসরস্য মাত্রাম-
শয়ত তন্নিরভিদ্যত তে আণ্ডকপালে রজতং চ সুবর্ণং চাভবতাম্ ॥১
তদ্ যদ্ রজতং সেয়ং পৃথিবী যৎ সুবর্ণং সা দ্যৌঃ…… ২।
অথ যত্তদজায়ত সোঽসাবাদিত্যঃ…… ৩।

আদিত্যকে ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করিবে। ইহা শ্রুতির আদেশ। সেই আদেশের মর্ম্ম অবধারিত হইতেছে। ইদং সর্ব্বং রূপ বিশ্বজগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে ব্রহ্ম একাই ছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে অন্য অমূর্ত্ত অবস্থাগত তম থাকা অনুমিত হয়। তৎ পশ্চাৎ কালক্রমে সেই অসৎ পদার্থ মধ্যে বিক্রিয়া ঘটিয়া ঘূর্ণায়মাণ হইয়া ঘনীভূত অব্যক্ত মূর্ত্তাবস্থাগত হইয়াছিল। ইহাই শ্রুতি অসতের সতে পরিণতি বলিলেন। ইহাই নব্য বিজ্ঞানের দ্বিতীয় চার্ট। তৎপর সেই সৎ-পদার্থ আরও ঘনীভূত হইয়া অণ্ডাকারে পরিণত হইল। ইহাই নব বিজ্ঞানের তৃতীয় চার্ট। তৎপশ্চাৎ সেই অণ্ড বর্ষকাল অণ্ডাকারে রহিল তৎপর সেই অণ্ডের খোসা (কপাল) ফাটিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইল। সেই খোসার উপরের সুবর্ণাভ খণ্ড অর্দ্ধ ঊর্দ্ধগত হইয়া দ্যোলোক (স্বর্গ) উৎপন্ন হইল এবং নিম্নস্থ রজতাভ খণ্ড অধোগতিতে গিয়া পৃথিবী হইল। মধ্যে অন্তরিক্ষে সূর্য্য অবস্থিত রহিলেন। এই সূর্য্য উৎপত্তি সহ ব্রহ্মাণ্ডের স্বর্গমর্ত্ত্যাদিরূপ বিস্তার বলা হইল। এইটী Nebula theoryতে প্রকাশ করিয়া বলা হয় নাই।

ইহাতে ঋগ্বেদের অসৎ ও সৎ অবস্থা যে বিবৃত তাহাতেও কোন সন্দেহ থাকে না। তৎপর ঋকে বলে নাসীদ্ রজো

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যোমা পরো যৎ। রজঃ ছিল না। রজঃ শব্দটী নামার্থে প্রয়োগ দেখা যায়। রজঃস্বলা শব্দে রজ লাল রক্ত অর্থে প্রযোজ্য। ব্রাহ্মণের পদরজঃ বাক্যে—রজঃ শব্দে মৃৎচূর্ণ গ্রহণ হইয়াছে। রজঃ শব্দ রজোগুণকেও বলে। এখানে রজঃ শব্দটী মৃন্ময় মর্ত্তঃ-লোক অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। ব্যোম শব্দে আকাশ বা অন্তরিক্ষকে গ্রহণ করে। শ্রুতিতে পরম ব্যোম শব্দ প্রয়োগ দেখা যায়। এই সূক্তের ৭ম মন্ত্রে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহাতে উহা হৃদয়াকাশকে গ্রহণ করে। কেননা, তথায় অধ্যক্ষ পুরুষ বাস করেন। সর্ব্বব্যাপী পুরুষ অধ্যক্ষও নহেন। তাঁহার অধিষ্ঠান বা আবাসস্থান সম্ভবে না। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দ বল্লীর প্রথম অনুবাকে প্রথমাংশে সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রটী যাহাকে বলে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। "যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্"। বাক্যটীতে হৃদি গুহাকে পরম ব্যোম বলিয়াছে। আলোচ্য সূক্তের প্রথম মন্ত্রে "ব্যোমা পরো যৎ" বাক্য হইতে কেহ কেহ ব্রহ্মলোক বুঝিয়া থাকেন। অন্তরিক্ষ হইতে স্বর্গ শ্রেষ্ঠ। সেই স্বর্গের ৫টী স্তর ভেদ আছে। মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য, সাধারণ স্বর্গের উপরে স্থিত। সত্যলোককে ব্রহ্মলোক বলে। তাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক বলিয়া গণ্য হয়। পর শব্দ শ্রেষ্ঠবাচী। যেমন মুণ্ডকে "তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে"॥ ৩।২।৬ বলিয়াছেন। সেই মুণ্ডকেরই অন্যত্র "দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ"॥ ২।২।৭। ইহা হৃদয়াকাশকে লক্ষ্য করে। হৃদয়স্থ পুরুষ সাধারণতঃ ক্ষুদ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীব বলিয়া অভিহিত হইলেও "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি" ঈশা উপনিষদের বাক্যে যে পুরুষ ব্রহ্মলোকে বাস করে ও যিনি হৃদয়াকাশে বাস করেন, তাঁহারা একই পুরুষ। যাহা পিণ্ডে তাহা ব্রহ্মাণ্ডে। শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—"দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ। কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্"। বাক্যে পঞ্চকোশাত্মক আবরণ অথবা জরা-ব্যাধি-ক্ষুধা-পিপাসা-রোগ-শোকাচ্ছন্ন-মায়ামোহ আবরণ সুখদুঃখভোগী জীবে কল্পিত হয়। এই মায়া আবরণটী মায়ার বিকৃতি। ইহাকে কারণ সলিল বা সমুদ্রার্ণব বা একার্ণব বলে। ইহাই অন্ত গহন গভীর বটে। তাহা ছিল না। কেহ কেহ অন্তকে স্বতন্ত্ররূপে গহন গভীর সমুদ্ররূপে ব্যাখ্যা করেন। এই যে মায়া বা তমের বিকৃতি তাহা কার্য্য। মায়া কারণ। কার্য্য নষ্টে কারণ নষ্ট হয় না। এই সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রে "গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।" ইহাতে তমের কার্য্য দেখিতে পাই। এই প্রথম মন্ত্রে মায়ার কার্য্যের জাত ছিল না বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্র বলে—

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস ॥২

অন্বয়—তর্হি মৃত্যুঃ ন আসীৎ, অমৃতং ন রাত্র্যাঃ অহ্নঃ প্রকেতঃ ন আসীৎ, তৎ অবাতং আনীৎ ; স্বধয়া একং ; তস্মাৎ হ অন্যৎ পরঃ কিংচন ন আস।

অনুবাদ—তৎকালে মৃত্যুঃ ছিল না। হিরণ্যগর্ভ দেবতা ছিল না। রাত্রি ও দিনের চিহ্ন ছিল না। 'অন' বায়ুহীন প্রাণন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বস্বরূপে একাই বর্ত্তমান ছিলেন। তাহা ব্যতীত অন্য অপর কিছু ছিল না॥ ২

বিচার ঃ—পূর্ব্ব মন্ত্রে কার্য্য নিবেধিত হইয়াছে। এই মন্ত্রে কারণ নিবেধিত হইতেছে।

মায়া, কাল, অমৃতকে কারণ বলা কেন? যে পুরুষ মায়া সমাগমে যেন অধিক হইলেন, তিনি নিমিত্ত কারণ। তাঁহাকে অমৃতস্বরূপ দেবতা বলা হইয়াছে এবং মৃত্যুস্বরূপ প্রকৃতিকে উপাদান কারণ বলা হইয়াছে। কেননা, সেই প্রকৃতি রাত্রিরূপিণী হইয়া ব্যক্ত বা মূর্ত্তিমতী সমুদ্রার্ণব অর্থাৎ কারণ সলিলরূপে পরিণত হন। তাহা হইতে সংবৎসরাখ্য কালের উৎপত্তি ঘটে। সেই কাল দিবা ও রাত্রিরূপিণী বটেন। এই দিবা ও রাত্রির চিহ্ন-স্বরূপ সূর্য্য-চন্দ্রাদি সর্ব্ব দিক্ বিধাতা বশী পুরুষ পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় সৃজন করেন। তৎপর পঞ্চভূতাদি জাত লোক সকল সৃষ্ট হয়। ইহা ঋগ্বেদে ১০।১৯০ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্ত্রটী এই—

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥ ১
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরোঽজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী॥২
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবী চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥৩

বশী—অর্থ যিনি পরবশীভূত নহেন। অর্থাৎ আত্মবিক্রয় করেন নাই। যেমন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথিকার্য্যে নিযুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেও তিনি অর্জ্জুনের বশীভূত হইয়া আত্মবিক্রয় করেন নাই। স্ববশেই ছিলেন। যেমন ইংলণ্ডে বিগত জার্ম্মান যুদ্ধের সময় চার্চ্চিল Conservative Partyর নেতা প্রধানমন্ত্রী পদে স্থিত হইয়াও জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। পশ্চাৎ বিপদ ঘনীভূত হওয়ায় বিরুদ্ধ পক্ষীয় Labourগণের দলপতি এটলীকে Deputy Prime Minister করিয়া যুদ্ধ পরিচালিত করেন। এই অবস্থায় চার্চ্চিল এটলীর নিকট আত্মবিক্রয় করেন নাই। এটলীও চার্চ্চিলের নিকট আত্মবিক্রয় করেন নাই। যুদ্ধান্তে নব Electionএ এটলী জয়লাভে প্রধানমন্ত্রিপদ লাভ করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শাসন করেন এবং চার্চ্চিলের বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতকে স্বাধীনতা অর্পণ করেন। ইঁহারা বশী ছিলেন। তেমনি কার্য্যব্রহ্মের মায়াপরবশতা তাৎকালিক থাকিলেও স্ববশে স্থিত ছিলেন বলিয়া শ্রুতি তাহাকে বশী বলিয়াছেন এবং সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া নিমিত্ত কারণ বলেন। এজন্য মায়া ও কাল উপাদান কারণ এবং হিরণ্যগর্ভ নিমিত্ত কারণরূপে গৃহীত হইয়াছে। সৃষ্টি তাৎকালিক ব্যাপার। পুরুষ কার্য্য ও কারণ উভয় হইতে বিলক্ষণ। সৃষ্টিকালে অনুলোমে মায়া হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি উৎপন্ন হয়। প্রলয়কালে বিলোমে ক্ষিতি জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ প্রকৃতিতে লয় হয়। চেতন পুরুষের লয় নাই। জন্মও নাই। তিনি অজ। অজ অর্থ ন+জ=অজ। ন জন্ম অন্যৎ অস্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতি। যাহার জন্ম নাই। ন জায়তে অস্মাৎ যাহা হইতে কেহ জন্মায় নাই। এই ব্যাসবাক্য দ্বয় হয়। জন্মদাতা না থাকায় তিনি কার্য্য নহেন এবং তাঁহা হইতে কেহ জন্মায় না জন্য তিনি কারণও নহেন। যেমন কঠোপনিষদের মন্ত্রে দৃষ্ট হয়—

অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্বদ ॥১।২।১৪

ইহার তাৎপর্য্য—ধর্ম্ম অধর্ম্ম পুণ্য বা পাপ কর্ম্ম, কৃতকার্য্য অকৃত কারণ হইতে অন্য। অস্মাৎ বর্ত্তমানাৎ ভূতাৎ ভবিষ্যাৎ অর্থাৎ কাল হইতে অন্য কালাতীত যাহা দেখিতেছেন তাহা বলুন।

পুরুষ কারণ হন না, কর্ত্তা হন না, কর্ম্ম হন না, ক্রিয়াশীল হন না। তিনি সর্ব্বব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার অক্ষয় অব্যয় নিত্য সৎ বস্তু। আপনাতে আপনি পূর্ণ। ক্ষুৎপিপাসা-জরা-মৃত্যু-ব্যাধি প্রভৃতি এই সব পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করে না। নিরবয়ব শুদ্ধ অপাপবিদ্ধম্। ভাগবতপুরাণের ভাষায় সদা নিরস্তকুহকম্ অর্থাৎ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। কারণের প্রকার-ভেদ দৃষ্ট হয়। যেমন নিমিত্ত কারণ উপাদান কারণ, সহযোগী কারণ ইত্যাদি। সাধারণতঃ নিমিত্ত কারণকে কর্ত্তা বলে। উপাদান কারণ যাহা দ্বারা কার্য্যটী রচিত হয়। যাহার সহযোগে উপাদান রচনার উপযোগী হয়, তাহা সহযোগী কারণ। যেমন কুম্ভকার শুষ্ক মৃত্তিকা উপাদান সংগ্রহ করে। তাহাকে ব্যবহারের উপযোগী করার জন্য জলের প্রয়োজন হয়। এই জল সহযোগী কারণ। কুম্ভকারের বসিবার জন্য, উপাদান রাখিবার জন্য,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

করণাদি রাখিবার জন্য এবং রচিত পদার্থ রাখিবার জন্য স্থানের প্রয়োজন হয়, তাহাকে অধিষ্ঠান বলে। বিনা অধিষ্ঠানে কোন কর্ম্ম করা সম্ভবপর নহে। ইহাও সহযোগী কারণের অন্তর্গত। যেমন রুটী তৈয়ার করিতে হইলে আটা, জল, অগ্নি আবশ্যক। আবার তাওয়া, চিমটা, থালা, বেলুন, চাকতি প্রভৃতি করণ-সামগ্রীর প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই সব না থাকিলেও রুটী তৈয়ার করিতে পারে। আটা উপাদান কারণ, জল ও অগ্নি সহকারী কারণ। রুটী নির্ম্মাণ ও রন্ধনকারী দ্বিতীয় মন্ত্রের নিমিত্ত কারণ। উপাদান কারণ অধিষ্ঠান প্রভৃতির ন্যায়। গীতা ৪।৬ শ্লোকে বলিয়াছেন—

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

মায়া ও প্রকৃতি একই পদার্থ। প্রকৃতির অক্ষর ও ক্ষর অবস্থা কল্পিত হয়। অক্ষর কাল ও ক্ষর কাল এই কালভেদ এখানে আছে। এজন্য কাল সহযোগী কারণ বলিয়া গণ্য হয়।

অমৃত নিমিত্ত কারণ বা কর্ত্তা যাহাকে হিরণ্যগর্ভ বলে। তিনি অমৃতস্বরূপ হইলেও উপাধিযোগে পুরুষবিধ হইয়া স্রষ্টা হন। গীতার ৮।১৮ শ্লোকে সৃষ্টি ও প্রলয় বর্ণিত আছে। তথায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥

এখানে কার্য্যব্রহ্মের দিবাকালে অব্যক্তা প্রকৃতিরূপ কারণ হইতে ব্যক্ত জগৎরূপ কার্য্য বাহির হইয়া আসে এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্যব্রহ্মের রাত্রিকালে ব্যক্ত জগৎ কার্য্য কারণরূপ প্রকৃতিতে লয় হয়। এই খণ্ড-প্রলয়কালে কার্য্যব্রহ্ম, প্রকৃতি ও কাল—এই তিন জনের প্রলয় ঘটে না। ঋগ্বেদের ২য় মন্ত্রে এই কারণত্রয়ের বিলয় বলা হইয়াছে, প্রলয়কালীন বলা হয় নাই। বস্তুতস্তু সৃজন ও প্রলয় কভু ঘটে না, এজন্য শ্রুতি প্রলয় বলেন নাই। ইহারা ছিল না বলা হইয়াছে। যাহা প্রলয়ে লয় পায়, তাহা পুনঃ সৃষ্টিকালে প্রকাশ পায়। এই প্রলয়শব্দের অপব্যবহার কোন দ্বৈত সৃষ্টিবাদী বলেন। এই প্রলয়যজ্ঞে যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহার নাশ পায় না। প্রারব্ধরূপে সেই কর্ম্মফল নব সৃষ্টিতে পুনরায় প্রকাশ পায়। ইহাই "যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" বাক্য হইতে জানা যায়। এই মতবাদটী ঋগ্বেদের ১০।৮১ সূক্তে বর্ণিত আছে—

য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদৃষি
হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ।
স আশিষা দ্রবিণমিচ্ছমানঃ
প্রথমচ্ছদবরাং আবিবেশ ॥১

অর্থ—আমাদের রক্ষাকর্ত্তা পিতা ঋষি এই বিশ্বভুবনের সাধারণ যজ্ঞের হোতৃরূপ ঋত্বিকের ন্যায় প্রলয়াগ্নিতে আহুতি দিয়া বিনাশ করেন। পশ্চাৎ সেই প্রলয়যজ্ঞের আশিষা স্বরূপ কর্ম্মফলে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপত্তি ইচ্ছা করিয়া প্রথমে আপনাকে মায়া তৈজস দেহ আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া পুরুষবিধ হন। পশ্চাৎ মায়ামলে অপকৃষ্ট দেহাদি নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতে অনুপ্রবেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন। এই মন্ত্রে যে সর্ব্বজ্ঞ পুরুষকে রক্ষাকর্ত্তা পিতা বলা হইল, তিনি আহুতি প্রদানরূপ কর্ম্ম সম্পাদনে যজ্ঞকর্ম্মের কর্ত্তা হইলেন এবং পূর্ব্বযুগের কর্ম্মফলে পরযুগে নিজের স্বরূপ ও স্বতন্ত্রতা ত্যাগে অবর নিকৃষ্ট শরীর গ্রহণে পশ্চাৎ অবর দেহ সকল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে সানন্দে প্রবেশ করিতেছেন। অকর্ত্তাকে কর্ত্তা বলা নিত্য সৎ পুরুষের অবিকারিত্ব লোপ করা হইতেছে। যিনি কোন কার্য্যের কারণ নহেন, তাঁহাকে কারণ বলা হইতেছে। সুতরাং এই ব্যক্তির সৃষ্টিকল্পনা কষ্টকল্পনা মাত্র। ঐ সূক্তে ঋষি বিশ্বকর্ম্মা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—

কিংস্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আস যতো দ্যাবা
পৃথিবী নিষ্টচক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতেহু তদ্ যদধ্যতিষ্ঠদ্
ভুবনানি ধারয়ন্ ॥১০।৮১।৪।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য গীতার ১৮।১৪ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন—

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্‌বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥

অধিষ্ঠান, কর্ত্তা, করণ, প্রচেষ্টা, দৈব—এই পাঁচটি ব্যতীত কোন কর্ম্ম করাই সম্ভবপর নহে।

যখন সর্ব্বব্যাপী পুরুষ একাই ছিলেন, তখন কোন বন ছিল না, বৃক্ষ ছিল না, অধিষ্ঠান ছিল না, বৃক্ষ কাটিয়া ছাটিয়া জুড়িয়া অস্ত্রশস্ত্র ও সূতার মিস্ত্রি না থাকায় দ্যাবাপৃথিবী সৃজন অসম্ভব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাপার। মনীষিগণ শুদ্ধচিত্তে এই প্রশ্নের বিচার করিলে এই বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইবেন। তেমনি এই ঋকের প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধের অধিষ্ঠান উপাদানাদি কার্য্যসকল কারণে বীজভাবে থাকে এরূপ বলেন না। মোটেই ছিল না বলেন। সুতরাং পূর্ব্ব প্রলয় ও পরবর্ত্তী সৃষ্টি দ্বৈতপ্রবণ চিত্তের কল্পনামাত্র। তবে কি শূন্য বা নাস্তি অবস্থায় ছিল। তদুত্তরে শ্রুতি বলেন ন ইতি। নাস্তির ন ও ন ইতির ন=“অন” শব্দ পাওয়া যায়। সেই অন যাহার অস্তিতা চির অবাধিত। এই “অন” যাহা ছিল, সেই চেতন পরমাত্মার নামান্তর। “অন” কুম্ভীরের ন্যায় মৃত্যুরূপিণী প্রকৃতি কার্য্যব্রহ্ম অমৃতস্বরূপ কর্ত্তা ও কাল ইহাদিগকে গ্রাস করেন নাই। কুম্ভীরাদি ক্ষুৎপিপাসাদিতে আক্রান্ত হইয়া যেমন খাদ্য গ্রাস করে, তেমন ক্ষুৎপিপাসাদি স্থান ‘অন’তে নাই, এজন্য কাহাকেও অন্নরূপে গ্রহণ করেন না। গ্রাস করা কার্য্য। নাশ করাও কার্য্য। তিনি সদাই অকর্ত্তা, অভোক্তা, অকারণ। সুতরাং ‘অন’ মধ্যেই প্রকৃতি আদি প্রবেশ করিয়া বীজভাবে থাকে না যে সৃষ্টিকালে বাহির হইয়া আসিবে। প্রলয়যজ্ঞের ধারণাটী অসার কল্পনা। জ্ঞানও কর্ম্মের সমুচ্চয় হয় না। তম ও প্রকাশের একত্রাবস্থান অসম্ভব। প্রকৃত্যাদি ছিল না বলায় উহা অসৎ, চিরই অবিদ্যমান বলা হইয়াছে। যেমন গীতা ২।১৬ বলেন—“নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।” এই সম্বন্ধে একটী আখ্যান মনে হইল :—

কোনও গ্রামের একটী পুকুরের চারিধারে অতীব প্রশস্ত রাস্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখিয়া সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সকল গৃহস্থের পুত্রকন্যাগণ পুকুরের ধারে খেলাধূলা করিত। ঐ স্থানের এক পরিবারের একটী কন্যার বিবাহ ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী এক গ্রামে দিয়াছিলেন। সেই ভদ্রলোক কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তিনি গ্রামের জলাভাব দূরীকরণার্থ একটী নূতন পুকুর খনন করান। সেই পুকুরে ভাল জল উঠায় ইহা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা মনে করিয়া এই নূতন জলে শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিহার উৎসব করিবার জন্য একটি নৌকা নির্ম্মাণ করান। এই নৌকা-বিহার উৎসবটী নির্ব্বাহার্থ আত্মীয়স্বজনের কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজন অনুভব করিয়া তাঁহার এই নূতন বৈবাহিককে উৎসবের সাত দিন পূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছানোর জন্য সবিনয়ে নিমন্ত্রণ দেন। ঐ ভদ্রলোক পত্র পাইয়া এমন সৎকার্য্যে উৎসাহ দিবার জন্য—'আমরা সকলেই আপনার উৎসবে সপ্তাহ পূর্ব্বে আসিয়া যোগদান করিব' এমন উত্তর দিলেন। যেদিন প্রাতে উৎসবে যাইবার জন্য রওয়ানা হইবেন, তার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহার এক কন্যার বুকে পিঠে বেদনা এবং তজ্জন্য যাতনা তীব্র হওয়ায় তিনি ডাক্তার ও পার্শ্ববর্ত্তী জনগণকে ডাকিয়া আনিলেন এবং বলিলেন—"মহোৎসবে যাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল, তাহা বন্ধ করিতে হইতেছে।" ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"এই বেদনার সহিত হৃৎপিণ্ডের কোন সংস্রব নাই। ইহা উপরিস্থ মাংসে বায়ুপ্রকোপে হইয়াছে। একটী মালিশ দিব, ২ ঘণ্টা অন্তর মালিশ করিলে আরোগ্য হইবে; সুতরাং এই কন্যাটীকে রাখিয়া আপনার যাইতে কোন বাধা নাই।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়শীগণ বলিলেন—"শুভকর্ম্মে শুভযাত্রা করিতেছেন তাহা বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে। আমরা একজন নয় একজন সারা দিনরাত ইহার নিকটে থাকিব। ঔষধ-পথ্যাদি দিব।" ডাক্তারবাবু যেমন বলিলেন, "আপনার সেই শুভকার্য্যে যোগদান করা কর্ত্তব্য।" তখন তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া সপরিবারে চলিয়া গেলেন। ঐ কন্যাটীর একটী তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র ছিল, তাহাকে মাতার নিকট রাখিয়া চলিয়া গেলেন।

ঐ কন্যার পুত্র প্রাতঃকালে বলিল "মা, আমি পুকুরের পাড়ে খেলিতে যাইতেছি।" বাহির বাড়ীতে পুকুর পাড়ে কোন লোক না থাকায় কি জানি বালক জলে পতিত হয়—এই আশঙ্কা করতঃ পুত্রকে বলিলেন—"বাবা, কাল রাত্রে পুকুরের পাড়ে এক ঘোগ আসিয়া বাসা নিয়াছে। পুকুরের পাড়ে গেলে সেই ঘোগ কামড়াইবে। এজন্য তুমি নন্দদের বাড়ী গিয়া তাহাদের বাড়ীর ভিতরের আঙ্গিনায় তাহার সহিত খেলা কর। পুকুরের পাড়ে যাইও না।" মাতৃবাক্যে বিশ্বাস করিয়া ঐ বালক নন্দদের বাড়ী খেলা করিতে গেল। তাহারা যখন খেলিতেছে, তখন পুকুরের পাড়ের একটী দূরবর্ত্তী বাড়ীর বালক আসিয়া উহাদের সাথে যোগদান করিল এবং বলিল—"চল এখন আমরা পুকুরের পাড়ে যাই। সেখানে খেলিব।" তখন এই বালক মাতার বাক্যটী স্মরণ করিয়া বলিল—"নাহে, পুকুরের পাড়ে যাওয়া হইবে না। তথায় কাল রাত্রে একটি ঘোগ বাসা নিয়াছে। তথায় গেলে সে কামড়াইবে। তাহার বড় বড় দাঁত।" এই কথা শুনিয়া সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগন্তুক বালকটী ঘোগের ভয়ে ভীত হইয়া বলিল—"আমি এই সকল বাড়ীর ভিতর দিয়া এক দৌড়ে বাড়ী যাইব এবং সকলকে বলিব পুকুরের পাড়ে যাইও না, ঘোগ বাসা নিয়াছে, কামড়াইবে।" এই সংবাদ শুনিয়া পাড়ার বালক-বালিকাগণ ঘোগের অস্তিতায় পূর্ণ বিশ্বাস করতঃ পুকুরে যাওয়া বন্ধ করিল, অর্থাৎ বালক-বালিকাগণ ঘোগবাদী হইল। ঘোগ অবিদ্যমান হইলেও বালকগণের বিচারবুদ্ধিতে ঘোগের থাকার প্রতীতি দৃঢ় হইয়াছিল। কোন বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গ ছাড়া তাহারা পুকুরের পাড়ে যাইত না। ১২ দিন পর নৌকাবিহারের উৎসব শেষ করিয়া সেই ভদ্রলোক সপরিবারে নিজ গৃহে আসিলেন। তখন ৪।৫ দণ্ড বেলা হইয়াছে। আসিয়াই অন্দর মহলে সেই কন্যাটীকে দেখিবার জন্য গেলেন। দেখিলেন কন্যা সুস্থ অবস্থায় কাজ করিতেছে। তুই ত ভালই আছিস বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাদু কোথায়?" কন্যা বলিলেন, সে নন্দদের বাড়ীতে খেলিতে গিয়াছে। তিনি তখন নন্দদের বাড়ী গিয়া দেখিলেন, দাদু খেলিতেছে। তাহাকে ধরিয়া কাঁধে চাপাইয়া তাহার সঙ্গসুখ ভোগ করিতে করিতে নিজ বাড়ীতে আসিলেন। যখন তিনি অন্দরের আঙ্গিনা ত্যাগ করিয়া বাহির বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁর দাদু তাঁর স্কন্ধ হইতে নামিয়া যাওয়ার জন্য ক্রন্দন ও প্রচেষ্টা করিতে লাগিল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদু কি হইয়াছে?" দাদু বলিল—"মা বলিয়াছেন, পুকুরের পাড়ে একটী ঘোগ বাসা নিয়াছে। ওদিকে গেলে সেই ঘোগ কামড়াইবে।" তখন সেই ভদ্রলোক বলিলেন—"কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভয় নাই। আমি সেই ঘোগ মারিয়া ফেলিব।" ঘোগ বলিয়া কেহ নাই ইহা মিথ্যা কথা এমন কথা বলিলেন না। দাত্থকে আপন ছোট ভায়ের কোলে দিয়া বাহিরের ঘরে বসাইয়া রাখিলেন এবং বলিলেন—"তুমি বস, আমি ঘোগ মারিতে যাই।" এই বাড়ীর চাকর রামুকে ডাকিয়া বলিলেন—"রামু একটী বড় লাঠি ও একটী ধামা নিয়া আস। ঘোগ মারিতে হইবে।" রামু লাঠি ও ধামা লইয়া কর্ত্তার সহিত পুকুরের পাড়ে ঘোগ মারিতে গেল। রামুকে বলিলেন—"এই ডালিতে লাঠি দিয়া বাড়ী দাও।" খালি ডালিতে লাঠি দিয়া বাড়ী দেওয়ায় খুব শব্দ হইল। তখন সেই ভদ্রলোক খুব উচ্চস্বরে বলিলেন যাতে দাত্থ শুনিতে পায়। আর এক লাঠি মার। রামু আরও তুইটী লাঠি মারিলে তুইটী শব্দ হইল। তিনি উচ্চস্বরে বলিলেন, "এবার ঘোগ মরিয়া গিয়াছে। এই ধামায় করিয়া ঘোগের মৃতদেহ নদীর পাড়ে ফেলিয়া দিয়া আয়।" ছোট করিয়া রামুকে বলিলেন—"আমি যাই, তুই কয়েক মিনিট পরে ঘরে আসবি। আসিয়া বলবি নদীর পাড়ে মরাটা ফেলিতে না ফেলিতেই শিয়াল-কুত্তা-শকুনিতে তাহা খাইয়া ফেলিয়াছে।" তৎপর গৃহে আসিয়া দাত্থকে কোলে নিয়া বলিলেন, "দাত্থ, আর ভয় নাই, ঘোগ মরিয়াছে।"

কয়েক মিনিট পর রামু আসিয়া বলিল, "ঘোগের মরাটা নদীর পাড়ে ফেলিতে না ফেলিতেই শিয়াল-কুকুরে খাইয়া ফেলিয়াছে।" এইটী বলার উদ্দেশ্য পাছে বালক ঘোগের মৃতদেহ দেখিতে চায়।

বালক সানন্দে দৌড়াইয়া গিয়া বালকমহলে খবর দিল যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাহু ঘোগ মারিয়া ফেলিয়াছেন। বালক-বালিকাগণ সানন্দে পুকুর-পাড়ে খেলা আরম্ভ করিল।

যেমন বালকগণ ঘোগের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তেমনি অল্পমতি জনগণ মায়ার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। কেননা, কপিলাদি মুনিগণের বাক্য আপ্ত বাক্য ইহা সুদৃঢ় প্রমাণ।

পরের পঙ্‌ক্তিতে শ্রুতি বলিলেন "আনীদবাতম্"। আনীদ্ অর্থ প্রাণন ছিল। অবাতম্ কেন বলা? সবাই দেখে প্রাণিমাত্র শ্বাসপ্রশ্বাসে বায়ুগ্রহণে জীবনধারণ করে এবং প্রাণে বাঁচে। শ্বাসবায়ু নিরুদ্ধ হইলে মরিয়া যায়। প্রাণন অবাত বায়ুহীন হইতে পারে না। যে প্রাণিগণের শ্বাসপ্রশ্বাস বায়ুদ্বারা নির্ব্বাহিত, সেই প্রাণিগণের অবস্থা চিন্তা করিলে অবাত প্রাণন দেখিতে পাওয়া যায়। এই পৃথিবীতে অণ্ডজ প্রাণীর সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হয়। জলে কুম্ভীর-কচ্ছপ-মৎস্যাদি সকলই অণ্ডজ। পক্ষিগণ, কীট-পতঙ্গগণ সকলেই অণ্ডজ। অণ্ডমাত্রেই উপরে মোটা খোসা আবরণ থাকে। সেই আবরণ না ফাটা পর্য্যন্ত তাহাতে বায়ু প্রবেশ করে না। তর্কস্থলে বায়ু প্রবেশ করিলেও যে পদার্থ খোসার মধ্যে স্থিত তাহাতে নাসারন্ধ্র, হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসাদি না থাকায় সেই প্রাণনযুক্ত পদার্থের বায়ু গ্রহণ সম্ভবপর নহে। যাঁহারা ডিম্ব খাইয়া থাকেন, তাঁহারা ডিম্বের উৎপত্তির পর দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত খোসার ভিতরস্থ হরিদ্রাভ কোমল কুসুম ব্যতীত অন্য কিছু পান না। পুরাতন ডিম্ব সিদ্ধ করিলে কখনও কখনও অস্থির চিহ্ন মিলে। মস্তকাদি যাহাতে ইন্দ্রিয়গণ বাস করে, তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিলে না ; সুতরাং তখন প্রাণন আছে। কিন্তু শ্বাস গ্রহণ নাই। জরায়ুজ প্রাণীর মাতৃগর্ভে থাকাকালে তিন মাস পর্য্যন্ত অণ্ডাকারে থাকে। তখন অণ্ডজ ডিম্বের ন্যায় তাহাতে কোন হস্ত-পদ-মস্তকাদির বিকাশ থাকে না। তিন হইতে সপ্তম মাস পর্য্যন্ত মস্তকাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চিহ্নাদি প্রকাশ পাইলেও নানা চক্ষু হৃৎপিণ্ড ফুস্‌ফুসাদি দৃষ্ট হয় না। ৮ম মাসে ঐ সকলের বিকাশ ঘটে। তত্রাচ নানা চক্ষুরাদির ব্যবহার থাকে না। গর্ভ হইতে বাহির হইলেই শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। গর্ভস্থ সন্তানের প্রাণন থাকে তাহা অবাত। ধান, গম, যব, তিল, সর্ষপ, দ্বিদলাদি বীজ আবরণে আবৃত থাকে। অঙ্কুরিত হয় জন্যই তাহার প্রাণন থাকে বলিতে হয়। তাহাও অবাত বটে। যে ফলের বীজ মরিয়া যায়, তাহার প্রাণন থাকে না। এজন্য ধান্যাদি পুরাতন হইলে বীজ আপনিই নষ্ট হয় বলিয়া বপন করিলে অঙ্কুরিত হয় না এজন্য ধান্যকে অজ বলে। "ন জায়তে অস্মাৎ ইতি অজঃ।" এজন্য শ্রুতিতে একটী বিধি আছে— "অজৈর্যষ্টব্যম্"।

বর্ত্তমান কালে পাঞ্জাবে বঙ্গসমাজের সমসাময়িক কালে আর্য্যসমাজ স্থাপিত হয়। এই উভয়ই বিলাত ফেরৎ বিদ্বানগণকে সমাজভুক্ত রাখিবার উপায়ভূত করেন। সেই আর্য্যসমাজিগণ সকলেই বেদ মানেন। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতাদি শাস্ত্রগ্রন্থে আস্থা রাখেন না। তাঁহারা নিত্য বৈদিকমন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি দিয়া থাকেন এবং ছাগমাংসের দ্বারা যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞাবশেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোজন করেন। যজ্ঞাবশেষ ভোজন করিলে সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হয়। যেমন গীতায় বলে—"যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ"। এবং "তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ" এই বাক্যের উপর নির্ভরশীল। অজশব্দ ছাগ বুঝায়। অজতি তৃণভক্ষণায় ইতি অজঃ। এজন্য তাঁহারা অজৈর্যষ্টব্যম্ বাক্যের অর্থ ছাগমাংসের দ্বারা যজ্ঞ করিবে বলেন।

সেই সমাজে কতিপয় বর্ষ হইল একজন বিদ্বান্ বলেন, অজ-বধ হিংসাত্মক। যে অগ্নিতে যজ্ঞ হয়, তাহা মাংসগ্রহণকারী অংশের নাম ক্রব্যাদগ্নি। সাধারণতঃ আমাদের দেশে মহাব্যাহৃতি পূর্ব্বক যজ্ঞ করা হয়। তাহাতে একটী মন্ত্র আছে ঋ ১০।১৬।৯ "ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরম্ ......।" এই মন্ত্রে বেদে আপ্রীসূক্তোক্ত মাংসভক্ষণকারী অগ্নিশিখাকে ক্রব্যাদগ্নি বলে। মহাব্যাহৃতি যজ্ঞে অন্য অগ্নিশিখা সকল গৃহীত হইয়া থাকে। অর্থাৎ মাংসভোজী অগ্নি জিহ্বাকে বিদূরিত করতঃ অহিংসাত্মক যজ্ঞনির্ব্বাহ করেন। এজন্য সেই বিদ্বান্ পুরুষটী একটী সভা আহ্বান করেন এবং বলেন, অজ শব্দে যে পুরাতন বীজহীন ধান্যকে বুঝায়, ইহা শ্রুতিতেও আছে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে অহিংসাত্মক যজ্ঞবিধি "অজৈর্যষ্টব্যম্" বাক্যে বলা হইয়াছে। সেই শ্লোকটী এই—"অজৈর্যষ্টব্যমিতি যদ্‌বৈদিকী শ্রুতিঃ। অজ-সংজ্ঞানি ব্রীহিণী ন ত্বং ছাগং হন্তুমর্হসি॥" বেদে অজস্র ছাগ বধের খোলা হুকুম দেন নাই। পুরাতন তণ্ডুল দিয়া যজ্ঞ করিবে। কেননা, নব ধান্যের তণ্ডুল করিলে বীজের প্রাণন নষ্ট করিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং অবাত প্রাণন অসম্ভব ব্যাপার নহে। "স্বধয়া তদেকং স্বয়ম্" স্বধয়া শব্দটী স্বধা শব্দ হইতে নিষ্পন্ন। স্বম্ আধত্তে ইতি স্বধা। আপনি আপনাকে ধারণ করে, তাহার কোন ধারয়িতা বা পোষণকর্ত্তা নাই। আপনাতে আপনি থাকেন। অজত্বাৎ স্বকীয় নিরুপাধিক ভাবে স্থিত হন। স্বধয়া অর্থ স্বস্বরূপেণ নিষ্ক্রিয়নির্ব্বিকারাদিভাবেন। স্বধা শব্দ ও স্বাহা শব্দ দেবগণ ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যাহা প্রদত্ত হয় তাহা বুঝায়। "পিতৃভ্যঃ স্বধা" "দেবেভ্যঃ স্বাহা" করিয়া প্রদত্ত হয়। তখন স্বধা শব্দ অন্নবাচী। যেমন অদিতি শব্দ কখনও পুরুষকে, কখনও প্রকৃতিকে বুঝায়। যেমন আত্মা শব্দ দেহ ও দেহী উভয়ে প্রয়োগ হয়। যেমন অক্ষর শব্দ কখনও প্রকৃতিকে, কখনও পুরুষকে বুঝায়। অক্ষরাৎ পরতঃ পর বাক্যে অক্ষর শব্দ প্রকৃতিবাচী। "ঋচোঽক্ষরে পরমে ব্যোমন্" বাক্যে অক্ষর শব্দ পরব্রহ্মকে বুঝায়। আরাৎ শব্দ কখন দূর কখন নিকট বুঝায়। অমরকোষ বলে "আরাদ্দূরসমীপয়োঃ"। তদ্রূপ স্বধা শব্দেরও নানা অর্থে প্রয়োগ আছে। উহা যাস্কের নিরুক্তিতেও পরিদৃষ্ট হয়।

তদেকং তৎ পরমাত্মাকে বুঝায়। একম্ অর্থ অখণ্ডৈকরসম্ অদ্বিতীয়ম্। তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস। তস্মাৎ+হ+অন্যৎ+ন+পর+কিং+চ+ন+আস। অর্থ—তাহা ব্যতীত অন্য পর কিছু ছিল না। পর শব্দে অপর উপর অর্থে প্রয়োগ হয়। পর অর্থ শ্রেষ্ঠতম, শত্রু, তৎ পর তৎ পশ্চাৎ অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। এই মন্ত্রাংশ হইতে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" বাক্যটীর উৎপত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে এবং "আনীদ্ অবাতং স্বধয়া তদেকম্" বাক্য হইতে "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" বাক্যটী আসিয়াছে। যাহা বেদান্তের ব্রহ্মাস্ত্র বলিয়া গৃহীত হয়। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" বাক্যটী কঠোপনিষদে ও বৃহদারণ্যকে ব্যবহৃত হইয়াছে। অপর বাক্যটী ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬।১ খণ্ডের প্রতিজ্ঞা বাক্য ॥২॥

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।
তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্ ॥৩

অন্বয়—অগ্রে অপ্রকেতং তমসা গূঢ়ং তমঃ আসীৎ, পশ্চাৎ সর্ব্বং সলিলম্ আ আসীৎ। যদা আভু তুচ্ছেন অপিহিতং আসীৎ তপসঃ তৎ মহিনা একম্ অজায়ত। ৩

অনুবাদ—তম ছিল তাহার প্রথম অবস্থায়। তিনি গূঢ়ভাবে অপ্রকেত অবস্থায় ছিলেন। তৎপশ্চাৎ কারণ-সলিলরূপ এই সকল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। যখন সর্ব্বব্যাপী পুরুষকে তুচ্ছা মায়া যেন আবৃত করেন। মায়া তাহার বিভূতি দ্বারা তৈজস দেহ নির্ম্মাণে একমাত্র দেবতা হিরণ্যগর্ভ হইলেন, অর্থাৎ পুরুষবিধ হস্তপদাদিযুক্ত নরাকার হইলেন।

বিচার—এই যে তম ছিলেন বলা হইল। ইনি কে? কোথায় নিবাস? গুঙ্গবৎ কি? না কন্যারূপিণী? কবে আসিলেন? কেন আসিলেন? কাহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিলেন? বৃঃ আঃ উপনিষদে ১।৩।২৮ মন্ত্রে ঋষি একটী সরল প্রার্থনাবাক্য ও তাহার ব্যাখ্যান বলিয়াছেন, তাহা এই—"অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।" এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রার্থনার পর ব্রাহ্মণাংশে শ্রুতি বলিয়াছেন সৎ, জ্যোতি ও অমৃত একই বস্তু এবং অসৎ, তম ও মৃত্যু একই পদার্থ। যাহা মৃত্যু তাহা মরণ-ধর্ম্মশীল। আর যাহা অমৃত, তাহা অমর-ধর্ম্মশীল অপরিচ্ছিন্ন। "তমসা গূঢ়ম্ অগ্রে অপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্" এই বাক্যটীর অন্বয় এইরূপ ইদম্ অগ্রে অপ্রকেতং তমসা গূঢ়ম্ আসীৎ পশ্চাৎ ইদং সর্ব্বং সলিলম্ আ আসীৎ। অর্থাৎ প্রথমে এই তমঃ অপ্রকেতম্ অলক্ষণং গূঢ়ং গূঢ়ভাবে আবৃতম্ আসীৎ। যেমন শ্বেতাশ্বতরে "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্" বলে। তেমনি মনুতে "আসীৎ ইদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্"।

বাইবেলে বলে পুরুষবিধ ঈশ্বর স্বর্গের চতুর্দ্দিকে ঘনান্ধকার ও তদন্তরালে সব জলময় দেখিয়া তাহা নিবারণার্থ অমোঘ বাক্য বলেন। আলো ও শুষ্কভূমি হউক! অমনি আলো ও শুষ্কভূমি হইল। ঋগ্বেদের ১০।১৯০ সূক্তে বলে—

তেতো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ।
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।

ইহাতে "তম" এর অবস্থার স্তরভেদ বলা হইয়াছে। সলিলং সর্ব্বমা ইদং অর্থ তদা ইদং সর্ব্বং কারণ-সলিলরূপে আসীৎ। "তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ" বাক্যে মায়ার তৃতীয় স্তরের কথা বলা হইয়াছে। যদা আভূ তুচ্ছেন অপিহিতম্ আসীৎ। যদা যখন আভূ তুচ্ছা মায়া দ্বারা আবৃত হইলেন। আভূ অর্থ আ সমন্তাৎ ভূ সত্তা যাহার। ভূ সত্তায়াম্। যাহার অবাধিত সত্তা সর্ব্বব্যাপী তিনি আভু পরমাত্মা। পরমাত্মাকে ব্রহ্মও বলে। ব্রহ্ম শব্দে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ ব্রহ্ম নিষ্পন্ন। যাহা হইতে বৃহৎ আর নাই। যিনি বৃহত্তম সর্ব্বগতত্বাৎ তিনি অপরিচ্ছিন্ন, আর সকলই ক্ষুদ্রায়তন পরিচ্ছিন্ন। আত্মা শব্দ ব্যাকরণে অত্ সাতত্যগমনে ধাতুতে মনট্ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হয়। অত্যতে গম্যতে জ্ঞায়তে ইতি যাবৎ "অত গতৌ"। গম্ ধাতু প্রাপ্তি অর্থেও প্রয়োগ হয়। যিনি সর্ব্বগত সর্ব্বত্র প্রাপ্তব্য তিনি আত্মা ব্রহ্ম। এই জন্য তাঁহাকে ঋত বলে, সত্য বলে। আভূ তমের দ্বারা আবৃত হন এই ভাবধারাটী সৃষ্টি চিন্তকের মনঃকল্পিত।

যদি কোন স্থানে দুইটী পদার্থ থাকে তবে তাহা উভয়েই পরিচ্ছিন্ন। মায়ার উৎপত্তি ও লয় বহু শাস্ত্রেই বলে; সুতরাং যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে তাহা পরিচ্ছিন্ন হয়। যদি তম আত্মাকে সর্ব্বতোভাবে আবৃত করেন, তবে তম অপরিচ্ছিন্ন হইয়া যান ও আত্মা পরিচ্ছিন্ন হইয়া যান। ইহা শাস্ত্রবিরোধী। উৎপত্তিশীল পরিচ্ছিন্ন তম সর্ব্বব্যাপীকে আবৃত করিতে পারে না। পরিচ্ছিন্নকে অপরিচ্ছিন্ন, অপরিচ্ছিন্নকে পরিচ্ছিন্ন করা মন্দমতিতেই সম্ভবে। যদি মায়া পরমাত্মাকে আবৃত করেন তাহা আংশিক হইবে। ঊর্দ্ধগত রাহুগ্রস্ত চন্দ্র সূর্য্যবৎ। ঘনাচ্ছন্ন অর্কবৎ। কাল মেঘাবৃত সূর্য্যবৎ। কেহ যদি কোন উচ্চ স্তম্ভে আরোহণ করিয়া চারিদিকে নিরীক্ষণ করে, তবে চারিদিকে আকাশ ও মৃত্তিকা সংযোজন দর্শন করে। ইহাকে ইংরেজীতে Horizon ও সংস্কৃতে দিঙ্মণ্ডল বলে। ইহার বাহিরে নরচক্ষু যায় না। নরচক্ষু যাহা দেখে তাহা সকলই এই ক্ষুদ্র বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহিরে যাহা থাকে তাহা মানবনেত্রের অগোচর। পৃথিবীতে এহেন বেষ্টনমধ্যস্থিত দ্রষ্টা সূর্য্যাদি বেষ্টনীর বাহিরে গেলে অন্ধকার দেখে। তাহার মেঘমণ্ডল এই বেষ্টনীর অন্তর্গত সর্ব্বাংশকে আবৃত করে না। পৃথিবী হইতে ২।২॥ মাইল পর্য্যন্ত মেঘের গতাগতি ঘটে। যদি কোন এরোপ্লেন এই দুই মাইলের উপর দিয়া চলে, তবে মেঘখণ্ড সকল শ্বেত বা কৃষ্ণ হউক, তাহা সকলই এরোপ্লেনের নিম্নে বিচরণ করিতে দেখা যায়। এরোপ্লেন যখন ২ মাইলের উপরে অবস্থান করে, তখন তাহার উপরে নীলাকাশ সর্ব্বত্রই থাকে, মেঘাদির আবরণ থাকে না এবং ঐ নীলাকাশে যে বায়ুমণ্ডলাংশ থাকে, তাহাও কোন মেঘখণ্ড আবরণ করিতে পারে না। সহস্র সহস্র যোজন দূরে উর্দ্ধস্থ সূর্য্যকে ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড আবরণ করে কি প্রকারে? সূর্য্য এই পৃথিবী হইতে ১৪ লক্ষ গুণ বৃহদায়তন। যে মেঘখণ্ড পৃথিবীর ক্ষুদ্র বায়ুমণ্ডলাংশ আবৃত করে না, তাহা কি করিয়া সূর্য্যকে আবৃত করিবে। দ্রষ্টার উপর আকাশে কৃষ্ণ মেঘ ভাসিলে তাহা দ্রষ্টার দৃক্‌শক্তি আবরণ করে। এই জন্য মেঘের অপর দিকের বস্তু দেখিতে পায় না; কিন্তু মন্দমতি দ্রষ্টা মনে করে, মেঘ তাহার চক্ষু আবৃত করে না। যেমন, এক ব্যক্তি আপন কামরায় পাটী পাতিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে ছাদ সমীপস্থ দেওয়ালে একটী ৫০ কেণ্ডেল পাওয়ারযুক্ত বিজলী জ্বলিতেছে। বিজলীর আলোতে চক্ষু ঝলসিয়া যাওয়ায় খবরের কাগজ পড়িতে পারিতেছেন না। তখন তিনি বাম হস্ত প্রসারিত করিয়া চক্ষু হইতে ৪ ইঞ্চি দূরে বিস্তারিত হস্ত স্থাপন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENT

করিলেন। এখন আর বিজলীর আলো চক্ষুতে ঝলসায় না। এখানে সম্প্রসারিত হস্ত বাল্বটীকে আবৃত করে না, চক্ষুরই দৃক্‌শক্তি আবৃত করে। ঘনাচ্ছন্ন অর্কস্থলে মেঘাবৃত দৃক্‌শক্তিযুক্ত দ্রষ্টা মনে করে, আমার চক্ষু আবৃত নহে। ইহা ভ্রান্তি মাত্র। ঘন সূর্য্যকে আবৃত করে না। দৃক্‌শক্তিকে আবৃত করে। তেমনি ক্ষুদ্রায়তন পরিচ্ছিন্ন মায়া পরমাত্মাকে আবৃত করে না। মন বুদ্ধিযুক্ত দ্রষ্টার দৃক্‌শক্তিকে আবৃত করে। এই জন্য মন্দমতি সৃষ্টি-চিন্তক আভুকে আবৃত দেখে। অপরিচ্ছিন্নকে পরিচ্ছিন্ন ও পরিচ্ছিকে অপরিচ্ছিন্ন করে। এই জন্য বলিতে হয় যেন আবৃত করে। বস্তুতস্তু করে না।

মায়াকে তুচ্ছা কেন বলা? যাহা অসার পদার্থ তাহাকে তুচ্ছ বলে। তুচ্ছ হেয় ঘৃণিত। মায়া আবরণ বিক্ষেপ ও মল দ্বারা যে সৃষ্টি রচনা করে তাহাও অপদার্থ তুচ্ছ। যাহা চণ্ডীতে প্রথমচরিত্রে নব কল্পারম্ভে বর্ণিত। এইজন্য মায়া তুচ্ছা। যদি কেহ মলদ্বারা পুতুল নির্ম্মাণ করিয়া পুতুল বিক্রয়ের ব্যাপার করে, সে অস্পৃশ্য মলঘট্টনকারী ও তাহার মলনির্ম্মিত পুত্তলীকে কেহ আদর করে না। তুচ্ছই করিয়া থাকে।

এ বিষয়ে একটী আখ্যান আছে। তাহা এই—এক বাড়ীর দ্বিতলের বারান্দায় মহল্লার বালক-বালিকা ও যুবকগণের চাঁদায় সরস্বতী-পূজা হইবে। বাড়ীর কর্ত্তা সেই দিনের জন্য বালক-বালিকাদিগকে বারান্দাটী ছাড়িয়া দিয়াছেন। বালকেরা জল আনিয়া খোলা বারান্দা ধুইয়া ফেলিয়াছে। বারান্দা শুকাইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপেক্ষায় তাহারা নীচে আঙ্গিনায় সরস্বতীর প্রতিমা আনিয়া রাখিয়াছে। কেহ চন্দন ঘসিতেছে, কেহ বেলপাতা বাছিতেছে, কেহ নৈবেদ্য তৈয়ার করিতেছে, কেহ ঘট-পল্লবাদি ধৌত করিতেছে। অবশিষ্ট তামাসা দেখিতেছে। পঞ্চমী তিথি ১১-৩০ মিনিট পর্য্যন্ত ছিল। পুরোহিত ঠাকুর ১০-৪৫ মিনিটের সময় আসিয়া বলিলেন—"এখনও তোমরা প্রতিমা বসাও নাই ?" একজন তত্ত্বাবধায়ক একটী বালককে বলিল—"বারিন্দা শুকাইয়াছে কিনা ?" সে ছুটিয়া গিয়া উপরে উঠিয়া দেখিল বারান্দা শুকাইয়াছে। কিন্তু এককোণে কাক-বিষ্ঠা রহিয়াছে। সে বারান্দা হইতে উচ্চস্বরে বলিল, বারান্দা শুকাইয়াছে। কিন্তু এককোণে কাক-বিষ্ঠা দেখা যায়। এক তত্ত্বাবধায়ক বলিলেন—কি বলেরে! আপনারা যান, দেখুন বালক মিথ্যা কথা বলে কিনা। ২।৩ জন উপরে গেলেন। দেখিয়া বলিলেন—হাঁ মহাশয়, কাক-বিষ্ঠা রহিয়াছে।

তখন একজন তার্কিক-পাঠী এই কাক-বিষ্ঠা যে কাকের সে কখন আসিয়াছিল, কেন আসিয়াছিল, কখন গেল, সে কি বৃদ্ধ কাক কি যুবক কাক, না বালক কাক, সুস্থ কাক কি অসুস্থ কাক, স্ত্রীকাক কি পুংকাক, বড় কাক কি পাতি কাক ইত্যাদি বলিয়া আলোচনা করিতে লাগিল। যদি এই সব প্রশ্নের উত্তর বিচার করিয়া তৎপর পূজা করিতে হয়, তবে সেই দিন ত দূরের কথা, সেই সপ্তাহেও হইতে পারে না। তখন একজন তত্ত্বাবধায়ক বলিলেন, রাখ হে তোমার ন্যায়ের কচকচি। এই বলিয়া ২ জন বালককে বলিলেন—একজন এক ঘটী জল ও একজন একখানা ঝাঁটা নিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আস। ২ মিনিটের মধ্যে গঙ্গাজল ও লোটা আনিলে ঝাঁটা দিয়া ঝাটিয়া ঐ বিষ্ঠা দূর করিল ও জল দিয়া ঐ স্থান পবিত্র করিল। ১০ মিনিটের মধ্যে পূজা আরম্ভ হইল।

এই কাক-বিষ্ঠা যেমন ঝাঁটা ও গঙ্গাজল দ্বারা দূরীভূত হয়, তেমনি বিচাররূপ সম্মার্জ্জনী ও জ্ঞানরূপ গঙ্গাজল দ্বারা তুচ্ছ মায়া দূরীভূত হয়।

এহেন তুচ্ছা দ্বারা আভু আবৃত হইলে তপসা "তৎ" এর পরতন্ত্রতা ঘটানের কর্ত্তা মায়ার ঐশ্বর্য্যমহিমায় একমাত্র দেবতা হিরণ্যগর্ভ (কার্য্যব্রহ্ম) উৎপন্ন হয়। যে সৃষ্টিচিন্তকগণ তমের এইরূপ স্তরভেদ দেখিয়াছেন, তাঁহাদের চিন্তাধারা পুরুষেরও স্তরভেদে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা সর্ব্বব্যাপী চিদানন্দ পুরুষের একাকী অবস্থানকে "শুদ্ধচৈতন্য" নাম দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি দ্বিতীয়াভাবাৎ। শৃণ্বন্ বৈ তন্ন শৃণোতি দ্বিতীয়াভাবাৎ।" বৃঃ ৪।৩।২৩। আত্মার দৃক্শক্ত্যাদি আছে, দ্বিতীয় না থাকায় ব্যবহার্য্য নহে। যখন দ্বিতীয় মায়ার আবির্ভাব ঘটিল, তখন এই নিরপেক্ষ দ্রষ্টা সাক্ষিরূপে তাহা দূর হইতে দর্শন করিলেন। এইজন্য তাঁহাকে সাক্ষিচৈতন্য বলে।

তৎপর মনোহারিণী মায়ারাণী তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া সেই পুরাণ পুরুষের গলে মাল্য প্রদানে পূজন করতঃ মন, বাক্, প্রাণ, অন্নত্রয় উপহার প্রদান করেন। সেই পূজা ও উপহার প্রাপ্তে আত্মা সন্তোষ লাভ করতঃ উপহার দ্রব্যমধ্যে মনদ্বারা ঈক্ষণ করিলেন। ঈক্ষণান্তে সংকল্প করিলেন, বহু স্যাম্ এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রজায়েয়েতি। মনে মনে আলোচনা করতঃ প্রজা সৃষ্টি করিব সংকল্প করিয়া তাঁহার বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনের কথা বলিয়া দিলেন। এইরূপ মায়া হইতে ঐশ্বর্য্য লাভ করতঃ ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যবান্ ভগবান্ হইলেন। তখন তাঁহাকে ঈশ্বরচৈতন্য নামে অভিহিত করা হইল।

তৎপর তিনি নবাগত মায়াকে অভ্যর্থনা করিয়া আপন অঙ্গে বসিবার স্থান দিলেন। এইরূপ পরিচয় হইয়া গেলে মায়া তাহাকে তৈজস পরিচ্ছদে শোভিত করিলেন। তৎকালে তিনি মায়ার বশ্যতা স্বীকার করিলে মায়া তাঁহাকে সাদরে আপন ক্রোড়ে বসাইলেন। সেই ক্রোড়ে অবস্থিত হইয়া মায়ামলে পঞ্চভূতাদি সৃষ্টি করতঃ তাহাতে অনুপ্রবেশ করেন। ইহাকে সৃষ্টিচিন্তকগণ হিরণ্যগর্ভ চৈতন্য নামে আখ্যাত করিয়াছেন।

পশ্চাৎ তৈজস দেহে সৃষ্টির প্রসার হইতেছে না দেখিয়া তাঁহাকে স্থূল দেহরূপ পরিচ্ছদ দ্বারা সুশোভিত করেন। সেই স্থূল দেহে স্বর্গ মস্তক, অন্তরিক্ষ বপু, পদে পৃথিবী স্থিত। অর্থাৎ ত্রিভুবনব্যাপী দেহযুত করেন। ইহার নাম বিরাট্ বৈশ্বানর চৈতন্য রাখা হইয়াছে।

এই পুরুষবিধ দেবতা সৃষ্টি করার জন্য আকুলচিত্ত হইয়া বলেন—"একাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।" "স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ"। এই অবস্থাটীকে শ্রুতি "অধ্যর্দ্ধ" "অধি অজায়ত" "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম" এই সকল নামে অভিহিত করিয়াছেন। যেমন অস্মদ্দেশে মলমাসকে অতিরিক্ত মাস জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিমাস বলে, তেমনি ভগবানের এই স্ফীত অবস্থাটী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থা। আত্মা মায়ার সহযোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন কল্পিত হইয়াছে। অধ্যর্দ্ধ অবস্থা লাভের পর তিনি সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দেহটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করতঃ পতি ও পত্নীরূপে আবির্ভূত হন এবং পতি-পত্নীতে রেতঃ সেক করিয়া নর হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত প্রাণি-জাত সৃষ্টি করেন। ইহারই আভাস আমরা পরবর্ত্তী মন্ত্রে প্রাপ্ত হই।৩।

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥৪

অন্বয়—অধি মনসঃ রেতঃ প্রথমং যৎ আসীৎ। তৎ অগ্রে কামঃ সমবর্ত্তত। কবয়ঃ মনীষা হৃদি প্রতীষ্যা নিরবিন্দন্। অসতি সতঃ বন্ধুং বভূব ॥৪

অনুবাদ—অধি স্ব স্বরূপাদধি অধিক উপাধি মনসঃ মনের প্রথম রেতঃপাত অর্থাৎ ব্যবহার যখন ঘটিল, তখন কাম সৃজন-কামনা উপস্থিত হইল। এই স্বরূপচ্যুতিরূপ ঘটনা দৃষ্টে শুদ্ধহৃদয় মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বিচার করতঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সৎ পুরুষের অসতের দ্বারা বন্ধন ঘটিল।

বিচার—স্বরূপতঃ ব্রহ্ম মন-প্রাণ-বুদ্ধ্যাদিরহিত, নিষ্কল নিরবয়ব নিষ্ক্রিয় অব্যয়; সুতরাং কামাদি রূপ চাঞ্চল্য মনরূপ উপাধিতে প্রথম উদ্ধৃত হইয়াছিল। এজন্য সৃজন কামনারূপ কার্য্য যাহা ব্রহ্মে কল্পিত হয়, তাহা তাহার স্বরূপ হইতে অধিক। মনরূপ উপাধিজনিত ব্যাপার। এই উপাধি বহিরাগত অসৎ হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগত। উপ+অধি=উপাধি। যাহা বাহির হইতে আসিয়া কোন স্থানে উপনীত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান অধিকার করিয়া বসে, তাহাকে উপাধি বলে।

অধি অজায়ত পুরুষ রাত্রি বা অন্নের আবির্ভাবের পূর্ব্বে তৎ তস্য হৃদিতে কাম সর্ব্বতোভাবে আবির্ভূত হইয়াছিল। যদা যখন প্রথম তাঁহার মানসে কাম কর্ম্মবীজরূপা অবিদ্যা রেত বীজরূপে আবির্ভূত হইল। মনসঃ অর্থ কামের আধারভূমি আবাস স্থান; ইহা গীতার ৩।৪০ শ্লোকে—"ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধি-রস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।" এই শ্লোকে অস্য অর্থ কামস্য। অবিদ্যারূপ রেতের আবির্ভাব দর্শনে পুরুষকে অজ্ঞানাবৃত দেখিয়া ক্রান্তদর্শী মনীষাসম্পন্ন কবিগণ শুদ্ধ হৃদয়ে বিচারপূর্ব্বক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, মায়াবেষ্টনে বেষ্টিত সৎ পুরুষ অসতের বন্ধনে বদ্ধ হইলেন।

ভাগবত পুরাণে ১২।৫।৬—"মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ। তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ॥"

ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদে বলে—

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তৈনির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্॥

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মানসসৃষ্টি। মনসো রেতঃ মনরূপ বীজ উদ্ভূত বিশ্বরূপ জগৎ জাত। অসৎ প্রকৃতি হইতে মন, বাক্, প্রাণ অন্নত্রয় গ্রহণে ঋণজালে জড়িত পুরুষ বালকের বংশী হস্তে প্রাপ্তে তৎক্ষণাৎ ফুৎকারের ন্যায় তিনি মনের দ্বারা স ঐক্ষত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। ইহার প্রথমে আলোচনা, পরে সংকল্প, তৎপর সংকল্পের প্রকাশ বর্ণিত হইয়াছে। গীতা ২।৬২—"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে। সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ ॥"

এই মন্ত্রে অধি শব্দটী উপসর্গ নহে। অর্থযুক্ত বাক্য। এই অধিশব্দের প্রয়োগ ১০।১৯০ সূক্তে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিধ্যাৎ তপসোঽধ্যজায়ত। অধি অজায়ত এই বিশেষ্যপদ। ঋগ্বেদের ১০।৯০ সূক্তে দেখিতে পাই—তদন্নেনাতিরোহতি। এখানে অতিশব্দ অধি অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। অন্নের দ্বারা যেন অধিক হইলেন। অতিরোহতি অর্থ অধি অধিকে অধিপদে নরাধিপের সিংহাসনে অধিরোহণের ন্যায় অধি পদে আধিপত্যে অধিষ্ঠিত হইলেন। কেন উপনিষদে দেখা যায় "তদবিদিতাদথ অবিদিতাদধি"। এই স্থানে অধি শব্দ উপসর্গ নহে, বিশেষ্যপদ। অর্থ অধিক যাহা শ্রুত্যন্তরে বলে— "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥" মু ২।১।২।

এখানে প্রকৃতির অক্ষরাবস্থা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। অক্ষরা কন্যাবস্থা, ক্ষরা রজঃস্বলা অবস্থা গর্ভধারণের উপযোগিতা লাভ করে। অক্ষরা বায়ুতে স্থিত জলীয় বাষ্পের ন্যায় দৃশ্য নহেন। পশ্চাৎ বায়ু হইতে পৃথক্ হইয়া শ্বেত অভ্ররূপে দৃশ্যমান হয়। তৎপর শৈত্য তড়িৎসংযোগে কৃষ্ণবর্ণ মেঘাকার ধারণ করে। ঐ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ পুনঃ শৈত্য উপাধিযোগে বিশুদ্ধ জল বর্ষণ করে। তদ্রূপ অক্ষরা অদৃশ্যরূপিণী থাকে, পরে শুক্ল অভ্রের ন্যায় দৃশ্যমান হয়। তার পর, ক্ষোভিতা হইলে ঘন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেঘবৎ গর্ভধারণ করে। পশ্চাৎ বিশ্বজগৎ প্রসব করে। এইরূপে আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। ঋত সর্ব্বগত নিত্য একরূপ নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় অক্ষয় অব্যয় সদা নিরস্ত কুহক পুরুষের আধিক্য সম্ভবে না। প্রকৃতিরই আধিক্য পুরুষে আরোপিত হয়।

ঋগ্বেদের ১০।৭২ সূক্তে দেখিতে পাই "ভদ্রা অমৃতঃ বন্ধবঃ।" ভদ্রা মায়া ইহা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর দেবকৃত স্তোত্রে—নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্। ভদ্রকালী নমোঽস্তু তে। প্রকৃতি অসৎ কর্ম্মের কারণ। কর্ম্মসূত্রের দ্বারা কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণকে বন্ধন করিয়া থাকেন। যেমন গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।৩।৯

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥৩।২৭"

প্রকৃতির কর্ম্মসূত্রে বন্ধনবিষয়ে একটী আখ্যান মনে পড়িল। কোন ব্যক্তি পশুপালন-পরায়ণ। তিনি একটী বানর প্রতি-পালন করিতে ইচ্ছা করিয়া এক বন হইতে একটী বানর ধৃত করিয়া লইয়া আসিলেন। অন্যান্য পশুর ন্যায় আঙ্গিনাতে খুঁটীতে বাঁধিয়া রাখা সঙ্গত নহে। কেননা, ছোট বানরের বাচ্চা। তাহাকে ভূমিতে রাখিলে বিড়াল, কুকুর, শৃগাল, বিশেষ বালকগণ পীড়ন করিতে পারে, এজন্য একটী বরাক বাঁশ আঙ্গিনাতে পুঁতিয়া তাহার অগ্রভাগে একটী কাঠের বাক্স লোহার তার দ্বারা সুদৃঢ়-রূপে বাঁধিলেন এবং একটী লোহার কড়া বংশদণ্ডে রাখিলেন ও একটী বানরের বাচ্চার গলায় পরাইলেন। এই দুই কড়ার মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই হাত লম্বা এক পাতলা লৌহশৃঙ্খল আবদ্ধ করিলেন। বানর ভূমিতে প্রদত্ত আহার্য্যাদি পেট ভরিয়া ভক্ষণ করিলে এবং তাহার গলদেশস্থ থলিয়া অন্নদ্বারা পূর্ণ করিয়া বানরকে সেই কাঠের বাক্সের উপর বাস করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। তাহাতে বানর নিরাপদে থাকিতে লাগিল। বানরের পেটের অন্ন হজম হইয়া ক্ষুধা পাইলে সে নীচে নামিয়া আসিয়া শব্দ করে। গৃহস্থ পুনরায় তাহাকে আহার্য্যাদি দিলে এইরূপ ভাবে বানর উপরের আবহাওয়া ও নিজের খাদ্যাদি ভোগ করিতে থাকে। গলের শৃঙ্খলটী উন্মোচিত হয় না। এইরূপ কর্ম্মসূত্রের দ্বারা বদ্ধ জীব ইহলোকস্থ ভক্ষ্যাদি ভোগ করিয়া সঞ্চিত পুণ্যফলে স্বর্গাদি লোকে গমন করে। তথায় দেবভোগ্যাদি ভোগ করিতে করিতে সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে রিক্ত হস্তে আগমন করে। যেমন—গীতা ৯।২১।

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥

বন্ধনের প্রণালীভেদ আছে। যেমন—

গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥ ভাগবত ৭।১।৩০

বাংলায় একটী গান আছে—"চোখের জলে বাঁধন দিয়ে বাঁধিসনি আর মায়ার ডোরে।" বন্ধু বন্ধনে "বান্ধবঃ পিতৃমাতৃতঃ"; পিতৃকুলের মাতৃকুলের স্বজনগণ স্নেহডোরে বন্ধন করেন। নারীগণ প্রেমিককে হস্তদ্বারা স্পর্শে আলিঙ্গন করেন, তাহাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধন। নারীগণ মায়ার প্রতীক। শাস্ত্রে মায়ার বন্ধনকে গ্রন্থি বলে। এক জায়গায় আছে—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।" জীবাত্মাকে হৃৎপিণ্ডে রজঃ রজ্জুতে বন্ধন করে। অন্যে বলে—গুণত্রয়ের তিনটী বন্ধন। সত্ত্বগুণেও বন্ধন করে যেমন দয়া-দানাদি সাত্ত্বিক ব্যাপার। বিরোচন-পুত্র বলি স্বর্গ, মর্ত্ত্য দখল করিয়া রাজা হন। এই উৎসবার্থে একটী মহাযজ্ঞ করেন। এই যজ্ঞে যে যাচক যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাকে তাহাই দেওয়া হইবে এইরূপ প্রচার হইয়াছিল। বহু দিনব্যাপী যজ্ঞে বহু যাচককে বহু দান করা হইয়াছিল। শেষাশেষি একদিন এক বামন বটু ব্রাহ্মণকুমার দানগ্রহণার্থ দানবেদীতে আসিতেছেন দেখিয়া অসুর-গুরু শুক্রাচার্য্য বলিলেন— বলি, এ ভূমি দান চাহিবে। তুমি যত চাও তত দিব, বলিবে না। বলি হাসিলেন। বামন উপস্থিত হইলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক বসাইয়া তাঁহার কি অভিলাষ তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। বামন বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিলেন। বলি ৪ পাদ ভূমিখণ্ডের ১ পাদ বর্জ্জনে ৩ পাদ ভূমি চাহিয়াছেন বুঝিয়া দানের সংস্কারবশে তাহা দিব বলিলেন। তখন বামন বলিলেন, আমার স্বীয় পদের ৩ খানি পা রাখিবার জায়গা চাই। বামনের তিন পায়ে আর কত জমি নিবে, এই ভাবিয়া বামনকে বলিলেন, তোমার একপাদ কোথায় রাখিবে ? উৰ্দ্ধে, উৰ্দ্ধে পাদ রাখ এবং গ্রহণ কর। বামনের পদ বৃদ্ধি পাইয়া স্বর্গ আক্রমণ করিল। দ্বিতীয় পদে সর্ব্ব মর্ত্ত্যলোক আক্রান্ত হইল। তখন বামন বলিলেন, তৃতীয় পাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথায় রাখিব ? বলির মস্তকে স্থাপন করিলেন। পদভরে বলি পাতালে গেলেন।

জড়ভরত হরিণ-শিশুকে দয়া করিয়া মৃত্যুকালে এই হরিণকে কে দেখিবে এবাক্য উচ্চারণ করেন। সেই কালে হরিণ চিন্তার বিষয় হওয়ায় তাঁহার বহু পুণ্যবল থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে পর-জন্মে হরিণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে। কোন সাধকের সাধনায় রজঃ তমোগুণ অভিভূত করিয়া সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে তাহার চিত্তশুদ্ধির হেতু হয় ; কিন্তু তৎসহ জীবের অনীশ ভাবটী বিদূরিত হয় না, থাকিয়া যায়। যেমন ঈশা উপনিষদের ১৬ মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় শুদ্ধচিত্ত সত্যদর্শনাকাঙ্ক্ষী সত্য বস্তুকে বলিতেছেন, তোমার আবরণ উন্মোচন কর। ইহাতে দর্শনাকাঙ্ক্ষী আপনার আবরণ উন্মোচনে অসমর্থ জন্য অনীশ ভাবটী ছিল বুঝা যায়। অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। এই গুণত্রয়ের বন্ধনকে কেহ কেহ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র গ্রন্থিত্রয় বলে। রজঃগ্রন্থি, ব্রহ্মগ্রন্থি, সত্ত্বগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি, তমঃগ্রন্থিকে রুদ্রগ্রন্থি বলে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ৭।২৬।২ সনৎকুমার নারদকে শেষ উপদেশ করিয়াছেন—

"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা
স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।"

গ্রীকদেশের ইতিবৃত্তে একটী আখ্যান দৃষ্ট হয়। মেসিডনরাজ আলেকজেণ্ডার দিগ্‌বিজয়ের জন্য সৈন্যসামন্ত সাজাইয়াছেন, সত্বরই যাত্রা করিবেন। তখন তাঁহার এক বন্ধু আসিয়া বলিল, ভাই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের দেশের পরম্পরাগত নিয়ম ও সংস্কার অনুসারে বিশ্ব-জয়ের যাত্রা করার পূর্ব্বে ডেলফি দ্বীপে এপোলোদেবকে (Apollo) অর্চ্চনা করিতে হয় এবং সেখানে একখানি রজ্জুর যে গ্রন্থি আছে তাহা খুলিতে পারিলে জয়যাত্রা করিতে হয়, নতুবা নহে। আলেকজেণ্ডার বলিলেন, বেশ কথা, চল আমরা দুইজন যাই, এপোলোদেবের অর্চ্চনা করিয়া ও রজ্জুগ্রন্থি খুলিয়া আসিব। তাঁহারা তদনুসারে ডেলফি গিয়া দেবীর মন্দিরের পুরোহিতকে বিশেষ ভেট পূজা দিয়া দেবীর অর্চ্চনা জাঁকজমকের সহিত করেন। বন্ধুবর পুরোহিতকে অনুকূল দেখিয়া বলিলেন, এখানে যে রশির গ্রন্থি আছে, তাহা আমরা দেখিতে চাই। তজ্জন্য আপনাকে এই অর্থ প্রদান করিতেছি। পুরোহিত সানন্দে সেই রশির গ্রন্থি আনিয়া বাহিরে টেবিলের উপর রাখিলেন। তখন বন্ধুবর মস্তক এদিক ওদিক হেলাইয়া সতৃষ্ণ নয়নে গ্রন্থিটী দেখিতেছিলেন। এমন সময় আলেকজেণ্ডার খাপ হইতে তরোয়াল খুলিয়া ঝট করিয়া এক কোপে গ্রন্থিটী কাটিয়া ফেলিলেন এবং বন্ধুকে বলিলেন, গ্রন্থি খোলা হইয়াছে, এখন চল যুদ্ধযাত্রা করিব। এই আখ্যানে এপোলোদেবের কথা শ্রুতিগোচর হওয়ায় মনে পড়িল, এলাহাবাদে ভরদ্বাজ আশ্রমের সন্নিকটে একটী অলোপী দেবীর মন্দির আছে। সম্ভবতঃ উহা গ্রীকরাজগণের কীর্ত্তি। এখানে যেমন সুতীক্ষ্ণ তরোয়াল আঘাতে গ্রন্থি ছিন্ন হইল, তেমনি জ্ঞানাগ্নি দ্বারা মায়ার বন্ধন ছিন্ন হইয়া থাকে।

এই মন্ত্রে শ্রুতি সতের বন্ধন জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরবর্ত্তী মন্ত্রে সৃষ্টিকার্য্যের শেষাংশ বর্ণিত হইয়াছে। তাহা এই—

তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ-
স্বিদাসীতুপরিস্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্মহিমান আসন্
স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥৫॥

অন্বয়—এষাং রশ্মিঃ তিরশ্চীনঃ বিততঃ আসীৎ। অধঃ-স্বিদাসীৎ উপরি স্বিদাসীৎ রেতোধা আসন্ মহিমানঃ আসন্ স্বধা অবস্তাৎ প্রয়তিঃ পরস্তাৎ।

ব্যাখ্যা—এই কামকর্ম্মবীজ বক্রা অবিদ্যার বক্র রশ্মি নাম-রূপাত্মক বিভূতির বিকাশরূপ সৃজন ব্যাপার বিস্তৃত হইয়াছিল। অধোদেশে ও উপরিস্থ দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। রেতোৎপন্ন প্রাণিজাত ও অচেতন ভোগ্য মহিমা সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। স্বস্বরূপে স্থিত পুরুষ অন্তরালে রহিলেন ক্রিয়াশীলা প্রকৃতি উপরে স্থিত হইলেন।

বিচার—এই যে পূর্ব্ব মন্ত্রে অবিদ্যাকে রেত বলা হইয়াছে; সেই রেত অদৃশ্য তেজোময় ও রশ্মিবিশিষ্ট। যেমন—ঈশা উপনিষদে হিরণ্ময় পাত্রে, ব্যূহরশ্মিন্ সমূহ তেজো বাক্যে বলিয়াছে। অনেকে মনে করেন, জ্যোতিরই রশ্মি বিস্তার ঘটে। কিন্তু গৃহে হিটার রাখিলে জ্যোতি হয় না। গৃহ আলোকিত করে না। Dr. Einstein Spectrum-এ অদৃশ্য রশ্মি সকল প্রদর্শন করিয়াছেন। উষ্মতার রশ্মি বিস্তৃত হয়। এই অবিদ্যারূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রেত হইতে যে রশ্মি নির্গত হয়, তাহাকে তিরশ্চীন বা বক্রা বলিয়াছে। অবিদ্যাকে বক্রা বলে। (অন্য পেয়া) যাহারা ওঁ অনুধ্যান করেন, তাঁহাদের চিন্তাধারা অসতের অবস্থাদ্বয়কে নিষেধ করিয়া সৎ-এর প্রাপ্তি। যে এই ওঁকারে ব্যক্ত অব্যক্ত বক্রা তমের আবরণ নিষেধ করিয়া তৎপরে যে বস্তু থাকে তাহাই অনুধ্যান। কেনোপনিষদে এই "তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" বাক্যে বিদিত ব্যক্ত জগৎ এবং তাহার কারণ অব্যক্তা অবিদিতা তম অতীতে যে বিন্দুবৎ স্পষ্ট তাহাই বস্তু। মুণ্ডকে বলে "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" এই অক্ষরই হইল অব্যক্তা প্রকৃতি। 'ওঁ' অক্ষরের তিনটী ভাগ আছে। 'ও'কার তদুপরি '◡' বক্ররেখারূপ মাত্রা তদুপরি একটী '·' বিন্দু প্রদর্শিত হয়। ত্রিবক্র ওঁকার ব্যক্ত জগৎ, তদুপরি তাহার কারণস্বরূপ অব্যক্তা অক্ষরা অবিদিতা প্রকৃতি। তদুপরি বিন্দুটী অবস্থিত। এই ক্ষর-অক্ষর প্রকৃতিকে নিষেধ করিয়া পরমাত্মারূপ বস্তু লভ্য। বিন্দুর কোন অবয়ব নাই; কিন্তু অস্তিত্বের খ্যাপক। কিং অস্তি অনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখং অস্তি। ইহা সচ্চিদানন্দেই অনুধ্যান করা হয়।

এই 'ওঁ'কার ও বক্রমাত্রা অঙ্কন করার প্রয়োজন কি? তমকে বক্রা বলে। তম বা মায়াদ্বারা যাহার উৎপত্তি ঘটে, তাহার মধ্যে সরল রেখার স্থান নাই। সরল রেখার দ্বারা অঙ্কিত ত্রিভুজ কি চতুর্ভুজ আকৃতি বিশিষ্ট কোন সূর্য্যগ্রহ, উপগ্রহ, বৃক্ষ-লতা-পাতা-জীবজন্তু দৃষ্ট হয় না। গ্রহাদি ও বক্র গোলাকার, তাহাদের কক্ষ ও বক্র গোলাকার অণ্ডাকার। কুটিলা বক্রাতমে নির্দ্দোষ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমতা একাত্মভাব বিষমতা বক্রতা বিভিন্নতা পৃথক্ত্ব লইয়াই সৃষ্টি। সৃষ্টি অর্থ বিভিন্ন প্রকারের সমাবেশ। এজন্য পরবর্ত্তী সৃষ্টিস্থলে বিসৃষ্টি ও বিসর্জ্জন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বি অর্থ বিভিন্নতা বিশিষ্ট। এই মন্ত্রে স্বিদ শব্দটীর প্রয়োগকর্ত্তা সংকীর্ণ চিত্ত স্বিদ্ শব্দটী আক্ষেপসূচক বাক্য অর্থাৎ ঊর্দ্ধ অধঃ লোকেও কি বক্রার রশ্মি বিস্তৃত হইয়াছিল। রশ্মি শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় দ্রুত গমনশীল ও উৎপত্তির হেতু বলিয়া। সেই অবিদ্যা রশ্মি অবিদ্যা রেত এই সূর্য্যরশ্মির ন্যায় ঝট্‌পট্ দিগন্তপ্রসারী হইয়াছিল।

ছান্দোগ্য উপনিষদে ৩।১৯ খণ্ডে আদিত্যের উৎপত্তি বিষয় বলিতে গিয়া ঋষি বলিয়াছেন প্রথম আদিত্য একটী অণ্ডাকারে প্রসূত হয়। কালে সেই অণ্ড কপাল (খোসা) দুই ভাগে বিভক্ত হয়। উপরের স্বর্ণাভ কপালটী ঊর্দ্ধাভিমুখে ছুটিয়া গিয়া দ্যোলোকে পরিণত হয়। রজতাভ নিম্নস্থ কপালখণ্ড অধোদিকে ছুটিয়া গিয়া পৃথিবী হয়। মধ্যে অন্তরিক্ষে সূর্য্য স্থিতিশীল হয়। সূর্য্য একটী জড়পিণ্ড। উহা মায়ার মহিমা বা ঐশ্বর্য্যের প্রকাশন। রেতধা বলিতে দেব, যক্ষ, রক্ষ, নর, তির্য্যক্, প্রাণিজাত অর্থাৎ উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ প্রাণী সকল বুঝায়। মহিমা শব্দে পরম ব্যোমস্থিত স্বর্গঙ্গা (ছায়াপথ) ধূমকেতু, সূর্য্যগ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রাদি, অন্তরিক্ষে গন্ধর্ব্বলোক, বিদ্যুল্লোক, বায়ুমণ্ডল, অরোরা বরিয়ালিজ্ প্রভৃতি ইহলোকে গহন গভীর রত্নগর্ভা সমুদ্র, হ্রদ, নদী, জল-প্রপাতাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং স্থলজ পর্ব্বত, খনিজাত হীরক, কনক, তাম্র, লৌহাদি খনিজ তৈল ও কয়লাদি অর্থাৎ দেহমাত্রই তাঁহার মহিমা। ক্ষুদ্র প্রাণিদেহে দৃষ্টিপাত করিলে রোম, চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা, শিরাদি বিশিষ্ট অন্নময় কোষখানিতে যকৃৎ, মূত্রাশয়, প্লীহা, ফুস্‌ফুস, হৃৎপিণ্ড, গলনালী, মস্তকে মস্তিষ্ক, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ অধিষ্ঠিত থাকে। ইহাদের ব্যাপার চিন্তা করিলে মায়ায় অপার মহিমা প্রকাশ পায়। অন্নকোষমধ্যস্থ প্রাণময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষাদি ও তৎস্থিত চিদংশ চিন্তার অতীতে অবস্থিত বা ঐশ্বর্য্যের প্রকাশক।

এই যে অচেতন দেহে চেতনের অবস্থিতি—যাহাকে পঞ্চ কোষাবৃত অন্তর্যামী পুরুষ বলে। তেমনি সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি অচেতন পিণ্ডিতে চেতনের অবস্থিতি আছে। মাল্যের প্রতি দানার অন্তরে যেমন সূত্র থাকে। সূত্র থাকে জন্য মাল্যত্ব, নতুবা দানাগুলি ঝর ঝর করিয়া পড়িয়া যায়। তেমনি প্রতি পিণ্ডে অন্তরে সূত্রাত্মা সূত্ররূপে থাকেন। গীতায় বলে 'সূত্রে মণিগণা ইব।' একই সূত্রাত্মা সর্ব্ব পিণ্ডে অবস্থিত। বঙ্গের কবি ৺মধুসূদন দত্ত মহাশয় তাঁহার ব্রজাঙ্গনা কাব্যে প্রধানা গোপীর মুখে কতিপয় ছন্দোবদ্ধ পংক্তি বলাইয়াছেন। তাহার শেষাংশে এই কথাটী লেখা আছে—"মেঘাবৃত হ'লে কহলো সজনি পরে কি রজনী তারারি মালা।" রাত্রি মায়াদেবীর গলের এই তারার হার সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকারিণী কৃষ্ণবর্ণা কালিকামূর্ত্তির গলে গোল গোল মুণ্ডমালা দেখিতে পাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এজন্য বঙ্গের এক কবি প্রশ্ন করিয়াছেন, যখন সৃষ্টি হয় না মুণ্ডমালা কোথায় পেলি। এই যে অন্তর্যামী জ্যোতির্ম্ময় সূত্রাত্মা ক্ষুদ্র বৃহৎ জড়পিণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকেন, তিনি বক্রপথে পরিচালিত বক্র-গ্রহাদির চ্যুতি নিবারক। নতুবা রেলে ইঞ্জিনরূপ লৌহপিণ্ড যেমন বক্রপথে চলিতে গেলে যদি ড্রাইভার ব্রেক না কষে তবে ঐ ইঞ্জিন Inertia (জড়ত্ব, জড়পদার্থের নিশ্চেষ্টতা ধর্ম্ম) বশে সরল পথে গিয়া অস্থানে পতিত হয়। কত লোক হত হয়। তেমনি ঘটনা ঘটিত যদি সূত্রাত্মা তাহাদের চ্যুতি নিবারণ না করিতেন। স্বধা এই সূত্রাত্মা জড় প্রতি জড়পিণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করেন ও সূত্রাকর্ষণে পিণ্ডাদির গতি নিয়ন্ত্রিত করেন। তাহারই নাম Gravitation ও বাংলায় মাধ্যাকর্ষণ বলে। জড়পিণ্ডের উপরে প্রযতি থাকে যাহাকে Energy বলে। তাহা নানারূপ ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটাইয়া থাকে। এই পৃথিবী একটী গ্রহ, ইহার মাধ্যাকর্ষণ আছে। এজন্য বৃক্ষাদির ফল নীচে পড়ে, উপরমুখী যায় না। পৃথিবীর উপরিভাগে কত প্রাণী কতরূপে Energy ব্যবহার করিতেছে। তাহাই লোকে দেখে। যেমন বিজলী পাখাকে গতিশীল করে। বাল্বে আলো দেয়, হিটারে তেজ দেয়। একই এনার্জ্জির কত বিকাশ। এই যে বিজলী আদির ক্রিয়াশীলতা তাহাই মন্দবুদ্ধি লোকে দেখে। মাধ্যাকর্ষণের হেতুভূত সূত্রাত্মাকে অন্তর্যামী পুরুষকে জানে না। এই যে অন্তর্যামী পুরুষ ও উপরিস্থ ক্রিয়াশীল প্রকৃতি ইহাকে লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্ত্য ইংরেজ পণ্ডিত এই ঋকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবাদ করিয়াছেন। Self supporting principle beneath and energy aloft. Dr. Einstein Gravitation field ও Magna Electric field স্বতন্ত্র চিন্তা করিয়া পশ্চাৎ উত্তরের একত্ব বিধান করিয়াছেন। প্রকৃতি অর্থ প্রকৃষ্ট কৃতি বা কর্ম্ম যাহার। তেমতি প্রয়তি শব্দ—প্র=প্রলয়ং ইয়তি গচ্ছতি ইতি প্রয়তি। অথবা পুরুষস্য বন্ধনায় প্রযত্নং করোতি কিংবা সৃষ্টিস্থিতিবিনাশার্থং প্রযত্নং করোতি ইতি। যেমন কালিকা-মূর্ত্তিতে মহামায়া উপরে থাকিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করেন। নিম্নে নিশ্চল চেতন অবিনাশী পুরুষ অবস্থিত। তেমনি প্রয়তি প্রকৃতি আবরণরূপিত্বাৎ উপরে কার্য্যক্ষেত্র। আবৃত পুরুষ নিম্নে আবরণের নিম্নে অবস্থিত। যেমন জীবাত্মা অভোক্তো তাহার উপরে প্রকৃতি আনন্দময়পুরুষ রূপে মনবুদ্ধ্যাদি কোষরূপে ক্রিয়াশীল হয়।

এই প্রকৃতি জড় অচেতন স্বয়ং ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। এজন্য অচেতনকে চেতাইবার জন্য চেতনকর্ত্তার প্রয়োজন হয়। অল্পমতি মনে করিতে পারেন ঘড়ি, ইঞ্জিন, মেসিন আপনাআপনি চলে। তাহা ভ্রম। এই প্রকৃতিকে প্রতিপিণ্ডের অন্তরস্থ সূত্রাত্মা পরিচালিত করান। মন বুদ্ধি অচেতন ইহারা জড় ক্ষিতিতত্ত্বে নির্ম্মিত। ইহার অভ্যন্তরে স্থিত চেতন জীবের দ্বারা পরিচালিত হয়; সুতরাং জড়ের অন্তঃস্থ Gravitation দ্বারা সূত্রাত্মা পরিচালন স্বীকার করিতে হইতেছে। যেমন machine আদি জড় হইলেও চেতনদ্বারা পরিচালিত হইয়া চেতনবৎ কার্য্য করে। তেমনি প্রকৃতি মন বুদ্ধ্যাদি জড়। তাহা মানবদেহে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোষ মাত্র। আবরক মাত্র। হৃদয়স্থ অধ্যক্ষ পুরুষদ্বারা পরিচালিত হয়। ইহাই সৃষ্টিচিন্তকদিগের সৃষ্টি স্থাপনের যুক্তি বলিয়া উক্ত হয়। সর্ব্বব্যাপী অচল পুরুষের বিষয়ে গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ গীতা ২।২৩
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২৪

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কর্ম্ম কৌশল মিস্ত্রি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাদি অভাবে পুরুষ খণ্ডিত হন না। ভগবান্ বলিতেছেন—মিস্ত্রি অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও পুরুষ ছিন্নভিন্ন হইতে পারেন না; সুতরাং দেহস্থ চিদংশ কখনও ছেদন কার্য্যদ্বারা উৎপন্ন হয় নাই, হইতে পারে না, হইবে না।

জীবাত্মা অকর্ত্তা অভোক্তা ইহা কেবল ভগবান্ গীতায় ১৩।৩২ শ্লোকে "শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যতে॥" এই বাক্যে খণ্ডিত চিদংশের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব নিঃশেষ করিয়াছেন। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী নামক গ্রন্থে ৬২ শ্লোকে বলিয়াছেন—

তস্মান্ন বধ্যতে নাপি মুচ্যতে নাপি
সংসরতি কশ্চিৎ।
সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ
নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ॥

ইহাতে প্রকৃতিকে ভোক্তা বলা হইয়াছে। সাংখ্য ও বেদান্ত—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উভয় শাস্ত্রে প্রকৃতিকে বলায় ঋকের এই ৫ মন্ত্রে প্রযতি প্রযতিতা ভোক্তা যাঁহারা বলেন, তাঁহারাও প্রকৃতিই ভোক্তা বলিতে বাধে না। সুতরাং প্রযতি প্রযত্নকারিণী হউক বা প্রলয়গতা বিনাশশীলা হউন, সকল মতেই প্রকৃতিই প্রযতি হইতেছে।

ঋগ্বেদে ১০।১৯০ সূক্তে প্রথম আত্মাকে অব্যক্তা মায়া সমাগমে সোপাধিক করিয়া সেই সোপাধিক পুরুষ হইতে রাত্রি অর্থাৎ ঈষৎ ব্যক্ত প্রকৃতির সৃষ্টি বলিয়াছেন। তাহা হইতে অব্যক্তা প্রকৃতির বিকৃতি সমুদ্রার্ণব (কারণ সলিল), যাহা হইতে কাল উৎপন্ন হয়। তৎপর কালের প্রকেত দিবারাত্রি ও সূর্য্য-চন্দ্রকে বিশ্বের দ্রষ্টা পুরুষবিধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় স্থাপন করেন। পশ্চাৎ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ সুখের আবাসস্থান নির্ম্মিত হয়। এখনও কোন দেবতাদির সৃষ্টি ঘটে নাই। ঐতেরেয়োপনিষদে সৃষ্টি বলিতে গিয়া ঋষি বলিয়াছেন, পুরুষবিধ আত্মা চারিদিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন তিনি ব্যতীত আর কেহ নাই। তিনি মনে ঈক্ষণ করিলেন লোক সকল সৃজন করিব। এই ঈক্ষণের পর তিনি চারিটী লোক সৃজন করিয়াছেন। কেননা, আগে জীব সৃষ্টি করিলে তাহাদের কোন্ স্থানে রাখিবেন, এইজন্য অধিষ্ঠান সৃষ্টি প্রথম করিলেন এবং ঐ লোকগুলিতে উচ্চনীচ অধিবাসী সৃষ্টি করিয়া ভালমন্দ স্থানে স্থাপন করিবেন—এইরূপ বিচার করিয়াছিলেন। কেননা, তাঁহার সৃষ্ট অম্ভলোকে স্বর্গে দেবগণ থাকিবেন। তন্নিম্নে মরীচিলোকে অন্তরিক্ষে দেবগণের অনুচর গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, কিন্নর ও যক্ষাদি থাকিবেন। তৎপর মরলোকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মর্ত্ত্য পৃথিবীতে মরণধর্ম্মশীল দেবগণের উপাসক ভক্তজনেরা বাস করিবেন এবং অপ্‌লোকে অধঃলোকে পাতালে নাগ ও অসুরগণ বাস করিবেন। দেবগণ এই সকল লোকের পালনকর্ত্তা হইবেন। তাঁহার এইরূপ আলোচনার পর দেবগণকে সৃষ্টি করেন। তৎপর অদ্ভ্য মূর্চ্ছা দিয়া সাধারণ মনুষ্যাদি প্রাণিজাত সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্টিকার্য্যে প্রথম লোকসৃষ্টির প্রারম্ভে উপাদান কি ছিল, তাহা বলা হয় নাই। উপাদান যে মৃন্ময় ছিল, তাহা পৃথিবী আদি লোকদৃষ্টেই জানা যায়। সেই মৃন্ময় উপাদান পঞ্চভূত ব্যতীত অন্য কিছু নহে। উহা প্রকৃতির বিকৃতি বটে। এই পাঞ্চভৌতিক লোক সৃষ্টির পর দেবতা সৃষ্টি হয়। দেবগণ চিন্ময়, মৃন্ময় দেহে অবস্থিত হন। ইহা অনুমান মাত্র, শ্রুতি উপাদান সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই।

ঋগ্বেদের ঐতরেয়ব্রাহ্মণে দেবগণের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পরিদৃষ্ট হয় না। বৃহদারণ্যকে ৩।৯ দেখিতে পাই, দেবগণের সংখ্যা কত ? প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, ৩৩৩৩ দেবতা নিবিদে উক্ত হইয়াছে। দেবতারা ঠিক কত জন পুনঃ প্রশ্নে মহর্ষি বলেন ৩৩ দেবতা। দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু ও ইন্দ্র এবং প্রজাপতি। পুনঃ কতি দেবাঃ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বলিলেন ৬ দেবতা। অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরিক্ষ, আদিত্য, আদিত্যদ্যৌ। পুনঃ কতি দেবাঃ প্রশ্নের উত্তরে ৩ দেবতা। তিন লোক (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ)। পুনঃ কতি দেবাঃ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বলিলেন ২ দেবতা অন্ন ও প্রাণ। পুনঃ কতি দেবাঃ প্রশ্নের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তরে বলেন অধ্যর্দ্ধ (অধি অর্দ্ধ)। পুনঃ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বলিলেন ১ দেবতা। প্রাণ ইতি। স ব্রহ্ম ত্যাদিত্যাচক্ষতে॥

এখানে ৩ দেবতা লোকত্রয় বলায় সন্দেহ উপস্থিত হয়। এ কেমন কথা ? ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬।২।৩—৪ "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত। তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত।" তৎপর ঋষি বলিলেন, ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি॥ এখানে তেজ, অপ্ ও অন্ন (ক্ষিতি) এই ৩ মহাভূতকে দেবতা তিস্র দেবতা বলা হইয়াছে। এই ৩ দেবতা ত্রিবিদ করণে দেবদেহ, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ—সর্ব্ব প্রাণিজাতের দেহ নির্ম্মাণ করতঃ জীবাত্মা অনুপ্রবেশ করেন। জীবাত্মায় অনুপ্রবেশে দেবত্বসংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। তৎপর দুই দেবতা সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে ১৷৷০ দেবতা অধ্যর্দ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। অধি অর্দ্ধ স্থলে ঋকের ১০।১৯০ সূক্তের তপসা অধ্যজায়ত বলা হইয়াছে। মুণ্ডকে "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততো অন্নং অভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্॥" আছে। এখানে চীয়তে অর্থ অধিজায়তে। বৃহদারণ্যকে দেখিতে পাই, পুরুষবিধ দেবতা একাই ছিলেন, তখন তাঁহার একাকী থাকা পছন্দ হইল না। স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ। স আত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্। এখানে তিনি "হৈতাবানাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষক্তৌ” এই কথাটীর অর্থ তিনি এতখানি মোটা বা অর্ধি হইলেন যেমন স্ত্রীপুরুষের একযোগে ঘটিয়া থাকে। ইহাই অধ্যর্দ্ধ অবস্থা। ইহাই তপসা চীয়তে ব্রহ্ম অবস্থা অর্থাৎ মোটা ভাষায় অর্ধি নারীশ্বর অবস্থা। এই অবস্থায় সঙ্গমের দ্বারা সৃষ্টি বৃদ্ধি সম্ভবপর নহে। এজন্য আপনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। ইহাই ১০।১৯০ সূক্তে ততো রাত্র্য-জায়ত বাক্যে বলা হইয়াছে। এই ভেদ অবস্থা হইতে দুই অবস্থার পরিণতি। এই চিন্তাধারা লইয়া বৃহদারণ্যকে প্রাণ ও অন্ন দুই দেবতা বলিয়াছেন। মুণ্ডকে অন্নাৎ প্রাণ বাক্যটীর অর্থ অন্নাৎ অন্নসংযোগাৎ প্রাণস্য হিরণ্যগর্ভস্য দেহরূপে পরিণতাৎ দেবাঙ্গ বলিয়া পূজিত হন। তেমনি বিরাট্ পুরুষের মস্তক, বপু, অন্তরিক্ষ ভুবঃ এবং পাদ পৃথিবী বা ভূঃ লোক হওয়ায় ভূঃ ভূবঃ স্বঃ দেবাঙ্গ বলিয়া দেবরূপে পূজিত হন। মূর্ত্তি-পূজকেরা সাকারের পূজা করেন, নিরাকারের পূজা করেন না। এজন্য সাকারের হেতুভূত অঙ্গ দেবতা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

দেবতা হইতে জাত জন্য অন্নদেবতা বলিয়া গৃহীত। যেমন, বৃহদারণ্যক ১।৪।৩ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্ বাক্যে শিব-পূজকেরা শিবের অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। তাহা এই—সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ। রুদ্রায় অগ্নি-মূর্ত্তয়ে নমঃ। উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ। ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ। ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ। মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ। পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ। পঞ্চভূত চন্দ্রসূর্য্য ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজাকারী যজমানের দেহকে শিবজ্ঞানে পূজা করা হইতেছে। ছান্দোগ্যে ৩।১৪ খণ্ডে শাণ্ডিল্যবিদ্যায় সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম বাক্য রহিয়াছে উপাসনার জন্য। যাহা চক্ষে পড়িবে, তাহাই অচেতন হইয়া থাকে। এই অচেতন ভাবযুক্ত অল্পমতির বুদ্ধি তীক্ষ্ণ করার জন্য দৃষ্ট বস্তুমাত্রই দেবতা কল্পনা অভ্যাস করিলে পশ্চাৎ ব্রহ্ম কল্পনা করা সহজ লভ্য হয়। এজন্য ঈশা উপনিষদে প্রাণ নামধেয় ইন্দ্রিয়গণকে দেবাঃ বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গণ অচেতন তাহাতে স্থিত দেবতা কল্পিত হয়। যেমন কর্ণে দিগ্‌দেবতা, চক্ষুতে সূর্য্যদেবতা, নাসায় অশ্বিনীদ্বয় দেবতা, জিহ্বায় বরুণ-দেবতা, স্পর্শেন্দ্রিয়ে (চর্ম্মে) বায়ু দেবতা। মনে চন্দ্রমা, বুদ্ধিতে ব্রহ্মা, বাগিন্দ্রিয়ে অগ্নি দেবতা (তেজ), হস্তে ইন্দ্র, পদে বিষ্ণু, ইত্যাদি। এই দেবগণের স্থিতিস্থান বলিয়া ঐ সকল অঙ্গ দেবাঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়। এই জন্য তাহাদিগকে দেবা বলা হইয়াছে। বহু দেবতার রজোগুণী অল্পবুদ্ধি পূজকের প্রিয়তা বুদ্ধি দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে ১।১৬৪ সূক্তের—

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ সুপর্ণো গরুত্মান্‌।
একং সদ্বিপ্রা বহুধাবদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ ॥ ৪৬

এই একদেববাদীর মতে ঋগ্বেদের ৩।৩৭।৯

ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যাতে জনেষু পঞ্চসু।
ইন্দ্রতানি ত আবৃণে।

ইহাতে নর হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত যত দেহে যত্র চক্ষুরাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রিয় আছে, পরম দেবতা ইন্দ্রই তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধাদি হইয়া থাকেন।

বৃহদারণ্যকে ৫।৫ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই, "আপ এবেমদগ্র আসুস্তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত সত্যং ব্রহ্ম ব্রহ্ম প্রজাপতিং প্রজাপতির্দেবাঃ।" এই মন্ত্রে ইদমগ্রে ইদং জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে আপ একাই ছিলেন, সেই আপ হইতে সত্যের উদ্ভব হয় অর্থাৎ এই আপ সমুদ্রার্ণব থাকে কারণ সলিল বলে। সেই কারণ সলিল হইতে সত্য অর্থাৎ পঞ্চভূতের উৎপত্তি ঘটে। যেমন মুণ্ডকে বলিয়াছে—

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্॥

এখানেও কারণ সলিলরূপ অন্ন হইতে মন, তাহা হইতে পঞ্চভূতাক্ষ সত্য জন্মে। তাহা হইতে লোক চতুষ্টয়ের উৎপত্তি ঘটে। এখানে সত্যাক্ষ পঞ্চভূতের সাত্ত্বিকাংশে মন বুদ্ধি আদির উৎপত্তি ঘটে। লোক সৃজনের পর দেবতার সৃষ্টি ঐতরেয় উপনিষদেও দৃষ্ট হয়। মায়ার এই সত্ত্বাংশ আবরণ হইতে হিরণ্যগর্ভের খিলাপ বা পরিচ্ছদ থাকে তৈজস দেববলে তার উৎপত্তি ঘটে। পূর্ব্বে অস্মাৎ প্রাণ শব্দ প্রয়োগ আছে। তার অর্থ অস্মাৎ অন্নসংযোগাৎ অর্থাৎ অন্নকৃততৈজসদেহসংযোগাৎ॥ ভাগবতপুরাণে ১২।১১।৫ শ্লোকে বলে—

মায়াদ্যৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ সবিকারো মায়া বিরাট্।
নির্ম্মিতো দৃশ্যতে যত্র সচ্চিৎকে ভুবনত্রয়ম্॥

বিরাট পুরুষের মস্তক দ্যোলোক অন্তরিক্ষ বপু ও পৃথিবী পাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকত্রয় দেবদেহ। পূজকেরা দেহ ও দেহী ভেদে পূজা করিয়া থাকে। উদ্ধৃত শ্রুতিতে পঞ্চভূতের পর লোকসৃষ্টি ঘটে, এই সকল সংজ্ঞাহীন। চেতন অচেতন দেহে কর্ত্তা বলিয়া গৃহীত হয়। এজন্য কর্ত্তা কর্ম্মভাব দেবতার সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তৎপূর্ব্বের অবস্থাকে কেন উপনিষদে অবিদিতা বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। চেতন কর্ত্তাটীও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। এজন্য কর্ম্মদৃষ্টে কারণরূপে কর্ত্তা অনুমিত হন। যেমন বিজলী দৃষ্টিগোচর না হইলেও তাহার কার্য্য Light, Heat ও Force রূপ কর্ম্ম দৃষ্টে অনুমিত হয়। তেমনি সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ কর্ম্মদৃষ্টে পুরুষবিধ দেবতা কর্ত্তা বলিয়া অনুমিত হন। এজন্য পুরুষের লক্ষণে শ্রুতি বলেন—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্তি অন্তবিশন্তি তদ্ ব্রহ্ম।" অর্থাৎ কার্য্য ব্রহ্ম। কর্ম্মই দৃষ্ট হয়, কর্ত্তা দৃষ্ট হন না। এজন্য, অল্প বুদ্ধি লোকে মনে করে, কর্ম্ম কর্ত্তাকে আবৃত করিয়া রাখে। শ্রুতিতে লোকসৃষ্টির পর কর্ম্মসৃষ্টি বলিয়াছেন। কর্ম্মসৃষ্টিরূপ আবরণ উন্মোচনে কর্ত্তা প্রকাশ পান। এজন্য কেহ কেহ বলেন যে, বেদ জ্ঞানস্বরূপের একমাত্র প্রমাণ তাহা কর্ম্মকাণ্ডের মন্ত্র দ্বারা আবৃত থাকেন। সেজন্য গীতায় বলে—"ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখ-মশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্। ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদাবিৎ॥" ১৫।১। ভাগবতপুরাণের ১২।১১।১১ বাসতশ্ছন্দোময়ং পীতং। গীতার ২।৪৫ শ্লোকে বলে—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন!।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মাবরণটী এমন দৃঢ় যে, কোন এইকোন বাদী বেদে জ্ঞানের কথা নাই বলিয়া থাকেন। যেমন—গীতায় ২।৪২ বেদবাদরতাঃ পার্থ! নান্যদস্তি ইতি বাদিনঃ। এজন্য মায়াকে বন্ধনকারিণী না বলিয়া গীতা ১৫।২ শ্লোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥ অর্থাৎ কর্ম্মেই বন্ধনের হেতু বলিয়াছেন। ঋগ্বেদে যখন দেখিতে পাই, সতো বন্ধুমসতি বাক্য রহিয়াছে, তখন প্রকৃষ্ট কৃতিসম্পন্না কৃতি বা কর্ম্মকে লক্ষণার আবরণ বলিয়াছেন।

দেবতা হইতে জাতজন্য অন্নদেবতা বলিয়া গৃহীত। যেমন—বৃঃ ১।৪।৩ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্ বাক্যে পুরুষ দেবতা ও পত্নী শতরূপা দেবী সাজিয়াছেন। এইরূপে অচেতন প্রকৃতির দেবত্ব কালীমূর্ত্তিতে পরিদৃষ্ট হয়। প্রাচীন ঈশা উপনিষদে বিদ্যা ও অবিদ্যা বা সম্ভূতি ও অসম্ভূতি উপাসনার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের ১।৫১।৫, ১।৫৩।৮, ৬।২৭।১৮ এই মন্ত্রত্রয়ে মায়া হইতে বহুত্বের বিকাশ বর্ণিত আছে। ঋগ্বেদ ৬।৪৭।১৮ মন্ত্রে "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।" বৃঃ ২।৫।১৯ বাক্য আছে। সেই বহুত্বে তরঙ্গায়িত মায়া সলিলে "চিৎ" এর সহস্র প্রতিবিম্বপাত হয়। তাই জীবভাব বলিয়া কল্পিত। নিস্তরঙ্গে প্রতিবিম্বিত একটী মাত্র প্রতিবিম্ব পতিত হয়। তাহাকে হিরণ্যগর্ভ বলে। এই বহুত্ব পঞ্চভূতের উৎপত্তিমূলক বলা চলে। যেমন মুণ্ডকোপনিষদে মন হইতে আপেক্ষিক সত্য পঞ্চভূতের উৎপত্তি বলা হইয়াছে। তাহা হইতে স্বর্গাদি লোক সকলের উৎপত্তি ঘটে। এই পঞ্চভূতের উৎপত্তি তৎসম্বন্ধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৈত্তিরীয় উপনিষদে "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" বাক্য আছে। তথায় মন বা মায়া হইতে স্পষ্ট বলা হয় নাই। সৃষ্টি হিরণ্যগর্ভের মন কল্পিত ব্যাপার। পঞ্চভূতের উৎপত্তি ও তাঁহারই কল্পনাপ্রসূত। সুতরাং মন বা মায়াপ্রসূত ইহা স্বীকার্য্য।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে পঞ্চভূতের সৃজন-প্রণালী বলা হইয়াছে তাহা এই—তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ। এই মন্ত্রে পৃথিবী শব্দে ক্ষিতিতত্ত্ব ও ক্ষিতিতত্ত্বনির্ম্মিত পৃথিবী উভয়ই গৃহীত হইয়াছে। কেননা, পৃথিব্যাং ঔষধয়ঃ উৎপত্তি বলিয়াছেন এবং অন্ন শব্দ যব, ব্রীহি, গম আদি শস্য—খাদ্যশস্যকে বুঝাইয়াছে। অন্নশব্দ ক্ষিতিতত্ত্বকেও বলে এবং প্রকৃতিকেও বলে। মুণ্ডকোপনিষদে দেখিতে পাই—

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্॥১।১।৮

ইহাতে অব্যক্তা মায়া সন্নিকটস্থ হওয়া চিন্তনে ব্রহ্ম যেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ সৃষ্টিচিন্তকগণ বলিয়া থাকেন। এই প্রবৃদ্ধ বিকারযুক্ত সোপাধিক পুরুষ হইতে অন্নের উৎপত্তি ঘটে। এখানে অন্ন শব্দ ঈষৎ ব্যক্ত প্রকৃতিকে বুঝায়। যেমন পুকুরের জল উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পরূপে বায়ুতে প্রবেশ করে এবং পশ্চাৎ বায়ু হইতে মেঘরূপে পরিদৃষ্ট হয়। এই যে অদৃশ্য বায়ুতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থিত জলীয় বাষ্প অব্যক্ত, অদৃশ্য এবং পুকুরের উপরে বাষ্পরূপে ঈষৎ ব্যক্ত ও শুভ্র মেঘে ঈষৎ ব্যক্তাবস্থা বলা হইয়া থাকে। তেমনি মায়ার প্রকাশের স্তরভেদ কল্পিত হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দবল্লীতে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা ও হৃদয়স্থ অন্তর্যামী পুরুষের একতা উক্ত হইয়াছে। তৎপর শ্রুতি "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" বলিয়াছেন। আকাশ অচৈতন্য পঞ্চভৌতিক মৃন্ময় পদার্থ। সর্ব্বব্যাপী ও অন্তর্যামী পুরুষ চিন্ময় বস্তু। চিন্ময়ে মৃন্ময়ের বীজ থাকে না। এজন্য রামতাপনীয় উপনিষদে বলিয়াছেন—

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা ॥"

যাহাতে যাহা নাই, তাহা হইতে তাহা উৎপন্ন করিতে গেলে শূন্যবাদ আসিয়া পড়ে। শূন্যবাদ কাহারও ইষ্ট নহে। এজন্য মৃন্ময় আকাশ কোন মৃন্ময় পদার্থ হইতে জাত বলা সঙ্গত গীতায় বলে—"প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া।" মায়া উপাদানে আকাশের উৎপত্তি ঘটাই যুক্তিযুক্ত। এজন্য আত্মাকে অধ্যক্ষ করিয়া মায়য়া অর্থাৎ মায়া উপাদানে আকাশের উৎপত্তি বলা সঙ্গত। কঠ উপনিষদে পুরুষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন— "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।" সেই অশব্দ পুরুষ হইতে শব্দগুণ যুক্ত আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব ব্যাপার। এজন্য মায়য়া শব্দ উহ্য আছে বলা সঙ্গত। আর যদি মায়া শব্দ প্রয়োগ না করা হয়, তবে আকাশ সাদৃশ্যবশতঃ রজ্জু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্পবৎ বিবর্ত্তে পরিদৃষ্ট হয় বলিতে হইবে। যেমন অচেতন রজ্জু চেতন সর্পের কারণ হয় না। রজ্জু ও সর্পের দৈর্ঘ্যত্ব সম এই সাদৃশ্যে সর্পভ্রম হয়। তেমনি ব্রহ্ম নিরবয়ব, সর্ব্বব্যাপক, সৃষ্টিচিন্তকের আকাশও নিরবয়ব ব্যাপক। এই সাদৃশ্যে ভ্রান্তি উৎপন্ন করে বলিতে হইবে। যেমন পুরাণে একটী শ্লোক দৃষ্ট হয়—"হরিরেব জগৎ জগতেব হরিঃ। হরিতো জগতো নহি ভিন্নতনুঃ। ইতি যস্য মতিঃ পরমার্থগতিঃ স নরো ভবসাগর উদ্ধরতি॥" রজ্জু সর্প স্থলে যেমন রজ্জু ও সর্পের এক তনু জন্য উহা বিবর্ত্ত বলিয়া উক্ত হয়, তেমনি চেতন ও অচেতন জগতের এক তনু বলায় ইহা বিবর্ত্তবাদের কথা। "অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে দ্বয়োঃ।"

তৈত্তিরীয়ের সৃষ্টিবাদে কেবল আকাশের শব্দগুণ লইয়া গোলযোগ ঘটে। যেমন দুগ্ধ হইতে দধি হয়। কারণ, দুগ্ধে অম্লত্ব নাই। কার্য্য দধিতে অম্লত্ব আছে। সুতরাং ঐ অম্লত্ব বহিরাগত উপাধি জন্য বটে। অম্লত্বের হেতু বৃক্ষস্থ তেঁতুল। নির্গুণ পুরুষে শব্দগুণ না থাকায় উহা বহিরাগত বলিতেই হইবে। তেমনি আকাশ হইতে জাত বায়ুতে স্পর্শগুণ আছে। কারণ, আকাশে তাহা নাই; সুতরাং উহা বহিরাগত উপাধি জাত। বায়ু হইতে অগ্নি হয়, অগ্নিতে রূপগুণ আছে। অদৃশ্য বায়ুতে রূপগুণ নাই। বায়ুতে রূপগুণ থাকিলে বায়ু দৃশ্য হইত। সুতরাং অগ্নির রূপগুণ বহিরাগত উপাধি জাত। অগ্নি হইতে জল হয় অগ্নিতে রসগুণ নাই, জলে আছে; সুতরাং জলের রসগুণ বহিরাগত। জল হইতে ক্ষিতিতত্ত্ব উৎপন্ন হয়। কারণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জলে গন্ধ নাই কার্য্য ক্ষিতিতে গন্ধ আছে। সুতরাং গন্ধগুণটী বহিরাগত। ইহাতে আমরা পাইতেছি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ব্রহ্ম হইতে আসে নাই। কেননা, তাহা ব্রহ্মে নাই। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ কোন বহিঃস্থ উপাধি হইতে আসিয়াছে। এজন্য মায়া উপাধি স্বীকৃত হইয়া পড়ে। এই সব হেতুবাদে এতদাত্মনঃ শব্দের পর মায়য়া শব্দটী বসাইতেই হইবে।

বৃহদারণ্যক শ্রুতি সপ্তান্ন প্রকরণে দেখা যায় "ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুত"। সৃষ্টিচিন্তকগণ বলেন, সর্ব্বব্যাপী পুরুষের মন বাক প্রাণ নাই। যেমন মুণ্ডকে বলে "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥" ২।১।২। এই যে পরমাত্মা তাহাকে ইহারা শুদ্ধ চৈতন্য বলেন। কেননা, মায়া তাহার বিকৃতি মন বাক্ প্রাণরূপ অচেতন পদার্থ বিরহিত। "সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্" এজন্য শুদ্ধ। যখন মায়া উৎপন্ন হইয়া মনোহারিণী বেশে সেই শুদ্ধ চৈতন্যের নিকটবর্ত্তী হন, তখন যে চৈতন্যময় পুরুষ মায়াকে দূর হইতে দর্শন করিয়া নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করেন, তাহাকে সাক্ষিচৈতন্য বলে। আমরা দেখি যে, যিনি নিরপেক্ষ দ্রষ্টা হন, তিনি দূর হইতে মন সমন্বিত নয়নদ্বারা দর্শন করেন। এস্থলে সাক্ষিচৈতন্যের মন ও নয়ন ছিল বলিতে হয়। নিরপেক্ষ সাক্ষিচৈতন্য মায়ার পক্ষপাতী হইয়া মায়াকে অভ্যর্থনা করেন না জন্যই নিরপেক্ষ। সৃষ্টিচিন্তকগণ বলেন, মায়া মন বাক প্রাণ তিনটী অন্নকে উপহাররূপে ঈশ্বর চৈতন্য প্রদান করেন। মায়া হইতে প্রাপ্ত মন দ্বারা তিনি ঈক্ষণ করতঃ মায়াকে বসিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থান প্রদান করেন এবং মন, বাক্, প্রাণরূপ মাল্য উপহার গ্রহণে আপ্যায়িত করেন। মুণ্ডকেও দেখি—"অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতম্॥" ইহাতে হিরণ্যগর্ভ যাহাকে এইখানে প্রাণ বলা হইয়াছে, তিনি মনের স্রষ্টা। সেই মন হইতে পঞ্চভূত যাহা আপাততঃ সত্য বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা উৎপন্ন হইয়াছে। সেই পঞ্চভূত হইতে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ আদি লোকের সৃষ্টি ঘটে।

ছান্দোগ্য পউনিষদে ৬।৫।৪ "অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাক্" ইতি॥ ছাঃ ৬।২।৩-৪ ঋষি বলিয়াছেন "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত। তা আপ ঐক্ষন্ত বহ্ব্যঃ স্যাম প্রজায়েমহীতি তা অন্নমসৃজন্ত॥" এই অন্ন ক্ষিতিতত্ত্ব। ইহারই প্রাধান্যে মনের উৎপত্তি ঘটে। বেদান্তগ্রন্থে দেখিতে পাই "অপঞ্চিকৃত পঞ্চমহাভূতস্য সমষ্টিসাত্ত্বিকাংশাৎ" মন বুদ্ধ্যাদির উৎপত্তি ঘটে। এহেন মন কতটা কত প্রকারের উৎপন্ন বলিয়া কথিত হইয়াছে। মন হইতে সৃষ্টিজাত এমন কথা ভাগবত-পুরাণে ১২।৫।৬ শ্লোকে বলে "মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ। তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ॥" সাংখ্যকার কপিল বলেন, প্রকৃতির বিকৃতি মহৎ (সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব), মহতের বিকার অহঙ্কার, অহঙ্কারের বিকার মন, মনের বিকার পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্রের বিকার পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হয়। যাহা হইতে জগৎ হইয়াছে। এখানে মন হইতে পঞ্চভূত পাইতেছি। বৈশেষিক দর্শনে মনকে তর্ক দ্বারা অনুমেয় বলিয়া বলিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছান্দোগ্যে ৬ অধ্যায়ে মহর্ষি উদ্দালক আরুণি সৎ ও অসৎ সম্বন্ধে বিচার করিয়া সৎ একাই আছেন। অসৎ বলিয়া দ্বিতীয় কিছু নাই। শিষ্যগণের মুখভঙ্গীতে ঋষি বুঝিতে পারিলেন এই যে সৃষ্টি আমরা জন্মাবধি দেখিতে পাই তাহা কিপ্রকারে ঘটে। সৃষ্টি মাত্রেই অসৎ দ্বিতীয়ত্বাৎ। সুতরাং ব্যবহারিক সত্তার জন্য সৃষ্টি তাৎকালিক স্বীকার করতঃ তদুৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহা চেতন পুরুষের ঈক্ষণাদি যেমন বিবৃত হইয়াছে, অচেতন তেজ অপাদির ঈক্ষণও বলিয়াছেন। ইহাদ্বারা অচেতন কর্ত্তা স্বীকার করেন নাই।

হিরণ্যগর্ভের তৈজস দেহ ও বিরাটের স্থূল দেহ সম্বন্ধে পুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছে। যেমন ভাগবতে—

"মায়াগুণৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ স বিকারময়ো বিরাট্।
নির্ম্মিতো দৃশ্যতে যত্র সচিৎকে ভুবনত্রয়ম্ ॥" ভাঃ ১২।১১।৫

বিরাটের স্থূল দেহখানির অপর নাম ভুবনত্রয়। মুণ্ডকোপনিষদে বলে দ্যো মস্তক, চন্দ্র-সূর্য্য চক্ষু, অন্তরিক্ষ বপু ও পৃথিবী পাদ। ইহাকে সরল ভাষায় বলিলে বলিতে হয় যে, পুরুষের ঘাড়ে বিশাল মৃন্ময় লোকের বোঝা চাপান হইল। যদি কাহারও সন্দেহ হয় তবে College-এ Science ক্লাশে গিয়া দেখিতে পারেন। তথায় প্রফেসার ছাত্রদের বলেন, আমরা প্রত্যেকে ৬০/ মণ বায়ুর বোঝা বহন করি। একজন ছাত্র একথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলে তাহাকে টেবিলের নিকট ডাকিয়া আনিয়া একটী বায়ু নিষ্কাসন-যন্ত্রের উপর তাহার হস্ত স্থাপন করান এবং ঐ যন্ত্রের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্যদ্বারা হস্তনিম্নস্থ বায়ু বাহির করিয়া নেন। তখন উপরিস্থ বায়ুর চাপে হস্ত ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া চক্ষে জল আসিলে প্রফেসার ঐ যন্ত্রে বায়ু প্রবিষ্ট করেন। হস্তের তলে বায়ু প্রবিষ্ট হওয়ায় আর উপরের চাপ রহিল না।

গ্রীস দেশের mythologyতে দেখা যায়, এটলাস নামক দেবতার স্কন্ধে পৃথিবী স্থাপিত হইয়াছে। তিনি সেই ভার বহনে ক্লান্ত হন।

বৃহদারণ্যকে পুরুষবিধ আত্মা একাকী অবস্থান করিতে করিতে কাতর হইয়া পড়েন এবং বলেন "একাকী ন রমতে স দ্বিতীয়ং ঐচ্ছৎ।" এই ঈক্ষণের পর তিনি আপন দেহ প্রবৃদ্ধ করেন। পশ্চাৎ তাহা দুইভাগে বিভক্ত করিয়া পতি ও পত্নীভাবে রমণ করেন। তৎফলে নরাদি প্রাণিগণের উৎপত্তি ঘটে। ইহাতে বলিতে হয়, ঋগ্বেদের ১০।১৯০ যে ভুবনত্রয় সৃষ্টি করিলেন, তাহাই ঐতরেয় উপনিষদের আরম্ভণ স্থান এবং লোকসৃষ্টি ও দেবসৃষ্টির পর নরাদি সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। এই যে সৃষ্টিতত্ত্ব অর্থাৎ পুরুষের প্রবৃদ্ধ রূপ ধারণের ও তৎপূর্ব্বে প্রবৃদ্ধতার হেতুভূত মায়া বা তমের সমাগম ঋগ্বেদের ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে বর্ণিত আছে। উক্ত তৃতীয় মন্ত্রে ১ম পংক্তিতে স্পষ্ট ভাবায় নাম লইয়া হইয়াছে ইদমগ্রে মৃত্যুরূপিণী অসৎপ্রকৃতি, প্রকৃতির বিকৃতিতে জাত হিরণ্যগর্ভ ও কাল ছিল না। ছিল না অর্থ ইহাদের জন্ম ঘটে নাই। যাহাদের জন্ম ঘটে নাই, তাহাদের জন্মবৃত্তান্ত কে বলিবে এমন দুঃসাহসী দৃষ্ট হয় না। এজন্য শ্রুতি পরবর্ত্তী মন্ত্রে বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথা
কো বেদ যত আবভূব" ॥৬

অন্বয়—কঃ অদ্ধা বেদ? কঃ ইহ প্রবোচৎ? ইয়ং বিসৃষ্টিঃ কুতঃ, কুতঃ আজাতা, দেবা অস্য বিসর্জ্জনেন অর্বাগ্ (পরবর্ত্তী) অথা যত আবভূব কঃ বেদ?

অনুবাদ—কেই বা সম্যক্‌রূপে তত্ত্ব জানে? কে ইহলোকে তত্ত্ব বলিতে পারে? এই সৃষ্টি কোন অধিষ্ঠানে কোন উপাদানে বা কোন নিমিত্ত কারণ হইতে জাত হইয়াছে? দেবতারা এই জগতের বিবিধ সৃষ্টির পর জন্মিয়াছে; অতএব যাহা হইতে জগৎ হইয়াছে, তাহা কেই বা জানে? ॥ ৬

বিচার—কেই বা জানে? অভাব—অপদার্থ কে বলিবে? জানে না জন্য বলিবার লোক নাই। এই বিসৃষ্টি বিষম বৈষম্যপূর্ণ সৃষ্টি। কে কখন কি দিয়া কোথায় বসিয়া রচনা করিল। মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যগণ অল্পজ্ঞ অল্প শক্তিমান্ অণীশ। তাহারা ধনরত্নাদি লাভার্থ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ দেবগণের পূজা করে। সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ দেবগণ সম্বন্ধে ঐতরেয় শ্রুতি বলেন, সর্ব্বব্যাপী পুরুষ বহিরাগত উপাধি যোগে পুরুষবিধ রূপ ধারণ করিয়া সিসৃক্ষু হন। তৎপর পঞ্চভূত দ্বারা লোক চতুষ্টয় সৃজন করেন। লোক চতুষ্টয় সৃজনের পর লোকপাল দেবগণের সৃষ্টি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন। কি উপাদানে সৃষ্টি করেন তাহার উল্লেখ নাই। পঞ্চভূতাদি সৃষ্টি হইলে দেবগণ তৃতীয় স্তরে স্থিত।

সর্ব্বমতেই মায়া ত্রিগুণাত্মিকা অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তম তিন গুণের সংঘাতে উৎপন্ন হন। যতক্ষণ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা থাকে, ততক্ষণ প্রাকৃতিক সৃষ্টি থাকে না। তখন অক্ষরা অবস্থা। কালে ক্ষোভিতা হইলে রজোগুণের প্রাবল্যে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। যেমন কন্যা রজঃস্বলা হইলে গর্ভধারণের উপযোগী হয়, তেমনি এই জগৎরূপ গর্ভ প্রসবের উপযোগী হয়। সেইরূপ অক্ষরা ক্ষরা হইয়া কালে জগৎ প্রসব করে। এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা ও বৈষম্যাবস্থা এসব চিন্তন করিলে দেবতাগণ ৬ষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত হন। সৃষ্টিচিন্তকেরা অতীব প্রাচীন। ঋগ্বেদের ঋষি। জিওলজীকের পণ্ডিতেরা প্রথম তুষারপাত বলেন তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী। প্রথম তুষারপাত ইংরেজ পণ্ডিত গেইকের মতে ৮৪ হাজার বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। মহান্ ঋষি দধীচি জগত্যাং জগৎ ত্যাগের জন্য উপদেশ দিয়াছেন। সৃষ্টি-কর্ম্মের নিন্দা করিয়া সৃষ্টিচিন্তকের ভ্রম ভঙ্গ করিয়াছেন। অসূর্য্য অবস্থার চিন্তা করিয়াছেন। ঋগ্বেদ বলে, নবগ্ব আঙ্গিরসবংশীয় অথর্ব্বতানয় যিনি প্রথম অগ্নি সৃষ্টি করেন, যাঁহার অস্থির দ্বারা বৃত্র বধের জন্য ইন্দ্র বজ্র নির্ম্মাণ করেন। অস্থিদ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ শব্দে আমাদিগকে অস্থিযুগে লইয়া যায়। অস্থি প্রস্তরযুগ তাম্রলোহাদি যুগ হইতে প্রাচীন। ইহা সর্ব্ববাদিস্বীকৃত। বর্ত্তমানে পণ্ডিতগণ যে চারি যুগ কল্পনা করেন, তাহাতে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমশঃ তীক্ষ্ণ হইতেছে। যখন বুদ্ধি অল্প ছিল, তখনও সৃষ্টিচিন্তক ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিরণ্যগর্ভের পূর্ব্বে ঈশ্বর চৈতন্য সমীপে মন বাক্ প্রাণাদি উপহার সামগ্রী হইয়া মায়াবাসী উপস্থিত ছিলেন ইহা জানা যায়। এই উপহার সামগ্রী ও তাহাদের মালিক মায়ারাণীর উৎপত্তি আদি চিন্তা করিলে দেবগণ ৬ষ্ঠ বা সপ্তম স্তরের সৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। এহেন দেবতারা তাঁহাদের জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী সৃষ্টি সম্বন্ধে কি বলিবেন? যদি দেবতারাই না জানেন, তবে মরলোকের অনীশ নরগণ কি করিয়া জানিবে। পূর্ব্বে উদ্ধৃত ভাগবতপুরাণের শ্লোকে বলে মন মায়া, দেহ, গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। এই সব সৃষ্টিচিন্তকের কথা। অমৃতস্বরূপ দেবতাও সৃষ্ট জীব এবং সৃষ্টিচিন্তক। শ্রুতিতে "অস্মাৎ প্রাণ মনঃ সত্যং লোকঃ কর্ম্মসু চামৃতম্" পাঠ আছে। অন্ন মায়া প্রাণ নামক হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তির হেতু। হিরণ্যগর্ভ মায়াদত্ত মনদ্বারা সৃষ্টি করেন। মন হইতে পঞ্চভূত, পঞ্চভূত হইতে লোকচতুষ্টয়। তৎপর দেবগণ উৎপন্ন হয়েন। তারপর মানবের সৃষ্টি। হিরণ্যগর্ভ পুরুষবিধ হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বর চৈতন্যনামা ছিলেন। তখন প্রকৃতি হইতে যে উপহার প্রাপ্ত হন, তাহার মধ্যে মন একটী; সুতরাং মন হিরণ্যগর্ভের পূর্ব্ববর্ত্তী। আবার হিরণ্যগর্ভ মন দ্বারা ঈক্ষণ করিয়া প্রথম পঞ্চীকৃত মনের সৃষ্টি করেন। তখন লোক বা স্থান ছিল না। সৃষ্ট মনকে কোথায় রাখিলেন। তাহাকে বলিবে? ঐতরেয় উপনিষদে দেবতাসৃষ্টির পর মানব সৃষ্ট হয়। তখন জলে মূর্চ্ছনা দিয়া মানবের স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ সৃজন করেন। এই যে জলে মূর্চ্ছনা দেওয়া ইহা কি পঞ্চভূতে পঞ্চীকরণ? স্থূল দেহ উৎপন্নে তাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন ইন্দ্রিয়াদি উৎপন্ন করতঃ স্থাপন করেন। এই নরদেহ মন পাঞ্চভৌতিক ; সুতরাং ছান্দোগ্যের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে মহর্ষি উদ্দালক আরুণি মন অন্নময় বলিয়াছেন—ঈশ্বর চৈতন্যের প্রাপ্ত উপহারের মধ্যে যে মন দেখা যায়, তাহা পঞ্চভূত সৃষ্টির পূর্ব্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অতএব উহাও অপঞ্চভৌতিক। কপিলের সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতির বিকৃতির বিকৃতি অহঙ্কার জাত মন। এজন্য বলিতে হয়, কোন্ দর্পণের বর্ণিত সৃষ্টি সত্য ?

একটী আখ্যান মনে পড়িল। তাহা এই :—কলিকাতা হইতে রেলে বিশ মাইল যাওয়ার পর ষ্টেসনে নামিয়া সাইকেলে তিন মাইল অল্প আয়তন কাঁচা রাস্তায় চলিয়া দেড় মাইল ধানের ক্ষেতের আইল দিয়া সাইকেল হস্তে গমন করিলে কয়েকখানি গ্রাম পাওয়া যায়। সেই সব গণ্ডগ্রামের একখানি গ্রামে Communistগণের প্রভাবে বৃদ্ধ-যুবক-বালক-বালিকা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। তখন হইতে কংগ্রেস পার্টীর এক ভদ্রলোক কলিকাতা কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের নিকট পত্র লিখিলেন, যদি এই সময় কয়েকজন বক্তা পাঠাইয়া কংগ্রেসের মতবাদ স্থাপন না করেন, তবে এই সব গ্রাম হইতে electionএ একটী ভোটও পাইবেন না। প্রেসিডেণ্ট পত্র পাইয়া ছয় জন বক্তাকে সাইকেলসহ পাঠাইয়া দিলেন এবং উপদেশ দিলেন, আপনারা ৮টার ট্রেন ধরিলে ১০টায় ঐ গ্রামে পৌঁছিবেন। দুপুরের আহার ঐখানে করিয়া ১২—৪টা পর্য্যন্ত সভা করিবেন। পশ্চাৎ সূর্য্য কিরণ থাকিতে থাকিতে stationএ আসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫টার ট্রেন ধরিবেন। যদি ৫টায় না আসিতে পারেন, তবে ৮টার ট্রেনে চাপিয়া রাত্রি ৯৷৷০টায় কলিকাতা পৌঁছিবেন। ইহা বিশেষ কষ্টপ্রদ হইবে না। সেই গ্রামের ভদ্রলোকটীকে তারিখ নির্দ্দেশপূর্ব্বক ছয় জনের আহার্য্য তৈয়ার রাখিতে লিখিলেন ও গ্রাম চতুষ্টয়ে ১২—৪টা পর্য্যন্ত চারিটী সভা হইবে। গ্রামের লোক সাধারণতঃ ১২টায় স্নান করিয়া ১টায় ভোজন করে। সভার বিজ্ঞাপন প্রচারে কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। জনগণ ১-৩০ মিনিট সময় সভাস্থলে উপস্থিত হয়। এই জন্য বক্তাগণকে ৫টা পর্য্যন্ত সভায় উপদেশ দিতে হইল। ৫টার পর দ্রুত গতিতে সূর্য্যালোক থাকিতে থাকিতে ধানের আইল পার হইলেও লোকাল বোর্ডের রাস্তায় যখন সাইকেলে চলেন, তখন অন্ধকার হইয়া গেল। রাস্তা প্রশস্ত না হওয়ায় একজনের পশ্চাৎ আর একজন করিয়া আসিতেছিলেন। কতদূর আসিয়া প্রথম লোকটী বলিলেন, সাপ! সাপ! থাম। থাম! দ্বিতীয় ব্যক্তি সাইকেল হইতে নামিয়া দেখিলেন এবং বলিলেন, সাপ নহে, কোন রাখালের ছিন্ন দড়িখণ্ড পতিত আছে। তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া দেখিয়া বলিলেন—নাহে সাপও নহে, রজ্জুও নহে, আজ সভায় ফুলের মালার ছড়াছড়ি ছিল। কোন অগ্রগামী ব্যক্তি ছিন্ন মালাটী এখানে ফেলিয়া গিয়াছে। হস্ত প্রদান করিলেন না, কি জানি যদি সাপে কাটে। চতুর্থ জন আসিয়া দেখিয়া বলিলেন—নাহে তা নয়, তা নয়, একটী পুরাতন পাতা খসিয়া পড়া লতাখণ্ড পড়িয়া আছে। পঞ্চম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া বলিলেন—ওহে, ওটা কিছুই নয়। নিকটে পুকুর দেখা যায়, কোন ব্যক্তি জল নিতে জলধারা পড়িয়াছে। ষষ্ঠ জন আসিয়া বলিলেন—না হে না, বালু দিয়া ছেলেরা খেলা করিতেছিল, কোঠা করিয়া গিয়া বালুর একটা রেখা পড়িয়াছে। তাহাই সর্পবৎ দেখা যাইতেছে। এই সময় এক ব্যক্তি হারিকেন হাতে আসিয়া উপস্থিত। হারিকেনের আলোতে দেখা গেল সূর্য্যের তাপে কাঁচা রাস্তা ফাটিয়া গিয়াছে, সেই ফাটলের দাগ। এইরূপ অজ্ঞান অন্ধকারে সৃষ্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন দর্শনকারগণ বিভিন্ন মত প্রচার করিয়া থাকেন। কেননা, সৃষ্টি আদৌ ঘটে নাই, ঘটিতে পারে না, কভু ঘটিবে না। তার তত্ত্ব কে বলিবে ?

এজন্য গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—৭।২৫

"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥"

যেমন—কলু বলদের চক্ষে কাঠের ঠুলি বাঁধিয়া দিলে তাহার চক্ষে জগৎ না ভাসায় সে ঘানির চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে; তেমনি সৃষ্টিচিন্তকের দিক্‌শক্তি যোগমায়া দ্বারা আবৃত থাকায় কি দেব, কি যক্ষ, কি নর সকলেরই নিকট জ্যোতির্ম্ময়ের জ্যোতি প্রবেশ করে না। অন্ধকারে নানা পথে বিচরণ করে। মূঢ় লোকেরা আমার স্বরূপ জানিতে পারে না যে, আমি (ব্রহ্ম) অজ ও অব্যয়। অজ অর্থ যাহার জন্ম নাই অর্থাৎ কার্য্য নহেন। "অজ" অন্য অর্থে যাহা হইতে কিছু জন্মায় না অর্থাৎ কারণ নহেন। কার্য্য ও কারণ হইতে বিলক্ষণ, অকর্ত্তা। অব্যয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থ যাহার ক্ষয় নাই। খণ্ড টুকরা হয় না। যেমন গীতায় বলিয়াছেন—"নৈশং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি। অচ্ছেদ্যোঽয়ম্‌···।" দ্বিতীয় চিন্তা করিলে দ্বিতীয় কর্ত্তন কৌশল মিস্ত্রি বা সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাদি না থাকায় টুকরা কে করিবে? সুতরাং খণ্ড করা অসম্ভব ব্যাপার। অক্লেদ্য, অশোষ্য হওয়ায় তাহার বিকৃতি সম্ভবে না; সুতরাং বিপরিণামবাদ ও অবচ্ছেদবাদ খণ্ডিত হইতেছে। দ্বৈত স্বীকার করিলেও অস্ত্র দ্বারা যাহা ছিন্নযোগ্য নহে, চির অচ্ছেদ্য। তাহার টুকরা হইতে পারে না। ইহা অব্যয় শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

মায়া শব্দ হইতে মা ও আয়া কেহ কেহ পাঠ গ্রহণ করেন। মায়া আসে নাই বা জন্মায় নাই। সে কি করিয়া পুরুষকে বন্ধন করিবে? বদ্ধ পুরুষদ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ ঘটাইবে। এই সব অসম্ভব ব্যাপার; সুতরাং মায়াবাদ খণ্ডিত।

প্রতিবিম্বপাত করাইতে হইলে সাবয়ব মসৃণ একটী পদার্থ চাই। সেই মসৃণ পদার্থের সন্নিকটে আর একটী পদার্থ চাই। যাহার প্রতিবিম্ব মসৃণ পদার্থটী ধারণ করিবে। যেমন জলাশয়ের তীরে বৃক্ষ। ঐ প্রতিবিম্বের দ্রষ্টা তৃতীয় একটী চাই এবং প্রতিবিম্বটী চতুর্থ। দ্রষ্টা চেতন, প্রতিবিম্বের আধার মসৃণ পদার্থ অচেতন এবং যাহার প্রতিবিম্ব তিনি চেতন অচেতন। অচেতন সাবয়ব বা নিরবয়ব হইতে পারেন। নিরবয়বের প্রতিবিম্বপাত হয়; কিন্তু নিরবয়বের কোন প্রতিবিম্বপাত হয় না। নিরবয়ব আকাশের প্রতিবিম্বপাত হয়; কিন্তু নিরবয়ব আকাশে কাহারও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিবিম্বপাত হয় না। নিরবয়বে কেবল প্রতিবিম্ব ধারণ করেন না এমন নহে। কাহাকেও ধারণ করেন না। যেমন আকাশে বায়ু, পক্ষী, এরোপ্লেন, মেঘ চলাচল করে। অবয়ব না থাকায় কেহই বাধা প্রাপ্ত হয় না। গতির বাধককে ধারণ বলে। এজন্য নিরবয়ব তাহা ধারক হয় না। প্রবাদে বলে "একে নিদ্রা, দুইয়ে পাঠ, তিনে গল্প চারে হাট।" প্রতিবিম্ব ব্যাপারে নানাত্বের হাট বসিয়াছে। একত্বের কোন চিহ্ন নাই। উহা দ্বৈতের ব্যাপার। গীতা ৯।৪-৫ শ্লোকে বলে সর্ব্বব্যাপী আমাতে জগতের স্থান নাই, আমিও জগতে থাকি না। অতএব ঐ চতুর্থ শ্লোকে "মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ" বাক্যটী রহিয়াছে। এইটী অল্পমতিগণের জন্য উক্তি। যেমন ঈশা উপনিষদের চতুর্থ মন্ত্রে পুরুষ অনেজদেকং বলিয়াছেন। পঞ্চম মন্ত্রে দেখি তদেজতি তৎপরই লেখা তৎ নৈজতি। বস্তুতস্ত পুরুষ অচল হইলেও অল্পমতি তাহাকে কর্ত্তা ভোক্তারূপে সচল দেখেন। সেই জন্য শ্রুতি পুনরুক্তি করিলেন তন্নৈজতি। গীতাতেও মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি বাক্যটী অল্পমতির ধারণা। অমনি পঞ্চম মন্ত্রে ন চ মৎস্থানি ভূতানি। ইহার তাৎপর্য্য আমি সর্ব্বব্যাপী হইলেও অল্পমতি যে জগৎ দর্শন করেন, তাহা আমি ধারণ করি না। জগতেও আমি থাকি না। দুই যোগমায়া জন্য বিভ্রম মাত্র। ধারণ অর্থ কাহারও গতিরোধ করা, যেমন—সূর্য্য হইতে একটী গ্রহ বিস্ফুলিঙ্গবৎ বাহির হইয়া সরল পথে চলিতে থাকে। তখন সূর্য্য তাহার সরল গতি রুদ্ধ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাকে বক্রপথে পরিচালিত করেন। সূর্য্য এজন্য গ্রহগণের ধারক। কোন গ্রহই সূর্য্যের ধারক নহে। ধৃঙ্ ধাতু অর্থ— ধারণপোষণয়োঃ। পঞ্চম শ্লোকে শেষ পংক্তিতে "ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥" এই বাক্যে ভূতভৃৎ অর্থ ভূতের পোষণ। সূর্য্য গ্রহ না হইলেও সূর্য্য কিরণ ও মেঘের বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে পোষণ করেন। এজন্য সূর্য্য ভূতভৃৎ বটেন। ন চ ভূতস্থো কোন গ্রহে অবস্থান করেন না। কিন্তু তিনি ভূতভাবন অর্থাৎ গ্রহগণের উৎপাদক। এইরূপ জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মার বিষয় জানিতে হইবে। এই ধরণের কথাটী আমাদের নিকটস্থ পদার্থ মধ্যেও দেখিতে পাই। যেমন গোদুগ্ধ বাঁট হইতে সবেগে নিম্নদিকে চলিয়াছে। তখন নীচে একটী পাত্র ধরিলে গোদুগ্ধ সেই পাত্রে পতিত হয়। তাহার গতিরুদ্ধ হয়। এই রোধক পাত্রটীকে দুধের ধারণকারী ধারক বলে। দুধকে পাত্রের ধারক বলে না। কেননা, দুধসহ পাত্রটী সঞ্চালিত করিলে সেই সঞ্চালন দুগ্ধ রুদ্ধ করে না। গতিরুদ্ধ করাকে ধারণ বলে। ঐ দুগ্ধ তার প্রতি অণুতে অণুতে মাখনকে ধারণ করে। মাখন দুগ্ধের তরলত্বাদিতে ধারণ করে না। শ্বেতবর্ণ তরলত্ব মাখনকে ধারণ করে। দুগ্ধ মন্থন করিলে মাখন উপরে ভাসে। শ্বেতবর্ণ ঘোল নিম্নে থাকিয়া তাহাকে ধারণ করে। মাখন ঘোল নহে, ঘোল মাখন নহে। ঘোল মাখন নহে, পাত্র দুগ্ধ নহে। দুগ্ধ পাত্র নহে, তেমনি পুরুষ জগৎ নহে। জগৎ পুরুষ নহে। যখন দিয়াশলাই উৎপন্ন হয় নাই, তখন এ দেশে গৃহে গৃহে ক্ষুদ্রাবয়ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চকমকি পাথর ও একখানি পাতলা লৌহদণ্ড রাখা হইত। অগ্নির প্রয়োজন হইলে ঐ চকমকি পাথরকে বামহাতের মুষ্টির মধ্যে রাখিয়া তন্নিম্নে একটী মোটা শোলা ধারণ করতঃ দক্ষিণ হস্তে লৌহদণ্ড দ্বারা পাথরে আঘাত করিলে একটী বহ্নিকণা নির্গত হইয়া শোলাতে পতিত হইয়া শোলাকে দহন করিত। সেই অগ্নিদ্বারা বৃহদায়তন অগ্নিদাহ্য বস্তু সংযোগে উৎপন্ন করিতেন। এই শোলা অগ্নির ধারক, অগ্নি শোলার দাহক। অগ্নি শোলা নহে, শোলা অগ্নি নহে। এই চকমকি প্রস্তরখণ্ড, ইহার যে কোন স্থানে আঘাত করিলে বহ্নিকণা পাওয়া যায়। অথচ প্রস্তরটী ঠাণ্ডা, গরম নহে। এখানে প্রস্তরখণ্ড অগ্নি ধারণ করে। কেননা, প্রস্তরখণ্ড অগ্নির গতি রুদ্ধ করিয়া রাখে। অগ্নি সেই প্রস্তরের ধারক নহে। কেননা, অগ্নি প্রস্তরখণ্ডের সঞ্চালন বা গতি রোধ করে না। এজন্য ধারক নহে।

নারিকেল এ বিষয়ের একটী প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তস্থল। নারিকেল কি? নারিকেলের ভিতরে একটী ফোঁপড়া থাকে। সে ফোঁপড়ার চতুর্দ্দিকে সুখাদ্য নারিকেলের আবরণ থাকে। তাহা পুনঃ মালার দ্বারা আবৃত, মালাটী ছোবড়ার দ্বারা আবৃত। ছোবড়াটী একটী পাতলা পালিশ আবরণে আবৃত। এই পঞ্চ আবরণ বা কোষমধ্যে বীজরূপ ফোঁপড়া পদার্থটী অধিষ্ঠিত অর্থাৎ এই কোষপঞ্চক ফোঁপড়ার আধার। ফোঁপড়াকে ধারণ করে। ফোঁপড়া পঞ্চকোষকে ধারণ করে না। নারিকেলকে সঞ্চালিত করিলে ফোঁপড়া তাহার গতিরুদ্ধ করে না। এজন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফোঁপড়া তাহার ধারক নহে। তেমনি জীবাত্মা আনন্দময় কোষ বা প্রকৃতি তৎবহিস্থ বিজ্ঞানময় কোষ তৎবহিস্থ মনোময় কোষ তৎবহিস্থ প্রাণময় বা বায়ুময় কোষ ও তৎবহিস্থ অন্নময় কোষ বা স্থূলদেহরূপ আসনে অধিষ্ঠিত। যেমন একখানি কাষ্ঠময় চৌকির উপর গদি, গদির উপর তোষক, তোষকের উপর বিছানার চাদর, চাদরের উপরে ভেলভেটের আসন, তদুপরি এক ব্যক্তি নিশ্চলভাবে বসিয়া আছেন। তেমনি জীবাত্মা পঞ্চকোষরূপ আসনে নিশ্চলভাবে অধিষ্ঠিত বটেন। পঞ্চকোষ জীবাত্মার ধারক নারিকেলের ফোঁপড়ার ন্যায় জীবাত্মা পঞ্চ-কোষকে ধারণ করেন না। যেহেতু পঞ্চকোষের কোনরূপ গতিশীলতা নিশ্চল জীবাত্মা রুদ্ধ করেন না। রুদ্ধকারী ধারক হয়। আমরা গীতায় দেখিতে পাই—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ও "জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥" জীব জগৎ ধারণ করেন ধারণকর্ত্তা। অচল আত্মার অংশ জন্য অচল। অচল কর্ত্তা হয় না। তবে অচল জীব কি করিয়া জগৎ ধারণ করে? অসম্ভব ব্যাপার। আমরা ও জীব এই পৃথিবীতে অবস্থান করি। পৃথিবী আমাদিগকে ধারণ করেন। আমরা পৃথিবীকে ধারণ করি না, ইহা সুনিশ্চিত। পৃথিবীটা জগতের একটা অংশ। তাহার এক অংশ যখন আমরা ধারণ করি না, তখন সর্ব্বাংশ ধারণ করি না। মানুষ বায়ুমণ্ডলের বোঝা ধারণ করে এইরূপ বিজ্ঞানবিদ্ বলেন। সূর্য্যচন্দ্রাদির বোঝা বিরাট্ পুরুষ ধারণ করেন। মানবদেহে কোন ভারবস্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহন করিতে হইলে স্কন্ধে বাঁক বহন করিয়া তাহার দুই ধারে রশির দ্বারা ভারবস্তু বাঁধিয়া দেয়। ঐ ভারবস্তুর বোঝা বাঁক ধারণ করে। অতিরিক্ত বোঝা বাঁধিলে বাঁকটী ভাঙ্গিয়া যায়। বাঁকটী নরস্কন্ধ বহন করে বটে। কেহ কেহ চাউলের বস্তা মস্তকে করিয়া নিয়া যায়। পাহাড়ীগণ পাঁচ মণ প্রস্তরখণ্ড পৃষ্ঠদেশে বহন করিয়া থাকে। দুই হাতে আধ মণ দুইটী থলিয়া বহন করিতে সক্ষম হয়। এতদতিরিক্ত ভার হইলে কেহ তাহা বহন করিতে পারে না। এহেন ক্ষুদ্র ভার বাহন ধারণশক্তি মানবের নাই। সে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিরূপে ধারণ করিবে। তখন বিচারশীল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিগণ বলেন, এই যে ধারণ সম্বন্ধে গীতায় বলে তাহা আরোপিত মাত্র। আবরক জলের নাচুনি আবৃত চন্দ্র প্রতিবিম্বে আরোপ করিয়া চাঁদের নাচুনি দেখিয়া থাকে। গীতায় বলে—"নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ।" এই বাক্য হইতে দৃশ্যপ্রপঞ্চ আরোপ মাত্র, তাহা জানা যায়। ভাগবতপুরাণের ১ম শ্লোকে "সদা নিরস্ত-কুহকং সত্যং পরং ধীমহি" বাক্যটী আছে। মায়ার কুহকে সেই সত্য আবৃত বলিয়া বোধ হয়। এই যে ভ্রান্তি তৎসম্বন্ধে গীতায় ১৩।৩০ শ্লোকে বলে—"প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ। যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥" জলাবৃত চন্দ্রের প্রতিবিম্বের ন্যায় পঞ্চকোষাবৃত জীবাত্মা অচল অকর্ত্তা হইলেও আবরক মন বুদ্ধির ক্রিয়াশীলতা তাহাতে আরোপিত হয়। প্রকৃতি সকল কর্ম্ম করেন; সুতরাং প্রকৃতিই কর্ত্তা হউক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু এই ১৩।৩০ শ্লোকের ১০টী শ্লোক পূর্ব্বে ভগবান্ সাংখ্যমতে কার্য্যকারণকর্তৃত্বে "হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে" এই বাক্যটী উল্লেখ করিয়া অচেতনের কর্তৃত্ব নাই, হেতুবাদে তাহা খণ্ডন করিয়াছেন। এমন প্রকৃতিকে কর্ত্তা বলা বক্তার উদ্দেশ্য নহে। অকর্ত্তা প্রকৃতি অকর্ত্তা পুরুষ এজন্য সৃষ্টিরূপ কর্ম্ম কর্ত্তাহীন হইতেছে। কর্ত্তাহীন কর্ম্ম হয় না। বিবর্ত্তে দর্শন মাত্র।

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭

অন্বয়—ইয়ং বিসৃষ্টিঃ যতঃ আবভূব। যদি বা দধে যদি বা ন। যং অস্য অধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সঃ অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭

অনুবাদ—এই বিসৃষ্টি যাঁহা হইতে আসিয়াছে, তিনি কি ইহাকে ধারণ করেন? না করেন না? হে অঙ্গ! হে বৎস! পরমব্যোমস্থিত পুরুষ যাহাকে অধ্যক্ষ বলে তিনি কি জানেন? না তিনিও জানেন না? ॥ ৭

বিচার—আমরা মার্কণ্ডেয়চণ্ডীর ১ম চরিত্র পাঠে অবগত হই পূর্ব্বকল্প অন্তে পুরুষবিধ পুরুষ যোগনিদ্রাগত হন। সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। নূতন কল্পের সৃষ্টিকার্য্য তৎক্ষণাৎ আরম্ভ হয়। আমরা ঐতরেয় উপনিষদে দেখি, পুরুষবিধ পুরুষ সৃজনের আরম্ভে প্রথম লোক সৃষ্টি করিয়া তৎপর দেবতা সৃষ্টি ঘটে। লোক সৃষ্টির জন্য উপাদান করণ-কারণাদি তৎপূর্ব্বে সৃষ্টি হইয়াছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সকল সৃষ্টিকার্য্য যোগনিদ্রাগত পুরুষের অজ্ঞাতেই হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, চণ্ডীতে স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছে মায়ামল দ্বারা অসুর দেহ, দেবতা ব্রহ্মার দেহ সৃষ্ট হয় এবং তাহাতে চিদংশ অনুপ্রবিষ্ট হয়। চিদংশ অনুপ্রবিষ্ট দৈত্যদ্বয় অহিনকুলের শত্রুতাবৎ দেবাসুরগণের শত্রুতা সংসার বশে প্রাণযুক্ত ব্রহ্মাকে মারিতে উদ্যত হয়। ব্রহ্মা স্বীয় প্রাণ রক্ষার্থে মহামায়ার স্তব করতঃ প্রার্থনা করেন—হে দেবি, তুমি প্রভুর হৃদি ও নেত্র হইতে বহির্গত হইয়া বাহিরে দাঁড়াও। দেবী স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া যোগনিদ্রাগত প্রভুর নেত্র হৃদি ত্যাগে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান। তখন প্রভুর নিদ্রাভঙ্গে দুর্ব্বলের পক্ষাশ্রয় করিয়া ৫০০০ বৎসর যুদ্ধের পর তাহাদের বধ করিয়া মধুসূদন ও কৈটভারি উপাধিযোগে ভূষিত হন। এই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গে উত্থান পর্য্যন্ত নূতন কল্পের আরম্ভ কাল পর্য্যন্ত যে সব সৃষ্টি ঘটিয়াছে, তাহা প্রভুর অজ্ঞাতে সন্দেহ নাই।

যত আবভূব বাক্যটী সৃষ্টিচিন্তকের বাক্যটী বিচারের জন্য উদ্ধৃত হইয়াছে। যাহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলে, তিনি কি জগৎ ধারণ করেন? এই প্রশ্ন। ইহার কারণ এই—সাধারণ লোক বিশ্বাস করে, এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া কুম্ভকারের ন্যায় বাহিরে স্থাপন করিয়াছে। অন্যে মনে করে যে, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী। যেমন লোকে মাল্য সৃজন করিয়া আপনার গলে ধারণ করে। তেমনি জগৎটী তিনি স্বীয় কলেবরে ধারণ করেন। যেমন মাতা শিশুপুত্রকে স্বীয় অঙ্গে ধারণ করেন। তিনি তাঁহার ক্রোড়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগৎ ধারণ করেন কিনা ? শ্রুতিতে উর্ণনাভ কর্তৃক জাল সৃষ্টির ন্যায় সৃষ্টি বলেন। উর্ণনাভ আপনা হইতে উপাদান দিয়া আপনি নিমিত্ত কারণ হইয়া বাহিরে জাল স্থাপন করে। ধারণ করা সম্বন্ধে পূর্ব্ব মন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে গতিরুদ্ধকারীকে ধারক বলে। এই সৌরজগৎ অবিরত গতিশীল। এই গতির রোধকারী কাহাকেও দেখা যায় না। যদি কেহ রোধকারী থাকিত, তবে সে ধারক হইত। বঙ্গের কবি ৺মধুসূদন দত্ত তাঁহার 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে' নায়িকার মুখে বলিয়াছেন, 'মেঘাবৃত হলে কহলো সজনি পরে কি রজনী তারারি মালা।' এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি আছে তাহা মায়াসূত্রে গাঁথিয়া রাত্রিদেবী গলে ধারণ করেন। তেমনি রাত্রিদেবীর ন্যায় সৃষ্টিকর্ত্তা জগৎ ধারণ করেন কিনা ? গোপাল তাপনীয় উপনিষদ বলে—"কণ্ঠস্থ নির্গুণং প্রোক্তং মাল্যতে অজয়া মায়য়া।" ইহাকে অবলম্বনে ভাগবত-পুরাণ ১২।১১।১১ শ্লোকে—"স্বমায়াং বনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীং দধৎ।" এই বিষ্ণুকে বনমালী বলে বনমালা ধারণ জন্য। মাল্য সূত্রাত্মিকা। বিনা সূত্রে কোন রত্ন-পুষ্পাদি গ্রথিত হয় না। এই যে বনমালা তাহা একগাছি সূত্র মাত্র নহে। তাহাতে কোন মণি-মুক্তাদি নিশ্চয়ই গ্রথিত আছে। তাহা লক্ষ্য করিয়া পরে 'কি রজনী তারারি হার' বাক্যটী রহিয়াছে। সৃষ্টিচিন্তকের মধ্যে কেহ কেহ নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার পুরুষকে শববৎ স্থাপন করতঃ তাহার সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া কালিকা-মূর্ত্তি কল্পনা করেন। কালিকাদেবী সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকারিণী গলে মুণ্ডমালাধারিণী। এই গোল গোল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুণ্ড গোল গোল চন্দ্র-সূর্য্য-তারকাদি মুণ্ডরূপে স্থির তারার হার অর্থাৎ বিষ্ণুগলের বনমালা ধারণে চেতনকর্ত্তা বলিয়া লক্ষিত হন। মতান্তরে প্রকৃতিকেই কর্ত্তা বলা হইল। এই বিষ্ণুগলের মালা কেহ কেহ ঋগ্বেদের ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে অসতের দ্বারা সতের বন্ধন মনে করেন। অসৎ মায়া বিষম বৈষম্যময়ী মাল্যরূপে বিশ্বজগৎ-ধারিণী এই বিশ্বজগৎরূপ মাল্য সৃজনে তখনই অধিকার হয়, যখন চেতন সহ সংস্পৃষ্ট হন। কোন সৃষ্টচিন্তক চেতনের গলে মাল্য সাজাইয়া দিয়া মায়াকে সৃষ্টিকার্য্যের অধিকারিণী করিয়াছেন। অন্য কেহ বলেন—

"হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ
হরিতো জগতো ন হি ভিন্নতনুঃ।"

পূর্ব্ব মন্ত্রের ব্যাখ্যায় জগতের সৃষ্টি ঘটে নাই, ঘটিতে পারে না, ঘটিবে না। ইহা যুক্তিদ্বারা দেখান হইয়াছে। 'যদি বা ন' বাক্যটী পশ্চাতে থাকায় শ্রুতি ইঙ্গিত করিতেছেন ধারণ করেন না ইহা সত্য। এই মন্ত্রের শেষাংশে "স অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ" বাক্যটী বিতর্কে উক্ত হইয়াছে। পুরুষ নিষ্কল নিরিন্দ্রিয় মন-প্রাণবিহীন। নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার। দ্বিতীয় না থাকায় তাঁহার কেহ জ্ঞেয় নাই। জ্ঞেয় অভাবে তিনি জ্ঞাতা হইতে পারেন না। কি জানিবেন? সুতরাং ন বেদ ইহাই সিদ্ধান্ত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ৩।১৯ মন্ত্রে বলে—"স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা"। কোন বস্তু জ্ঞাত হইবার জন্য মন-প্রাণ-বাক্ এবং দ্রষ্টব্য পদার্থ থাকা প্রয়োজন হয়। তাহা সর্ব্বব্যাপীতে নাই। ব্যবহারিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্তাতে স্থিতিশীল ব্যক্তিগণের জন্য তাৎকালিক সৃষ্টি স্বীকার করিতে হয় এবং তাহা যথাসম্ভব যুক্তিযুক্ত দর্শাইতে হয়। নতুবা সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। এজন্য বর্ত্তমান যুগেও Dr. Einstein নেবুলা Theory গ্রহণে সূর্য্যরশ্মিকে ১৩ প্রকার কিরণের সংঘাতে জাত বলিয়া বিজ্ঞান যন্ত্রদ্বারা সত্য বলিয়া স্থাপন করিলে ঐ ১৩ প্রকারের কিরণের ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতে X-Roy Infra-Roy প্রভৃতি ডাক্তারগণ অহরহ ব্যবহার করিতেছেন। এই সব Roy নর চক্ষুর অগোচর বলিয়াছেন। ইহা প্রকৃতির বিশেষণ মাত্র এবং এই প্রকৃতির বিশ্লেষণ করিতে গিয়া Gravitation field ও Electric-Magnetic field দ্বয়ের একতা সাধন করিয়াছেন। বিভক্তে অবিভক্তের দর্শন জন্য বেদেও পরিচেষ্টা দৃষ্ট হয়।

ঋগ্বেদের ১০।১১০।৯ মন্ত্রে সূর্য্য হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। ঋগ্বেদের ৯।৮২।৪ মন্ত্রে পৃথিবী হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি বলা হইয়াছে। ১০।১৪৯।১-২ সূর্য্য মাধ্যাকর্ষণ (gravitation field) দ্বারা পৃথিব্যাদি গ্রহগণের প্রচ্যুতি নিবারণ করেন বর্ণিত আছে। ঋগ্বেদের ১০।১৯০ সূক্তে সংক্ষেপে কাল হইতে সূর্য্যচন্দ্রাদি, ভূ', ভুবঃ, স্বঃ লোকাদি সৃষ্টি বলিয়াছেন। ইহাতে স্বঃ লোকের মধ্যে সোমলোক, বিদ্যুল্লোক, প্রজাপতিলোক, ইন্দ্রলোক, বৃহস্পতিলোক পরে সর্ব্বোচ্চে পরম ব্যোমে ব্রহ্মলোক বিবৃত আছে। মতান্তরে পুরাণে চতুর্দ্দশ ভুবন বলে। এই সকল বিষয় বৃ ৪।৩ ও ৬।২।১৫, ছান্দোগ্য ৪।১৫, ৫।১০ এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৈত্তিরীয় উপনিষদে ২।৮।৪ বর্ণিত আছে। বৃহস্পতিলোকের পর ব্রহ্মলোক থাকা উক্ত হয়। বৃহস্পতিলোক অর্থ বৃহস্পতি গ্রহ যেমন পৃথিবী ভূঃ বা মরলোক (নরলোক) তেমনি অন্তরিক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও সূর্য্যাদি লোক একই কথা জানা যায়। সুতরাং ঋগ্বেদের ১০।১৯৭ সূক্তের যাহা কাল হইতে সূর্য্যাদি উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারই বিশদ বর্ণনা উপরোক্ত উপনিষদ্ সকলে বিবৃত হইয়াছে। ঋগ্বেদের শাকলশাখা ব্যতীত অন্য ১৩ শাখীয় গ্রন্থ লুপ্ত হওয়ায় যাহা শাকল্যে বর্ণিত তাহাই মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাই আমাদের অবলম্বনীয়।

ঐতরেয় উপনিষদে পুরুষবিধ পুরুষ "লোকান্ উৎসৃজামি" সংকল্প করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবন স্থলে চারিটী ভুবন বলিয়াছেন এবং অন্তর্লোক শব্দটীর দ্বারা স্বঃ হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত লোকসকলকে গ্রহণ করিয়াছেন। লোকসকল, গ্রহসকল, উপগ্রহসকল ও সূর্য্যসকল এই চারিটী লোকের অন্তর্ভুক্ত। যেমন ধ্রুবলোক ধ্রুবনক্ষত্রকে বুঝায়। তেমনি বৃহস্পতি গ্রহকে বৃহস্পতিলোক বলে। যাঁহারা বলেন Space-এর কোন প্রয়োজন নাই, অথচ Nabula থাকা স্বীকার করেন। এই Nabula কি Space নহে? Nabula স্থিতি স্থান কি Space নহে? Nabula হইতে সূর্য্য বহির্গত হয় বলেন। সেই সূর্য্য নিজে Space কোন Space অবলম্বনে থাকে কি না? Space রূপ অবলম্বন বা আধার ব্যতীত কোন পদার্থ থাকিতে পারে না। সুতরাং Newton Space স্বীকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করায় তাহা দোষাবহ নহে। এজন্য শ্রুতিতে পুরুষবিধ পুরুষ প্রথম লোক বা Space সৃষ্টি করিয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃতি থাকা স্বীকার করেন, সেই প্রকৃতি দৃশ্য হউক বা অদৃশ্যই হউক, আকাশ-বাতাসের মত কোন স্থান অবলম্বনে স্থিতিশীল হইলেন সন্দেহ নাই। যদি স্থিতির স্থান না থাকে, তবে কোন স্থান থাকিতে পারে না। দেখা যায়, পক্ষিগণ উদরে ডিম্বের সৃষ্টি হইলে তাহার রক্ষার জন্য কুট টানিয়া নিলয় নির্ম্মাণ করে এবং তাহাতে ডিম্ব স্থাপন করে। তেমনি নেবুলা নিলয়ে সূর্য্যডিম্ব স্থান পায়। গ্রহডিম্ব সূর্য্যডিম্ব নিজ স্থান ত্যাগ করিয়া বাহিরে যায়। কেহ কেহ উপগ্রহডিম্ব প্রসব করে। সকলেরই আধার চাই। আধারকেই Space বলে। সম্ভবতঃ সংস্কৃত "নিবাল" শব্দ Latin ভাষায় নেবুলা শব্দে পরিণত হইয়াছে। "নিবাল" অর্থ নিঃ নাস্তি বালং যস্য। বাল শব্দ কেশ ও বালককে বুঝায়। কেশ অর্থ গ্রহণে নেবুলা অর্থ যাহাতে কেশাদির ন্যায় কোন উপাধি নাই এবং বালক অর্থ গ্রহণে নেবুলাতে সূর্য্যরূপ বাল এখনও আসে নাই অর্থাৎ নেবুলার First Stage।

তৎপর হিরণ্যগর্ভ চৈতন্য ইনি যেন মায়ায় গর্ভে শায়িত হইয়া হস্তপদাদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া পুরুষবিধ রূপে কার্য্যব্রহ্ম নামে প্রকট হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদান্তসূত্র

প্রথম ৫টী সূত্রের আলোচনা

ভগবান্ ব্যাসের সূত্র-গ্রন্থস্থ প্রথম পাঁচটি সূত্রের আলোচনা। বেদ জ্ঞানরাশি। তাহাতে বেদান্ত-পুরুষ হইতে সিসৃক্ষু পুরুষের কার্য্য পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই পুরুষের একপাদ মায়া আবরণে বিশ্বভুবনরূপে প্রকাশ পায়। পাদ অর্থ চরণ নহে। চারিভাগের এক ভাগ বুঝা যায়। যেমন ঋগ্বেদে ১০।৯০ সূক্তে যাহাকে পুরুষসূক্ত বলে তাহাতে দেখিতে পাই "পাদোঽস্য বিশ্ব ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" ত্রিপাদ অমৃতস্বরূপ হওয়ায় যে পাদে বিশ্বভুবন দৃশ্য হয়, সেই পাদস্থ বিশ্বভুবন মৃত বা মৃত্যুর দ্বারা যেন আক্রান্ত অর্থাৎ বিনাশশীল। এই যে মৃত্যু অমৃত্যু লক্ষ্য করিয়া বৃহদারণ্যকে বলিয়াছেন—"অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়"। এবং উক্ত মন্ত্রের পরবর্ত্তী শ্রুতি বলিয়াছেন এই অসৎ, তম, মৃত্যু একই পদার্থকে বুঝায় এবং সদ জ্যোতি অমৃত একই বস্তুকে লক্ষ্য করে। এই যে মন্ত্রের ব্যাখ্যান বেদে দৃষ্ট হয়, তাহাকে ব্রাহ্মণাংশ বলে। যেহেতু এইরূপ ব্যাখ্যান বেদোক্ত কর্ম্মাদি বিনাশশীল অসৎ এবং যিনি সৎ জ্যোতির্ম্ময় অবিনাশী এই চিন্তাধারা আসিয়া কোন্‌টী অবলম্বনীয়, তাহা বিচারের বিষয় হইয়া পড়ে।

জীবনের লক্ষ্য কি? মানব জন্ম গ্রহণ করিয়াই চতুর্দ্দিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মই কর্ম্ম বিস্তৃত দেখে, সেই জন্যই অমৃতস্বরূপ চিন্তন মানবজীবনের লক্ষ্য অথবা কর্ম্মই মানবজীবনের লক্ষ্য ইহাতে সন্দেহ উপস্থিত করে। সেই সন্দেহের বিচারের ফলে অনেকে কর্ম্মময় সংসার ত্যাগে অরণ্যে গমন করতঃ অমৃতের চিন্তায় বিভোর এবং এই অরণ্যবাসীর উপযোগী বেদাংশকে বা আরণ্যক বলিয়াছেন, দেখা যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ শতপথব্রাহ্মণের অন্তর্গত। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। ঐতরেয় উপনিষদ্ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। কেনোপনিষদ্ সামবেদীয় তলবাকার ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। এবং শ্রুতিতে অরণ্যবাসী ব্রহ্মচিন্তকের প্রশংসা বাক্য দৃষ্ট হয়। "তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্য্যাং চরন্তঃ।" মু ১।২।১১ তাহা ভিক্ষুবেশে ব্রহ্মচিন্তন করিতেন। তাঁহাদের চিত্তে বাদানুবাদের সুদীর্ঘ বাক্যাবলী পাঠে অযথা সময় নষ্ট হয়, এজন্য উপনিষদ্ যুগের পরবর্ত্তী কালে সূত্রাকারে গ্রন্থ লেখার প্রথা ছিল। এজন্য কপিলের সাংখ্যসূত্র, অক্ষপাদ গৌতমের ন্যায়সূত্র, কণাদের বৈশেষিক সূত্র, জৈমিনির ধর্ম্মসূত্র বা পূর্ব্বমীমাংসা, পতঞ্জলির যোগসূত্র, পাণিনির ব্যাকরণসূত্র; এতদ্ব্যতীত গৃহ্যসূত্র, শ্রৌত্রসূত্রাদি বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এজন্য ঐ যুগকে সূত্রযুগ বলে। ভিক্ষুকগণের জন্য পরাশরতনয় জাতুকর্ণশিষ্য যে সূত্র পুস্তক রচনা করেন, তাহার নাম ভিক্ষুসূত্র। এই ভিক্ষুসূত্রকে ব্রহ্মসূত্র, শারীরকসূত্র, বেদান্তসূত্র, উত্তরমীমাংসা সূত্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই সূত্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বৈতমতাবলম্বী "নানাপথজুষাম্" শাস্ত্র সকলের দূষণ করিয়া ব্রহ্মা ও জীবের একতা, বস্তু অদ্বিতীয়, ইহা নিশ্চয়রূপে প্রস্তুত হইয়াছে। এই ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রটী এই—

১। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা

"অথ" শব্দ কেহ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণসূচক বলেন। কেহ অনন্তর অর্থে গ্রহণ করেন। যেমন ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য্য রামানুজ উভয়েই অনন্তর অর্থে প্রয়োগ বলিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য রামানুজ বলেন, কর্ম্মমীমাংসা সূত্রে বলে যাহাকে জৈমিনি পূর্ব্ব-মীমাংসা বলে তাহার পাঠের পর এই গ্রন্থ পাঠ করিবে। ইহাতে অধিকারী নির্ণয় লইয়া মতভেদ ঘটিয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সাধনচতুষ্টয় ব্যক্তিকে অধিকারী নির্ণয় করিয়াছেন। অন্য কেহ বলেন যে, অন্য পাঁচটী দর্শন, এমন কি বৌদ্ধাদি দর্শনে মতবাদ এই সূত্রে খণ্ডিত হইয়াছে। সেই জন্য এই সমস্ত দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের পর ব্রহ্মসূত্র পাঠের অধিকারী হয়, নতুবা ঐ সকল শাস্ত্রের কোন্ অংশ কোন্ সূত্রে আলোচিত, তাহা অবধারণ করা দুরূহ।

পূর্ব্বকালে কোন গ্রন্থ লিখিত হইলে অনুবন্ধ চতুষ্টয় প্রথম শ্লোকে লিখিবার প্রথা ছিল। অনুবন্ধ চতুষ্টয়—বিষয়, সম্বন্ধ, অধিকারী ও প্রয়োজন। পুস্তকে কি বিষয় লেখা হইবে, তাহার সহিত বেদশাস্ত্রের কি সম্বন্ধ হইবে। কেননা, অবৈদিক শাস্ত্র পাঠে সময় নষ্ট করা কেহ সঙ্গত মনে করেন না। বেদ যদি শাস্ত্রেই থাকে, তবে তৎসম্বন্ধে পুস্তক লিখিবার কি প্রয়োজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং অধিকারী কে বলিতে হইত। 'অথ' শব্দের দ্বারা অধিকারী নির্ণয় করা হইয়াছে। পরে 'অতঃ' শব্দের দ্বারা গ্রন্থের বিষয় নির্ণীত হইয়াছে। অতঃ শব্দের অর্থ অতএব তেন হেতুনা।

যেহেতু অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত আর সকলেই "জগত্যাং জগৎ" বিনাশশীল কর্ম্মাণি ফল ক্ষণভঙ্গুর। শাস্ত্রে বলে—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি"। গীতায় ৮।২৮ শ্লোকে বলে—

"বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তং সর্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥"

ইহা সংক্ষেপে মুণ্ডকোপনিষদে বলিয়াছেন, "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা" যজ্ঞ শব্দের অর্থ সৃষ্টিযজ্ঞ, স্থিতির জন্য হিংস্র-পশু-নরাদি হইতে রক্ষার জন্য যুদ্ধযজ্ঞ, প্রলয়যজ্ঞ, ধ্বংসযজ্ঞ, অগ্নি-হোত্রাদি পঞ্চ মহাযজ্ঞ নিত্য কর্ম্ম বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন। গীতায় কর্ম্মযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, ধ্যানযজ্ঞ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

বিনাশশীল কর্ম্মমাত্রই রজোগুণাত্মক ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার তেন হেতুনা তাহা ত্যাগে ব্রহ্মানন্দ ভোগই মনুষ্যজীবনের কৃতকৃত্যতা। ইহা ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে প্রাচীনতম ঋষি দধীচি তার-স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন—

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥"

ইহাতে অত শব্দের দ্বারা প্রতি সহ ও সম্বন্ধ উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম শব্দ ব্যাকরণে বলে বৃংহত্বাৎ বৃহত্বাৎ ব্রহ্ম। যিনি বৃহত্তম আর সব কিছু তাহা হইতে ক্ষুদ্রায়তন পরিচ্ছিন্ন। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেবলমাত্র একা সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপী অপরিচ্ছিন্ন। কর্ম্ম করিতে হইলে যে কর্ম্ম করিবে তার অধিষ্ঠান, উপাদান ও করণের অধিষ্ঠান চাই এবং অঙ্গ সঞ্চালনাদির জন্য বাহিরে ফাঁক জায়গা থাকা চাই। পরিচ্ছিন্নেরই বাহিরে ফাঁক জায়গা মিলে। এজন্য যিনি পরিচ্ছিন্ন তিনি কর্ম্ম করিতে পারেন। অপরিচ্ছিন্ন ফাঁক জায়গার অভাবে অচল হন। অচল জন্য নিষ্ক্রিয়, অক্ষয়, অব্যয় নিত্য। যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহা ক্ষয় ব্যয়যুক্ত হয়। যাহাকে ভাবান্তরে উৎপন্ন বিকার্য্য, সংস্কার্য্য আপ্য বলে। আপ্য বিনাশশীল জিজ্ঞাসা অজ্ঞ ব্যক্তি যাহা গুণে তাহার নাম কি, রূপ কি স্বরূপ জানিবার জন্য জ্ঞাতসার ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এখানে অল্পমতি অজ্ঞান শিষ্য জ্ঞানবান্ গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

ব্রহ্ম কি? অজ্ঞান অর্থ অজ্ঞ+অন=অজ্ঞান। যিনি অন বিষয়ে অজ্ঞ তিনি অজ্ঞান। জড় প্রকৃতির বিশ্লেষণে মহান্ পটু হইলেও অনকে না জানায় তিনি অজ্ঞান হইয়া থাকেন। জ্ঞ+অন=জ্ঞান। অনকে জানিলে তিনি জ্ঞানী হইয়া থাকেন। আত্মবান্ হন। না জানিলে তাহাকে আত্মহন বলে। কেবল না জানার জন্য জিজ্ঞাসা নহে। সংশয় ও বিপরীত ভাবনা দূর করিবার জন্যও জিজ্ঞাসা করিতে হয়। যেমন আমরা কঠোপনিষদে যম নচিকেতা সংবাদে দেখিতে পাই। যম নচিকেতাকে তিনটী বর দিবেন প্রতিজ্ঞা করেন। কারণ, দুইটী বর নির্ব্বিবাদে প্রদত্ত হয়। তৃতীয় বরে নচিকেতা বর প্রার্থনা করিতেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহহং
বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥" কঠ ১।১।২০

এখানে প্রেতে প্রেতভাবাপন্নাবস্থায় প্র+ইত প্রেত। প্রকৃষ্টরূপে গত (পরলোকে) এই যে ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করে, তৎ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন (যথা কর্ম্ম যথা শ্রুতম্) কেহ ব্রহ্মলোকে, কেহ যমলোকে, কেহ ইন্দ্রলোকে, কেহ বিষ্ণুলোকে, কেহ শিবলোকে যায়। ইহলোক হইতে পরলোকে যাইবার কালে স্থূল শরীরটী সর্পের ত্বচা (ছলং) ত্যাগের ন্যায় যাইতে হয়। মন্দ বুদ্ধি লোক ইহাকে মৃত্যু বলে। যেমন ছলং ত্যাগে সর্পের মৃত্যু হয় না। তেমন স্থূল শরীর ত্যাগে জীবের মৃত্যু হয় না। যেমন হালকা পাতলা তুলারাশি বায়ুবেগে উর্দ্ধে গমন করে, তেমনি হালকা পাতলা সূক্ষ্ম শরীর কর্ম্মকালের বেগে উৎক্রমণ করে। উর্দ্ধাদিলোকে গমন করে। কুকর্ম্মের ফলে অধোলোকে (নরকে) গমন করে। উভয়লোকে উৎক্রমণ বলে। চার্ব্বকাদি মতবাদিগণ দেহাতিরিক্তি আত্মা স্বীকার করেন না। বৌদ্ধবাদিগণ বিজ্ঞান বা বুদ্ধিকে আত্মা মনে করেন। যাঁহারা পুনর্জ্জন্মবাদ স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।" সেইজন্য তাঁহাদের মতে আত্মা উৎক্রমণ করে না। এজন্য নচিকেতার প্রশ্নে সন্দেহ নাই। কারণ, সে বেদে আস্থাশীল, অবৈদিক মতে তাহার কোন সংশয় আনিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানোদয়ে জ্ঞানাগ্নিতে সর্ব্ব কর্ম্ম ভস্মীভূত করে। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ-শরীরত্রয়রূপ উপাধি ; সুতরাং তাহার সূক্ষ্ম শরীর লয় পাওয়ার উৎক্রমণ ঘটে না। ইহা বৃহদারণ্যকে তৃতীয় অধ্যায়ে আর্ত্তভাগ-যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে বলে "যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়ত উদস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোঽত্রৈব সমবনীয়ন্তে" এইখানেই লয় পায় উৎক্রমণ করে না। যেমন অগ্নিদ্বারা অবিশুদ্ধ স্বর্ণের অবিশুদ্ধাংশ জ্বলিয়া গিয়া বিশুদ্ধাংশ অবশেষ থাকে, তেমনি অবিশুদ্ধ মায়ামলে নির্ম্মিত দেহাদি অপগমে "সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুখস্তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্" ব্রহ্ম অবশেষ থাকেন। সর্ববব্যাপীর জন্য তাহার উৎক্রমণ নাই। এই জন্য নচিকেতার প্রশ্ন "এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্তয়াঽহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥" এই প্রশ্নের উত্তরটী বিদ্যা, কোন্ বিদ্যা তদুত্তরে ব্রহ্মবিদ্যা আসে। কেননা, ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনকারী বিদ্বান্ বিদেহ মুক্ত হইলে দেহত্রয় বিনষ্ট হওয়ায় উৎক্রমণ করা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং উৎক্রমণ ব্যবহারিক সত্তায় স্থিত। দ্বৈতবাদিগণের ব্যবস্থা মাত্র। গীতায় যে বলিয়াছেন—

> "প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
> যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥ গীতা ১৩৩০
> অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মাঽয়মব্যয়ঃ।
> শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যতে॥" ৩২

এখানে শরীরস্থোঽপি অর্থ তর্কস্থলে শরীরের খণ্ডিতা স্বীকার করিলেও দেহী কর্ম্ম করে না। কর্ম্মফলে ইহলোক-পরলোকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গতাগতি রূপ লেপও লাগে না। সর্ব্বব্যাপী কোথায় গমন করিবেন স্থানাভাবাৎ। তর্কস্থলে শরীর তিন প্রকারে কল্পিত হয়। বিপরিণামে, অবচ্ছেদবাদে, প্রতিবিম্ববাদে দ্বৈতবাদিগণ ঘটাইয়া থাকেন। বিপরিণাম বিকৃতির জন্য ঘটে নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়, অক্ষয়, অব্যয় পুরুষে বিকৃতি বা বিপরিণাম সম্ভবপর নহে। যেমন ভাগবতপুরাণের প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন "সদা নিরস্ত-কুহকং সত্যং পরং ধীমহি"। ঈশোপনিষদে বলেন—"শুদ্ধং অপাপবিদ্ধম্।" অবচ্ছেদবাদে বলে প্রকৃতি উপাদানে সৃষ্টি ঘটাইতে হইলে প্রকৃতির সর্ব্বাংশ দ্বারা ঘটে না। অংশ বিশেষে অংশার্থ বিক্রিয়া ঘটে। সেই বিকৃতি সংঘাতে উৎপন্ন দেহ জড়। প্রকৃতি আপনা-আপনি ঘটাইতে সক্ষম কি? চেতন অকর্ত্তা তিনিও বিকৃতি ঘটাইতে সংঘাত উৎপন্ন করিতে পারেন না, এবং প্রকার সংঘাত উৎপন্ন দেহমধ্যে কোন মিস্ত্রি কোন অস্ত্রের দ্বারা কোথায় অবস্থিত হইয়া খণ্ড খণ্ড চেতনের টুকরা বাহির করিয়া আনে যাহা দেহ-সংঘাতে প্রবেশ করাইয়া দেহিরূপে স্থাপন করিবেন? দ্বিতীয়াভাবাৎ। এই অবচ্ছেদরূপ কার্য্য অসম্ভব হওয়ায় চেতনের অবচ্ছিন্নাংশ হৃদয়স্থ হইয়া ইন্দ্রিয়-মন-দেহাদি পরিচালিত করেন, তাহা অসম্ভব ব্যাপার। কেননা, যে বস্তুর যে স্বভাব, তাহা কখনও লয় পায় না। যেমন সুবৃহৎ একটী শালবৃক্ষের লম্বা টুকরা করাত-বাটালাদি অস্ত্রের দ্বারা তক্তাদি রূপে কর্ত্তন করিয়া তাহার দ্বারা রথ নির্ম্মাণ করে। রথের চাকাও শাল বিনির্ম্মিত হইলেও রথ চলনশীল হয় না। চেতন কর্ত্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। অচেতন কর্ত্তার দৃষ্টান্ত নাই। চেতন ব্যক্তি রজ্জু বন্ধনে রথকে টানিলে রথ চলে অর্থাৎ অচেতন শালবৃক্ষের অচেতন ধর্ম্ম অচলত্ব রথাঙ্গরূপে নির্ম্মিত হইলেও অচলই থাকে। তেমনি চেতনের যে অংশ ছিন্ন করিয়া আনিয়া দেহিরূপে স্থিতি হয়, সেই চেতন অচল স্বভাবের অংশ জন্য অচলই থাকে ; সুতরাং তৎ দ্বারা দেহ-মনাদি ক্রিয়া উৎপাদনে পরিচালন কর্ত্তা হওয়া সম্ভবপর নহে। এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র ও পাতালের অসুররাজ বিরোচন প্রজাপতির নিকট সেই এককে জানিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করেন। ইহা ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮।৭ বর্ণিত আছে। ছা ৩।১৪।১ মন্ত্রে বলে "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম।"

প্রতিবিম্ববাদে মসৃণ মায়াদেহে চেতনের যে প্রতিবিম্বপাত হয়, তাহাও দেহের পরিচালক হইতে পারে না। যেমন আকাশস্থ চন্দ্রের প্রতিবিম্ব জলে পড়ে, চন্দ্র অচল জন্য তাহার প্রতিবিম্ব অচল হয়। তত্রাচ মন্দবুদ্ধি লোকে তরঙ্গায়িত জলের নিম্নে চাঁদের নাচনী দেখে। কেহ চাঁদের নাচনী না দেখিয়া চাঁদের প্রতিবিম্বের নাচনী দেখে। জলের তরঙ্গ বা নাচনী দেখে না বা বসেও না। প্রকৃতপক্ষে জলাবৃত প্রতিবিম্বের নাচনী সম্ভবপর নহে এবং আবরক জলের নাচনী বটে। আবৃত প্রতিবিম্বের নাচনী বলা অধ্যারোপ মাত্র। তেমনি অচল ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব অচলই হইবে। মন-বুদ্ধ্যাদি আবরকের চঞ্চলতা আবৃত প্রতিবিম্বে আরোপ মাত্র ; সুতরাং প্রতিবিম্ব নিশ্চল, অবচ্ছিন্ন চেতনাংশও নিশ্চল জানিয়াই গীতায় বলিয়াছেন—"শরীরস্থোঽপি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যতে” এই যে সচলতা ইহলোকে বায়ুতে, জলেতে, মৃৎপিণ্ডে এবং আকাশস্থ সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রাদিতে অহরহ দেখিতেছি, তাহা কেমনে ঘটিল—এই সংশয় বিদূরিত করার জন্য শিষ্যের জিজ্ঞাসা। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা কেন? বিদ্বৎগণ বলেন, “একং বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং স্যাৎ” এক ব্রহ্মকে জানিলে এই জগতের সব কিছু জানা যায়। সব কিছু অর্থ ইদং সর্ব্বং দৃশ্যপ্রপঞ্চ মাত্র। এই দৃশ্যপ্রপঞ্চই মায়ার চাকচিক্যময় হিরণ্ময় আবরণ। এই সব আবরণ নেতি করিয়া পারিশেষ্যাৎ ব্রহ্ম জানা যায়। ইহা ব্রহ্ম নহে, ইহা ব্রহ্ম নহে, ইহা ব্রহ্ম নহে, ন ইতি যাহাকে ন বলিয়া ইতি করিতে হইবে তাহার অলিগলি সন্ধি না জানিলে নিষেধ করা চলে না। সুতরাং ইদং সর্ব্বং এর যাহা কিছু নেতি করিতে হইবে, তাহার দোষগুণ বিচার করিয়া নেতি করিতে হইবে। যে বস্তুর দোষগুণ বিচার করিতে হয়, তদ্দ্বারা তাহাকে জানা হয়। এজন্য ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। দ্বিতীয় সূত্রে গুরু মন্দবুদ্ধি শিষ্যের বুদ্ধি তীক্ষ্ণী করিয়া বুঝিবার সামর্থ্য হইলে কালাতীত, গুণাতীত, দেহাতীত বস্তুর স্বরূপ ধারণা করিবার যোগ্যতা লাভ করিবে। এজন্য স্বল্পোপাধিযুক্ত কার্য্যব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলিয়া উপস্থাপিত করিলেন “জন্মাদ্যস্য যতঃ”। যেমন ছাঃ ৬।৮ সুষুপ্তিকে স্বপিতি আখ্যা দিয়া স্বপিতি অর্থ করিয়াছেন “সংহ্যপীতো ভবতি” অর্থাৎ স্বস্বরূপকে লাভ করে। বস্তুতপক্ষে সুষুপ্তিকালে কারণশরীর বা আনন্দময় কোষের আবরণ থাকায় তাহা দোষযুক্ত গাঢ় নিদ্রাকালে শয়ান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তি তমোগুণাক্রান্ত হন। চির অনিদ্র পুরুষের তমাক্রান্ত অবস্থাকে মাণ্ডুক্যে প্রাজ্ঞ বলিয়াছেন—প্রকৃষ্টরূপে অজ্ঞ। কৈবল্য উপনিষদে "তমোভিভূতঃ সুখরূপমেতি" বলিয়াছেন। এই তমাবরণ দূরীভূত করণার্থ নির্বিবকল্প সমাধি অবলম্বনের ব্যবস্থা আছে। সমাধি অর্থ সম ব্রহ্মকে অধি আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি। সুষুপ্তি কারণরূপা প্রকৃতি অধিষ্ঠানে অবস্থিতি। তবে যেমন পাতলা বাষ্পে স্থিত নির্ধূম তেজ বাষ্পের পাতলা আবরণ ভেদ করিয়া পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়, তেমনি আনন্দময় কোষের পাতলা আবরণ ভেদ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের পূর্ণ জ্যোতিঃ যেন বিকাশ পায়। মন্দমতি শিষ্যের বুদ্ধি তীক্ষ্ণী করতঃ কারণ দেহের অবসানার্থ প্রচেষ্টা ঘটিবে, এজন্য শ্রুতিতে স্বপিতি শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে।

"জন্মাদ্যস্য যতঃ" বাক্যটী জন্ম+আদি+অস্য (জগতঃ) যতঃ কেহ কেহ বলেন। অপরে বলেন জন্ম+অদ্যস্য+যতঃ। প্রথমটীতে জগৎরূপ কার্য্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় গৃহীত। দ্বিতীয়টীতে কারণরূপা আদ্যা শক্তি জন্মাদি গ্রহণ করিতে সচেষ্ট। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে সুষুপ্তি কার্য্যরূপ, সমাধি কারণরূপ বলিতে বাধে না। অনেক স্থলে কার্য্যকারণ অভেদে ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে যে কারণরূপ বলা হইয়াছে, কার্য্য কারণে লয় হয় এই স্বতঃসিদ্ধ বাক্যের নির্ভর করিয়া বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম জগৎ কারণ নহে, প্রকৃতিও কারণ নহে।

সাধারণতঃ লোকে পুরুষকে সর্ব্বকারণকারণম্ বলিয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে পুরুষকে গৌণরূপে কর্ত্তা বলা হয়। ইহা কঠোপনিষদে নচিকেতার তৃতীয় প্রশ্নটী কি, তাহা নচিকেতা স্বয়ং বিস্তৃতরূপে বিবৃত করিয়াছেন—

"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥" ১।২।১৪

ইহাতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাত্মক সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম হইতে অন্য বিলক্ষণ; সুতরাং জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় সম্ভবে না। কৃতকার্য্য ও অকৃত কারণ তাহা হইতে অর্থাৎ কার্য্য কারণ হইতে স্বতন্ত্র বলায় ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, তিনি ভোগ্য বা কর্ত্তা ভোক্তা বা প্রেরয়িতা হইতে পারেন না। অস্মাৎ বর্ত্তমানাৎ ভূতাৎ ভব্যাচ্চ ভবিষ্যাৎ অন্য অর্থাৎ কালাতীত। এইটী ঋগ্বেদের ১০।১২৯ মন্ত্রে বলা হইয়াছে। "ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদ-বাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কি চনাস॥" ইহার প্রথম পংক্তিতে তর্হি শব্দ আছে, তাহার অর্থ তৎকালে অর্থাৎ মহাপ্রলয়-কালে জীবজগতে মৃত্যুস্বরূপিণী গ্রাসকারিণী কারণরূপা অব্যক্তা প্রকৃতি, কর্ম্মাধ্যক্ষ, কার্য্যব্রহ্ম নামক অমৃতস্বরূপ দেবতা দিবা-রাত্রিরূপ কাল ছিল না, মহাপ্রলয়ে লয় পাইয়াছিল।

তবে কি মহাপ্রলয়ে শূন্য অবশেষ রহিল? নাস্তি কিং? উত্তরে বিদ্বান্ বলিলেন "ন ইতি" নাস্তি নাই শূন্য নহে। ন+ন অন রহিলেন। যাহার সত্তা চির অবাধিত। এই যে জন্ম+আদ্যস্য=জন্মাদ্যস্য-বাদী তাহার অনুকূলে ঋগ্বেদের ১০।১৯০ সূক্তটী বটে। তাহাতে বলে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ।১
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥২
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥৩

ইহাতে রাত্রিনামা তমপ্রকৃতি তপসা ত+প+সা=ত "তৎ" এর প পরতন্ত্রতা আপন্না যেন সা তপসা, "প্রকৃতিং স্বাং অবষ্টভ্য" আধিক্য প্রাপ্ত পুরুষ হইতে উৎপন্ন হয়েন। তাহা হইতে কারণ সলিলরূপ সমুদ্রার্ণব যে সমুদ্রে সব একীভূত। তাহা হইতে সংবৎসরাখ্য কাল প্রজাপতি উৎপন্ন হয়েন। এই মন্ত্রের শেষাংশে কালের চিহ্নরূপ চন্দ্র-সূর্য্য উৎপন্ন হয়, তৎপরে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ তিন লোক পূর্ব্বকল্পের ন্যায় জন্মিয়া থাকে লিখিত আছে। সুতরাং আদ্যা প্রকৃতি পুরুষজাত। আদ্যা শব্দটী চণ্ডীর মধ্যম চরিত্রে দেখিতে পাই—"অব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা" আদি সৃষ্টি জন্য আদ্যা বলে। মুণ্ডকোপনিষদে বলে "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে। অন্নাৎ প্রাণঃ মনঃ সত্যম্" ইত্যাদি অন্ন ও প্রাণ এই দুই দেবতা বৃহদারণ্যকে ৩।৯ ব্রাহ্মণে শাকল্য-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে দেখিতে পাই এবং ঈশোপনিষদে অসংভূতি-সংভূতি উপাসনায় বর্ণিত আছে। এই অন্ন ও প্রাণের নাম গীতার ভাষায় প্রকৃতি ও পুরুষ বটে। বৃঃ ১।৪।৩ মন্ত্রে দেখিতে পাই—"স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রমতে স দ্বিতীয়ং ঐচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্।” এই পতি মনুনামা প্রজাপতি এবং পত্নী শতরূপা বহুরূপধারিণী মায়া। এই উভয়ের সঙ্গমে নর হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সর্ব্ব প্রাণিসমূহ সৃষ্টি হইয়াছিল ; সুতরাং আদ্যাশক্তির জন্ম যাহা হইতে হয়, তিনি ব্রহ্ম। প্রথমোক্ত জগৎ সৃষ্টি তৈত্তরীয়োপনিষদে—

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধীভ্যোঽন্নম্। অন্নাৎ পুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ॥২।১।৩ ঋগ্বেদের ১০।৯০ সূক্তে তৃতীয় মন্ত্রে বিশ্বভুবনের উৎপত্তি পুরুষ হইতে ঘটিয়াছে বলে। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের ৩।১৯ খণ্ডে ত্রিভুবন ও সূর্য্যাদির উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতে ঘটে বলে—

“আদিত্যো ব্রহ্মেত্যাদেশস্তস্যোপব্যাখ্যানমসদেবেদমগ্র আসীৎ। তৎ সদাসীৎ তৎ সমভবৎ তদাণ্ডং নিরবর্ত্তত তৎ সংবৎসরস্য মাত্রা-মশয়ত তন্নিরভিদ্যত তে আণ্ডকপালে রজতং চ সুবর্ণং চাভবতাম্॥ অথ যত্তদজায়ত সোঽসাবাদিত্যঃ। ইদমগ্রকালে” অর্থাৎ যখ ন ইদম্ সর্ব্বং উৎপন্ন হয় নাই, তৎকালে অসতের দ্বারা ব্যাপ্ত ছিল। অসৎ অর্থ অমূর্ত্ত নীহারিকাবৎ অচলাবস্থা বিদ্যমান ছিল। তৎপরে তাহাতে সচলতার আবির্ভাবে সেই অমূর্ত্ত বিচ্ছিন্নতা পূর্ণ পদার্থগুলি ঘনীভূত হইতে লাগিল। এই ঘনীভূত মূর্ত্তাবস্থা সৎ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তৎপর ঘন তমাবস্থা প্রাপ্তে কালগতে অণ্ডাকারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিণত হইল। কিয়ৎকাল পর সেই অণ্ডের মধ্যে বহির্মুখী গমনশীল প্রতিক্রিয়া ঘটিল। সেই ক্রিয়ার ফলে অণ্ডের বহিরাবরণ ফাটিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইল। উপরের স্বর্ণাভ আবরণীয় বহির্মুখী শক্তির প্রক্রিয়ায় উর্দ্ধে ছুটিয়া গেল। ইহাকে দ্যৌ বা স্বর্গ বলে। তাহাতে পরিণত হইয়া দাঁড়াইল। অণ্ডের নিম্নার্দ্ধ রজতাভকোষ নিম্নাভিমুখে গমন করতঃ মর্ত্যলোকের এই পৃথিবী সৃষ্টি করিল। মধ্যে অন্তরীক্ষে সূর্য্য দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঋগ্বেদের ১০।১১০।৯ মন্ত্রে সূর্য্য হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি বলিয়াছে। ঋগ্বেদের ৯।৮২।৪ মন্ত্রে চন্দ্র পৃথিবী হইতে জাত বলিয়াছে। ঋগ্বেদের ১০।১৪৯।১।২ মন্ত্রে সূর্য্য মহাকর্ষণ দ্বারা পৃথিব্যাদির প্রচ্যুতি নিবারণ করেন। ছান্দোগ্যের সূর্য্য উৎপত্তি বলার পর অন্য গ্রহাদির উৎপত্তি বলেন নাই। কেননা, উহা ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে। এই যে সূর্য্য হইতে বহির্মুখী শক্তি বলে বিস্ফুলিঙ্গবৎ গ্রহগণ বাহির হইয়া যায়। বাহিরে গেলেও তাহাদের বহির্মুখী গতি নিরস্ত বলিয়া তাহাদের প্রত্যেকের বক্রকক্ষ নির্দ্দেশে গ্রহগণের সংক্রমণাদি স্বধারূপী সূত্রাত্মা অন্তরে থাকিয়া ইহাদের বিচ্যুতি নিবারণে এদের গতিশীলতা নিয়ন্ত্রিত করেন। এই গতিশীলতা বাহিরে স্থিত দ্রষ্টার দৃষ্টিপথে আসে। অন্তরস্থিত সূত্রাত্মা বা তাহার মহাকর্ষণ দেখা যায় না। ইহা ঋগ্বেদের ১০।১২৯।৫ "স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ" ইহা কোন বিদ্বান্ ইংরেজ এইরূপ ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছেন—"Self supporting principle beneath and Energy aloft." বর্ত্তমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুগে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিদ্ ডঃ আইনষ্টাইনের মতবাদ লিঙ্কল বার্ণেড নামক বিজ্ঞানবিদ্ The univerce and Doctor Einstein নামক পুস্তিকায় নেবুলা Theoryর যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে ছান্দোগ্যোপনিষদের নীহারিকার ৪টী অবস্থার ন্যায় নেবুলার ৪টী Chart দিয়া দেখাইয়াছেন। প্রথমে বিচ্ছিন্ন ভাবাপন্ন mist (কুয়াসা) জাতীয় পদার্থ নিষ্ক্রিয়ভাবে একস্থানে রাশীকৃত হইয়া কতিপয় নেবুলারূপে অবস্থিত। দ্বিতীয়ে Spiral Nebula ভাব যাহাতে নীহারিকাগুলি চঞ্চল হইয়া ঘনীভূত ভাবে পরিণত হইতেছে। তৃতীয়ে সেই ঘনীভূত Nebula ভার ত্যাগে ঘন তমাবস্থাগত নেবুলা চিত্রিত। চতুর্থ অবস্থা নেবুলাটী ফাটিয়া গিয়া বহির্মুখী শক্তির প্রভাবে সূর্য্যরূপে বাহির হইয়া অবস্থিত। ইহা ছান্দোগ্য উপনিষদেরই কথা নব্যভাবে দর্শন মাত্র।

সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা পরমপুরুষ অধূমক জ্যোতির্ম্ময় চিদানন্দ-স্বরূপ নিষ্ক্রিয় নির্ব্বিকার অক্ষয় অব্যয়। তাহাকে অস্ত্রাদি দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া অনন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহে দেহিরূপে স্থাপন কোন মিস্ত্রি-নিপুণ কর্ম্মব্যক্তির অভাবে কদাপি ঘটে নাই, ঘটিতে পারে না, ঘটিবে না। তথাপি দ্বৈতপ্রবণ চিত্তে নানা স্থানে নানাভাবে সৃষ্টিরূপ কর্ম্ম স্থাপনের প্রয়াসের ত্রুটি নাই। ইহা সূত্রকার ক্রমে বলিবেন।

তৃতীয় সূত্রটী "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ব্রহ্মের অজত্বাদি বেদশাস্ত্রানুরূপ যোনি হইতে আমরা প্রাপ্ত হই। এই পৃথিবীতে সর্ব্ব সভ্য দেশে কি অসভ্য দেশে যাহা চক্ষে দেখা যায়, তাহা সত্য বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহীত হয়। এইজন্য ইহাকে চাক্ষুষ প্রমাণ বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ নামে বিদ্বানেরা গ্রহণ করিয়াছেন। এই চাক্ষুষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অনুমান প্রমাণস্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। এই পৃথিবীতে অধিকাংশ কার্য্য এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া করা হইয়া থাকে। অনুমান প্রমাণের ভিত্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করে। উপমান প্রমাণও চাক্ষুষ প্রমাণের উপর নির্ভর করে। আপ্তবাক্য অর্থ বিশ্বাসের যোগ্য ব্যক্তির উক্তি ; যেমন Newton, Einstein প্রভৃতির উক্তি। তাহা নিজ চক্ষে না দেখিলেও পর চক্ষের দৃষ্টি হইলেও সত্য বলিয়া গৃহীত হয়। যে চাক্ষুষ প্রমাণের উপর এতটা নির্ভর তৎসম্বন্ধে Dr. Einstein বলিয়াছেন যে, নর চক্ষুর দর্শন শক্তি সাতিশয় দুর্ব্বল। দৃষ্টান্তস্বরূপে Spectrumএ আলোকের যে ছবি পড়ে, তাহা ১৩ ভাগে বিভক্ত Ray সকলে সন্নিবেশ মাত্র। উহার আলপা ও ভিটা এই দুইটী Ray নরচক্ষু দেখে না। কারণ, চক্ষু বহিঃস্থ পদার্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণের ফলক মাত্র। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের কোন ব্যাপার নির্ব্বাহ হয় না যে পর্য্যন্ত মন সহযোগিতা না করে, সুতরাং বলিতে হয় চক্ষুরূপ মসৃণ ফলকে যে প্রতিবিম্বপাত হয়, মনই তার দর্শনকর্ত্তা। মন নাই ত দর্শনীয় নাই।

বেদান্তবিদ্ বলেন, মন অন্নময়, প্রাণ আপময়, বাগ্‌তেজ জড় পদার্থ, জড়ে কোন সংজ্ঞা নাই। চেতনই কর্ত্তা হয়। অচেতন কর্ত্তার দৃষ্ট হয় না। চেতনকর্ত্তাই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা এজন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ অসার কথা। সুতরাং প্রত্যক্ষের উপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ভর করিয়া যে অনুমান প্রমাণ আপ্তবাক্য গৃহীত হয়, তাহা প্রামাণ্য ও অসার। এরূপ প্রমাণ চতুষ্টয় পরিত্যাগে বেদান্তবিদ্ বলেন শ্রুতিঃ প্রমাণম্। যাহা পৌরুষের তাহা প্রকৃতির বিকৃতি মন বুদ্ধির সহায়ে নির্ণীত হয়। বিকৃতি কৃত নির্ণয় অবিকৃত সত্য হইতে পারে না, বিকৃতিই হইবে। বেদে ঋষিগণকে মন্ত্র-রচয়িতা বলে না, মন্ত্রদ্রষ্টা বলে। জ্ঞাননেত্রে যাহা উদ্ভাসিত হয়, তাহাই তাঁহারা লিপিবদ্ধ করেন। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির শ্লোক রচয়িতাগণ মনবুদ্ধির দ্বারা শ্লোকের রচনাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, এজন্য উহা পৌরুষেয়। পুরুষ-প্রযত্ন-প্রসূত বাণী ভ্রমাত্মক। অপৌরুষের বেদমন্ত্র অভ্রান্ত। এই অভ্রান্ত বেদের সাহায্যে তাঁহারা যাহা করেন বা বলেন, তাহা ভ্রমাত্মক হয় না। বৈদিক সকলে এমন কোন কথা বলে না যাহা অযৌক্তিক বলিয়া ত্যাগের যোগ্য হয়। বেদান্তসূত্রে এজন্য বলিয়াছেন—

"তত্তু সমন্বয়াৎ সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি"

তাহা ধ্রুব সত্য, এজন্য উত্তর-মীমাংসায় উত্তম পুরুষের সত্যতা এবং পুরুষ হইতে যাহা বিলক্ষণ, দ্বৈত মতবাদ সকল খণ্ডন করিয়া হিমালয়-শৃঙ্গের ন্যায় অচল অটল ভাবে দাঁড়াইয়াছেন।

পঞ্চম সূত্রে "ঈক্ষতে না শব্দম্" ইহার অন্বয় ঈক্ষতে কিং? উত্তর ন অশব্দম্ অবৈদিকম্। কাহার ঈক্ষণের কথা প্রশ্নে উঠিয়াছে। তদুত্তরে অচেতন কর্ত্তা হয় না। চেতনই কর্ত্তা হইয়া থাকে, এই ন্যায় অবলম্বনে ঈক্ষণরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তা চেতন পুরুষ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অচেতন প্রকৃতি ঈক্ষতে কিং? উত্তরে ন অশব্দম্। অবৈদিকম্ অর্থ প্রকৃতি ঈক্ষণ করে ইহা বলা অবৈদিক।

আচার্য্য বল্লভ বলেন, 'প্রকৃতি ঈক্ষতে ন অশব্দং ন বৈদিকম্' যেহেতু ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যকাদিতে মনপ্রাণাদির বিবাদ-সংবাদে মনপ্রাণাদি প্রজাপতির নিকট বিচারপ্রার্থী হন। মন চক্ষুরাদি মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাহা জানিবার জন্য প্রার্থনা করিলে প্রজাপতি বলেন যে, শরীর হইতে উৎক্রমণ করিলে দেহ পাপিষ্ঠতম হয় তিনি শ্রেষ্ঠ। ইহার সততা নির্দ্ধারণ জন্য মন চক্ষুরাদি ক্রমে ক্রমে উৎক্রমণ করেন। কিন্তু তাহাতে দেহ তেমন বিকৃত হয় নাই। যখন প্রাণ উৎক্রমণের প্রচেষ্টা করেন, তখন প্রাণসহ মন চক্ষুরাদির বন্ধন থাকায় সকলকে উৎক্রমণ করিতে হয়, দেহ পাপিষ্ঠতম হয় বুঝিয়া প্রাণের শ্রেষ্ঠতর স্বীকারে মন-চক্ষুরাদি অন্ন ও বস্ত্র প্রাণকে বলির স্বরূপ প্রদান করেন; সুতরাং প্রাণ মনাদি যাহা প্রকৃতির বিকৃতি মাত্র। তাহাদেরই ঈক্ষণাদি ক্রিয়া আছে। সুতরাং কালরূপা প্রকৃতি ঈক্ষণাদির ক্রিয়া অবৈদিক নহে। বিশেষতঃ ছান্দোগ্যোপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে "স ঐক্ষৎ" ইত্যাদি বলিয়া "তেজোঽসৃজত" সেই তেজ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন "তৎ তেজ ঐক্ষৎ আপ ঐক্ষত এবং অন্নমসৃজত।" অর্থাৎ তেজ জল ও ক্ষিতি তত্ত্বত্রয় অচেতন হইলে ঈক্ষণ করেন সৃজন করেন। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃতি ঈক্ষণ অবৈদিক নহে।

অন্য কেহ বলেন, স্বতঃ সর্ব্ব চেতন পুরুষ মন প্রাণাদি না থাকায় ঈক্ষণ করার যোগ্যতা নাই। এজন্য বৃহদারণ্যকে "পশ্যন্

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈ ন পশ্যতি শৃণ্বন্ বৈ ন শৃণোতি দ্বিতীয়াভাবাৎ” যুক্তিমূলে চিদানন্দ পুরুষের ঈক্ষণাদি কার্য্য নাই; সুতরাং ঈক্ষণ করেন না। ঈক্ষতে কিং? অর্থ পুরুষ ঈক্ষতে কিং ন অশব্দম্। সূত্রকার তাহার সূত্রে প্রশ্ন এবং তার উত্তর যুক্তি দিয়া সূত্র লিখিয়াছেন। এখন সূত্রের পাঠকগণ স্বীয় সংস্কার ও বুদ্ধি অনুসারে সূত্রকারে সূত্রমধ্যে নানারূপ গোলযোগ ঘটাইয়া থাকেন। এই সূত্রে যাহা হইতে জগতে জন্ম ও লয় হয় তাহা প্রকৃতি কি কার্য্যব্রহ্ম ইহা নিশ্চয় করা দুরূহ ব্যাপার। কারণ গীতার উক্তিতে “অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে” এই মতে প্রকৃতি জগৎ কারণ হন। ছান্দোগ্যোপনিষদে ৩।১৪ খণ্ডে শাণ্ডিল্য-বিদ্যায় পাঠ আছে—“তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।” “তজ্জলান্” এই শব্দটী সূত্রকারের সূত্রের ন্যায় রচিত। তৎ+জ, তৎ+ল, তৎ+অন ইহা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। জ=জন্ম, ল+লয়কে বুঝাইতেছে। তাহাতে জলশব্দ জন্ম লয় যাহা হইতে হয় তিনি জল। ঋগ্বেদে ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে “তম আসীত্তমসা গূঢমগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং” এই বাক্যটী রহিয়াছে। ইহাতে তম প্রকৃতি কারণ সলিলরূপা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত পাওয়া যাইতেছে। তাহাতে সব কিছুই একীভূত অচিহ্ন। যেমন মার্কণ্ডেয়চণ্ডীতে “যোগনিদ্রা যদা বিষ্ণুর্জগদেকার্ণবীকৃতে” বাক্যটী দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে জগৎ লয়ে অচিহ্ন হইয়া একীভূত আছে। ঋগ্বেদের ১০।১৯০ সূক্তে রাত্রিরূপা প্রকৃতি হইতে সমুদ্রার্ণবের উৎপত্তি বলিয়াছে। জলের জন্ম ও লয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথাটী সমুদ্রার্ণব সলিলকে কারণ সলিলকে লক্ষ্য করে। শ্রুতিতে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্‌ব্রহ্ম" তৈ ৩।১॥ এই লক্ষণে কার্য্যব্রহ্মই জন্ম ও লয়ের কর্ত্তা বলা হইয়াছে। এখন তজ্জলানি শব্দে তৎ শব্দ থাকায় ব্রহ্মকে লক্ষ্য করে। কার্য্যব্রহ্ম লক্ষ্য করে না। কেননা, তজ্জলানি শব্দের পূর্ব্বে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম বাক্য রহিয়াছে। "জন্মাত্তস্য যতঃ" বাক্য কার্য্যব্রহ্মে লক্ষিত। কেননা, কার্য্যব্রহ্মে চেতনাংশ আছে। প্রকৃতিতে তাহা নাই। জন্ম+আত্তস্য গ্রহণ করিলেও আত্তের জন্ম পুরুষ হইতে বলে। যাহাতে পুরুষ চিন্ময়, মৃন্ময় হইয়া পড়েন। যাহাতে চেতনাংশ বর্ত্তমান। যেহেতু চেতনই কর্ত্তা হয় এবং সেই কারণে কপিলের প্রধানা কর্ত্রী বাক্যটী অন্য মতবাদিগণ খণ্ডন করিয়াছেন। গ্রহণ করেন নাই।

দ্বিতীয় সূত্রে চেতন পুরুষ অকর্ত্তা হইয়া কর্ত্তারূপে গৃহীত হওয়ায় প্রকৃতির গন্ধ তাহাতে থাকে না; সুতরাং পঞ্চম সূত্রে প্রকৃতি ঈক্ষতে কিং প্রশ্ন আনিতে পারে না। কার্য্যব্রহ্ম মায়িক তৈজস দেহের দেহী। এইটী শিষ্য জানেন, কল্পনা করিয়া কার্য্যব্রহ্মে প্রকৃতির হাত আছে তাহার কি ব্যবহার এই চিন্তাধারার প্রকৃতি ঈক্ষতে কি? প্রশ্নটী হইতে পারে। কার্য্যব্রহ্মকে প্রকৃতি মন-বাক্-প্রাণাদি ঋণস্বরূপে প্রদান করিয়া কার্য্যব্রহ্মকে অধমর্ণ করতঃ প্রকৃতি উত্তমর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইহাই মূর্ত্তি প্রিয় দ্বৈতবাদী নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় পুরুষকে অধঃতে রাখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার বুকের উপর চড়াও করিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করিতেছেন। নির্ব্বিকার পুরুষ কর্ত্তা না হইলেও গৌণার্থে প্রকৃতিকে ক্রিয়াশীল করিতেছেন। এজন্য প্রকৃতি হইতে মন-বাক্-প্রাণাদি কার্য্য করিতেছেন। অতএব এখানে সর্ব্বব্যাপী চিন্তার বিষয় নহে।

"তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত" বাক্যে সোপাধিক তৎ-এরই উপাসনা বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, বেদে অসংভূতি উপাসনা অভিনব নহে। তাহা ঈশোপনিষদ পাঠে জানা যায়—

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদো উভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা২সম্ভূত্যা২মৃতমশ্নুতে" ॥ ১৪॥

কেনোপনিষদে বলে তৎ এর উপাসনা নাই। "নেদং যদিদং উপাসতে" কার্য্যব্রহ্মই প্রথম দেবতা। তাঁহারই উপাসনা সকলে করিয়া থাকে। ঋগ্বেদের ১।১৬৪।৪৬ "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ" ॥ তবে এই সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকর্ত্রা হিরণ্যগর্ভের বিনাশ আছে। এজন্য তাঁর উপাসনা। কর্ম্মফলের বিনাশ আছে। পূর্ব্বোক্ত কালীমূর্ত্তির ন্যায় কার্য্যব্রহ্মের তৈজস দেহখানি প্রকৃতি প্রদত্ত খিলাপ বা পরিচ্ছদ মাত্র। সেই প্রকৃতির প্রেরণায় পুরুষ কার্য্যকরী হয়। যেমন দ্বৈতবাদিগণের সৃষ্টিকার্য্যের সম্ভব ঘটে। কেহ বলেন "জন্মাদ্যস্য যতঃ" বাক্যে ব্রহ্মকে লক্ষ্য করে। কারণ, পুরুষসূক্তের মন্ত্রে পাদস্থ বিশ্বভূতানি এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদে "তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আত্মনঃ আকাশসংভূতঃ" বলে। এই যে একপাদে মায়ার আক্রমণে বিশ্বভুবন দেখা যায়, তাহা পাদকে স্পর্শ করে না। কারণ, পরিচ্ছিন্না পাদ মায়া পরব্রহ্মকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্পর্শ করিলে অপাপবিদ্ধম্ শ্রুতিবিদ্ধ হয়। উহা ঘনাচ্ছন্ন অর্কবৎ ব্যাপার। ঘন মেঘ যেমন সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করে না; কিন্তু দ্রষ্টা দৃক্‌শক্তিকে আচ্ছন্ন করে। তাহাতে দ্রষ্টা মনে করেন, সূর্য্য মেঘের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। দ্রষ্টা পরিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ড মধ্যে বিজলী চমকান তর্জ্জন গর্জ্জন জলপাত বজ্রপাত শিলাপাত দেখিয়া মনে করেন, তাঁহার চক্ষুর দিক্‌শক্তি ঠিক আছে। মেঘখণ্ড হইতে সহস্র সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত সূর্য্য মেঘাবৃতও হয় নাই। যেহেতু সূর্য্য পৃথিবী হইতে ১৪ লক্ষ গুণ বড়। তেমনি মায়া মেঘখণ্ড জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের আবরক নহে। দ্রষ্টা দিক্‌শক্তি মায়া আবরণ ভেদ করিয়া দেখিতে অসমর্থ। তিনি তাহার দৃক্‌শক্তির দ্বারা মায়ার বাহ্যকার্য্য সকল দর্শন করেন। যেমন খোলা আঙ্গিনায় কারুকার্য্য-খচিত একখানি চন্দ্রাতপ উঠাইলে ভূমিস্থ দ্রষ্টা চন্দ্রাতপই দেখেন, চন্দ্রাতপের কারুকার্য্য দেখেন, অনন্ত আকাশে অনন্ত জ্যোতিরাশি তাঁহার নয়ন গোচর হয় না। ঐ চন্দ্রাতপ দ্বারা যেমন আকাশ আবৃত হয় না, দ্রষ্টার দৃকশক্তি আবৃত করে মাত্র। এজন্য বঙ্গের কবি বলিয়াছেন "কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে তোমারে দেখিতে দেয় না।" এই মায়ামেঘ যেমন সূর্য্যাদি গ্রহণকালে রাহুচ্ছায়া সূর্য্য বা চন্দ্রকে গ্রাস বা আবরণ করে না। মেঘখণ্ডের ন্যায় দ্রষ্টার দৃক্‌শক্তি আবরণ করে। রাহুচ্ছায়া যেমন কোন বস্তু নহে, তেমনি তুচ্ছা মায়া অবস্তু। প্রশ্নোপনিষদে ঋষি পিপ্পলাদ ৩।৩ "আত্মনঃ এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে ছায়া, এতস্মিন্নেতদা-ততং মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্ শরীরে॥" ভাগবতপুরাণের ২।৯।৩৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথাতমঃ ॥"

যাহা অর্থহীন, না থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতীত হয়। সর্ব্বব্যাপী আত্মাতে তালাশ করিয়া পাওয়া যায় না, তাহাতে আত্মনঃ মায়া অর্থাৎ আত্মার মায়া বলে। এই শব্দটী গীতার ৪।৬ মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—"প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥" তৈত্তিরীয়োপনিষদের বাক্যটী "তস্মাদ্বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ"। পরমাত্মা হইতে আকাশের উৎপত্তি বলে নাই। আত্মনো শব্দের পর মায়য়া শব্দ উহ্য আছে। আত্মনো মায়য়া বুঝিতে হইবে। কেননা, আকাশ নির্গুণ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে বলিলে আকাশে শব্দগুণটী অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্ পুরুষ হইতে আসে নাই ইহা নিশ্চিত। সুতরাং যেমন দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হয় দুগ্ধ মিষ্ট তাহাতে অম্লত্ব নাই। দধির অম্লত্ব বহিরাগত তেঁতুলরূপ উপাধি যোগে জাত। তেমনি আকাশের শব্দগুণটী কোন বহিরাগত উপাধি হইতে আগত। আকাশ হইতে বায়ু জন্মে, বায়ুতে স্পর্শগুণ আছে, আকাশে তাহা নাই; সুতরাং ঐ স্পর্শগুণটী কোন বহিরাগত উপাধিজাত। অস্পর্শ ব্রহ্ম হইতে সেই উপাধিটী ভিন্ন। বায়ু হইতে অগ্নি জন্মে, অগ্নিতে রূপগুণ আছে, বায়ুতে রূপ নাই; সুতরাং রূপগুণটী বহিরাগত উপাধি জাত। অগ্নি হইতে জলের উৎপত্তি; জলে রসগুণ আছে, অগ্নিতে রস নাই; সুতরাং উহা বহিরাগত। জল হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি; ক্ষিতিতে গন্ধগুণ আছে, জলে তাহা নাই; সুতরাং গন্ধগুণটী বহিরাগত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাধিজাত। যে বহিরাগত উপাধি হইতে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ আসিয়াছে তাহা নানা গুণময়ী মায়া। গুণ গুণী একত্র সমবেত থাকে। গুণীকে ত্যাগে গুণ একাকী কোথায়ও যায় না; সুতরাং যেমন দধিতে তেঁতুলের সূক্ষ্ম অংশের সহিত অম্লত্ব প্রবেশ করিয়াছে। যেমন শৈত্যগুণবিশিষ্ট জলকে অগ্নি উত্তপ্ত করে তখন অগ্নির দহনগুণ অগ্নির সহিত থাকে দেখা যায়। তেমনি শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদি আকাশ হইতে মায়ার সূক্ষ্মাংশ সহ আসিয়াছে সন্দেহ নাই। অতএব পঞ্চভূত মায়া হইতে জাত, ব্রহ্ম হইতে নহে। আকাশ মায়া জাত হইলেও মৃন্ময় জগত চিন্ময়ে দেখে তেমনি অল্পবুদ্ধি লোকে সাদৃশ্যবশাৎ রজ্জুতে সর্পের ন্যায় ব্রহ্মে আকাশ দর্শন করে। আকাশ ব্যাপক নিরবয়ব, ব্রহ্মও ব্যাপক নিরবয়ব। এই সাদৃশ্যের জন্য ব্রহ্মে আকাশ ভ্রম করিয়া সকলেই ব্রহ্মজাত জল্পনা-কল্পনা করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধন-সূত্র

কোন বস্তু বন্ধন করিতে হইলে বিনা সূত্রে তাহা সম্ভবপর হয় না। সূত্র অর্থ ব্যাকরণ মতে সিব্যতি ইতি সূত্রম্। যাহা দ্বারা শিলাই করা যায়, তাহাকে সূত্র বলে। যেমন দুই খণ্ড বস্ত্র সুচীকর্ম্মকার শিলাই করিলে উহারা বন্ধন দশাগ্রস্থ হইয়া যেন একতা প্রাপ্ত হয়। বন্ধু বন্ধনে এই বন্ধন সম্বন্ধে ঋগ্বেদে ১০।৭২ সূক্তে 'ভদ্রা অমৃত বন্ধবঃ' বাক্য আছে। অর্থ—ভদ্রা মায়া অমৃতস্বরূপ দেবগণের বন্ধনের হেতু। ঋগ্বেদের ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে 'সতো বন্ধুমসতি' বাক্যটী রহিয়াছে অর্থাৎ অসৎ মায়াদ্বারা সৎ পুরুষের বন্ধন ঘটে। শ্রুত্যন্তরে দেখিতে পাই "ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।" অন্যত্র "স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।" এই গ্রন্থীশব্দ বন্ধনের নামান্তর। প্রথম মন্ত্রটীতে একবচন, দ্বিতীয়টীতে বহুবচনের প্রয়োগ দেখা যায়। কোথাও বলে, কারণ শরীররূপী মায়া, দেহীকে হৃদয়ের সঙ্গে রজোগুণরূপী রজ্জুদ্বারা বন্ধন করেন। ইহাও অসতের দ্বারা সতের বন্ধন। অন্যে বলেন, ত্রিগুণা প্রকৃতির গুণত্রয়ই বন্ধনের হেতু। প্রকৃতি সত্ত্ব রজঃ তম গুণের দ্বারা দেহীকে তিনটী বন্ধনে বন্ধন করেন। এদেরই নামান্তর গ্রন্থীত্রয়। কোন মতে এই গুণত্রয়ের প্রাধান্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুক্ত তিনটী চেতন দেবতায় বন্ধনের কর্ত্তৃত্ব আরোপ করেন। অচেতন প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে লজ্জিত হন। ব্রহ্মা রজঃ ঘনমূর্ত্তি সৃষ্টি করেন। বিষ্ণু সত্ত্ব ঘন মূর্ত্তি পালন করেন এবং রুদ্র তম ঘন মূর্ত্তিতে সংহার করেন। এইজন্য ব্রহ্মগ্রন্থী, বিষ্ণুগ্রন্থী ও রুদ্রগ্রন্থীত্রয় বলিয়া থাকেন। এই গ্রন্থী ভেদ না করিলে মুক্তি ঘটে না। অপরে বলেন, বেদে মায়াকে অহি (নাগ) বলে। এই মায়ানাগিনীর বন্ধন সর্পের বন্ধন অপেক্ষা সুদৃঢ়। সর্প কাহারও হস্তপদাদি বন্ধন করিলে সর্পের দেহ ছেদন ব্যতীত খোলে না। মায়ার বন্ধন সূত্ররূপ কর্ম্মদ্বারা জীবকে বন্ধন করেন। যেমন গীতাতে "অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে" ॥১৫।২ এজন্য কর্ম্মসূত্র শব্দটী স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হয়। গীতায় অন্যত্র দেখিতে পাই—"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।" ৩।৯॥ এর অর্থ যজ্ঞার্থ কর্ম্মব্যতীত অন্যত্র কর্ম্ম ক্রতু বা যজ্ঞবন্ধনের হেতু হয়। যজ্ঞার্থাৎ অর্থ যজ্ঞের বিষ্ণু। সেই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর পরমাত্মার প্রাপ্ত্যর্থে যে কর্ম্মানুষ্ঠান হয়, তাহা বন্ধনের হেতু হয় না। আর সর্ব্বত্র প্রকৃতি কর্ম্মসূত্রে বন্ধন করেন। গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে বিষ্ণু বা পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বলিয়াছেন—"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" ইহাতে গুরুসেবা কায়িক কর্ম্ম, গুরুকে সংশয় নিবারণের জন্য পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করা ও প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ বাচনিক কর্ম্ম এবং শ্রবণান্তর নিঃসংশয় চিত্তে যে তত্ত্বের অনুশীলন বা মনন, তাহা মানসিক কার্য্য এবং তৎপশ্চাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিদিধ্যাসনে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে এই সব কর্ম্ম জ্বলিয়া যায়। "জ্ঞানাগ্নিসর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" এই কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্ম্ম কারণ, সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। এই দেহত্রয় দেহীর আবরণাত্মক বন্ধন। স্থূল শরীর বা অন্নময় কোষ সহজেই বিনাশ পায়। কারণ ও সূক্ষ্ম শরীর দেহীর আবরণদ্বয় অতীব সুদৃঢ়। ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিলেও নাশ পায় না। ইহার দ্বারাই স্বর্গ-নরক-সুখ-দুঃখ ভোগ হয়। এই স্থূল শরীর নাশ হইলে কর্ম্মসূত্র বন্ধনে ইহলোক-পরলোকে গতাগতি ঘটাইয়া থাকে। ইহলোক হইতে পরলোকে গমনকালে দেহী সূক্ষ্ম ও কারণ দেহদ্বয়রূপ আবরণ সহ উৎক্রমণ করেন। এই আবরণদ্বয়ের উৎক্রমণ কার্য্য কবে শেষ হয়, এই বিষয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদে আর্ত্তভাগ মুনি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করেন। "যত্রায়ং পুরুষো ম্রিয়ত উদস্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো।" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিয়াছেন "নেতি নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোঽত্রৈব সমবনীয়ন্তে।" এখানে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ম্রিয়তে শব্দ হইতে জ্ঞানীর মৃত্যু বিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছে বুঝিয়া উত্তর দিলেন কর্ম্মীরই দেহ উৎক্রমণ করে। জ্ঞানী দেহীর দেহদ্বয় জ্ঞানাগ্নিতে জ্বলিয়া যাওয়ায় উৎক্রমণ করে না। এখানেই জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া থাকে। আর উৎক্রমণ করে না। এই যে দেহীকে প্রকৃতি গ্রন্থীত্রয়দ্বারা বন্ধন করেন, তাহা ভেদিত হয়। ইহাই গ্রন্থীভেদের একমাত্র উপায়। বাংলায় একটী গান শুনা যায় তাহাতে বলে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার যাবার সময় হলো।
আমায় কেন রাখিস্ ধরে।
চোখের জলে বাঁধন দিয়ে
বাঁধিস্ নে আর মায়াডোরে॥

ভাগবতপুরাণে একটী শ্লোকে বলে—ভগবানকে হৃদয়ে বাঁধিতে হইলে কি প্রকারের ডোরে বাঁধিতে হয়—

"গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥" ৭।১।৩০

অর্থ—বৃন্দাবনে গোপীগণ আদিরসে রসিত হইয়া কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য সদা অন্তর্ধ্যান করতঃ দেবতাকে হৃদয়ে বন্ধন করেন। মথুরাধিপতি রাজা কংস, দৈবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্র কৃষ্ণ তাঁহাকে বধ করিবেন, এই মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া, এই বুঝি কৃষ্ণ মারিতে আসে, এই ভয়ে বিহ্বল হইয়া কৃষ্ণকে হৃদয়ে বাঁধিয়াছিলেন। চেদিরাজ শিশুপালাদি রাজগণ কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন, সেই শত্রুকে কিভাবে অপদস্থ করিব, অহোরাত্র এইরূপ দ্বেষবুদ্ধি পোষণের জন্য শত্রুমূর্ত্তি হৃদয়ে যেন রাখিয়াছিলেন। বিষ্ণুবংশীয় যাদবগণ কেহ পিতা, কেহ ভ্রাতা, কেহ পুত্র ইত্যাদি সম্বন্ধ জন্য কৃষ্ণকে হৃদয়ে যেন বাঁধিয়াছিলেন। যূয়ং যুধিষ্ঠিরাদি স্নেহডোরে কৃষ্ণকে বন্ধন করিয়াছিলেন এবং বয়ং আমরা অসিত, দেবল, পর্ব্বত, নারদ প্রভৃতি তাঁহাকে ভক্তিডোরে বাঁধিয়াছি। দাশরথি কবিতায় দেখিতে পাই—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি বল রাখাল প্রেমে বাঁধা আছি ব্রজধামে।
দীনহীন রাখাল তোমার দাস হবে হে দাশরথি ॥

এই রাখালদের প্রেম সমপ্রাণ সখার মত। যশোদারাণী বালক কৃষ্ণকে শাসনার্থ গোরজ্জুদ্বারা যমলার্জ্জুন বৃক্ষের সহিত বন্ধন করিয়াছিলেন। এই সকলে ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করার ফলে মুক্তি লাভ করেন। বন্ধু বন্ধনে।

"অত্যাগসহনো বন্ধুঃ সদৈবাত্মমতঃ সুহৃদ্।
একক্রীড়ং ভবেৎ মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ ॥"

বন্ধবঃ পিতৃমাতৃতঃ যাহারা পিতৃকুলের মাতৃকুলের আত্মীয়, তাহারা বান্ধব বলিয়া উক্ত হন। ইহাও স্নেহডোরের বন্ধন।

সূত্রশব্দে গুটিসূতার সূত্র কেবল মনে করিতে হইবে না। পাটের সূতা, শোণের সূতা, তিসির সূতা, কার্পাসের সূতা, রেশমের সূতা ইত্যাদি সূক্ষ্ম আঁশ মাত্র, তাহা সমবেত শক্তিবলে হস্তীকেও বন্ধন করে। কার্পাসের আঁশ হইতে টাকুতে পাকাইয়া যে সূত্র নির্ম্মিত হয়, তাহা দ্বারা বস্ত্র তৈয়ার হইলে সেই বস্ত্র জনগণের আবরণরূপ বন্ধনের হেতু হয়। সেই সূত্র ভালরূপে মাজাইয়া ঘসাইয়া যজ্ঞসূত্র রূপে ব্যবহৃত হয়। ব্রাহ্মণাদি ব্যক্তিগণ সেই কার্পাস নির্ম্মিত সূত্রে নির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত সাদরে গলদেশে ধারণ করেন। উহা যে ব্যক্তি ধারণ করেন, তিনি ৮।৯ বৎসর বয়স্ক হইলেও পূজ্য হন, ব্রাহ্মণ হন, বেদের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করিবার অধিকারী হন। বেদের সর্ব্বপ্রকার মন্ত্রের অধিকারী হন। সুতরাং ইহা কর্ম্মের অধিকারের চিহ্ন জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মসূত্র বলা যাইতে পারে। কর্ম্ম করিলেই মায়ার বন্ধনে আসিবে। এজন্য যজ্ঞোপবীতকে মায়ার কর্ম্মসূত্রের বন্ধন বলা যায়। যেমন বিষ্ণুগলে বনমালা সৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম করিবার অধিকারের চিহ্ন। ইহাও তদ্রূপ জানিবে। শিবগলে সর্পটী সাধুভাষায় নাগ-যজ্ঞোপবীত বলিয়া উক্ত হয়। মায়ানাগিনীর বন্ধন চিহ্ন বটে। যাঁহাকে সূত্রাত্মা বলে, তিনিও মায়ার কর্ম্মবন্ধন সূত্রে পরিচালক।

এই যে বিশ্বে মাধ্যাকর্ষণ, বিদ্যুৎ ও চুম্বকের আকর্ষণাদি তাহাও মায়ার কর্ম্মসূত্রই বটে। বাল্যকালে এক বৃদ্ধের নিকট একটী গল্প শুনিয়াছিলাম, তাহাতে বলে কর্ম্মসূত্র গৃহে গৃহে যাইয়া যাহার কর্ম্মে যে ফল তাহা দিয়া থাকেন। আখ্যানটী এই :—

এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যজনযাজনপটু হওয়ায় তাহাকে যাজন করাইবার জন্য সকলে আহ্বান করিত। একদিন পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে তিনি আহূত হইয়া যজ্ঞক্রিয়া করার জন্য গিয়াছিলেন। গৃহে তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়া গেলেন, আমি সেই গ্রামে নিজহস্তে রান্না করিয়া খাইব না। ২টা ২॥০টার মধ্যে গৃহে আসিয়া আহার্য্য গ্রহণ করিব। ব্রাহ্মণপত্নী তদনুসারে রান্নাঘরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া একমাত্র কোলের ছেলেকে শয়নগৃহের বারান্দায় মাদুর পাতিয়া ছেলেকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে আপনিও নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। ব্রাহ্মণ ২টার পর গৃহে আসিয়া দেখিলেন পুত্র ও পত্নী নিদ্রাগত। হাতমুখ ধুইবার জল ও বসিবার চৌকি বারান্দার এক পার্শ্বে সাজান আছে। হোক্কা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কল্কী, তামাক, অগ্নিপাত্রে আগুন রহিয়াছে। সুষুপ্তি ভঙ্গ করিতে নাই, সুষুপ্তির আনন্দভোগে কাহাকেও বঞ্চিত করিতে নাই, এই শাস্ত্রীয় উপদেশ স্মরণে পত্নীকে না ডাকিয়া হাতমুখ ধুইয়া তামাক সাজাইয়া চৌকীতে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। ধূমপান করিতে করিতে দেখিলেন বারিন্দার চালে একটী রশি ঝুলিতেছে। দেখিয়া আপনা-আপনি বলিলেন, আমি ত চালে কখনও কোন রশি রাখি নাই। ওখানে রশি কি করিয়া আসিল। এই সময় বাতাস ঈষৎ প্রবল হইলে রশি চাল হইতে পড়িয়া গেল। রশি পুত্রের গায়ে পড়ায় ব্রাহ্মণ সরাইবার জন্য দাঁড়াইলেন এবং দেখিলেন উহা রশি নহে, একটী সর্প। সর্প ভূমিতে পতিত হইয়া আঘাত প্রাপ্তে ক্রুদ্ধ হইয়া বালক ও তাহার মাতাকে দংশন করিয়া বারান্দা হইতে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ-হতভম্ব হইয়া সর্পের গতি দেখিতেছিলেন। দেখিলেন সর্পটী সর্পরূপ ত্যাগে তীক্ষ্ণ শিং বিশিষ্ট ষাঁড়রূপ ধারণে চলিল। ব্রাহ্মণ আরও অত্যাশ্চর্য্য হইলেন। তিনি ষাঁড়ের পশ্চাতে চলিলেন। সিকি মাইল দূরে প্রকাণ্ড মাঠ। ক্ষেত্রপূর্ণ বহু কৃষকবালক ক্ষেত্রে কাজ করিতেছে। রাস্তা ছাড়িয়াই যে ক্ষেত্রটী, তাহাতে কলাই উৎপন্ন হইয়াছে। ষাঁড় সেই ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ক্ষেত্রস্থ শস্যের উপর দিয়া গমন করিতেছে। একটী কৃষক যুবক গরু তাড়াইবার একখানি লাঠি লইয়া ক্ষেত নাড়াইতেছে দেখিয়া বৃষকে তাড়াইবার জন্য ধাবিত হইল। বৃষ যুবকের হস্তস্থিত লাঠি দেখিয়াও ভীত হইল না। সে যুবকের দিকে তাড়া দিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং শৃঙ্গদ্বারা যুবকের পেট ফাঁড়িয়া তাহাকে ভূমিতে পতিত করতঃ চলিয়া গেল। এই ব্যাপার দেখিয়া ব্রাহ্মণ ষাঁড়ের পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল। কিয়দ্দূর গেলে একটী ঝোপ দেখিয়া সেই ষণ্ড নিজরূপ ত্যাগে ব্যাঘ্ররূপ ধারণে ঝোপে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণ এক স্থানে স্থির হইয়া চুপ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তাহার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়াছিল। সেই দিন হাটবার ছিল। ঐ রাস্তা দিয়া শত শত লোক হাটে যাতায়াত করিতেছিল। আশ্চর্য্য, সেই ব্যাঘ্র কাহাকেও আক্রমণ করিতেছে না। এমন সময় এক যুবক একখানি হালের কাষ্ঠ খরিদ করিয়া হাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। সে আপন বলের পরীক্ষার্থ মাঝে মাঝে হালের লম্বা কাষ্ঠটী ঘুরাইতেছিল। ঘুরাইতে থাকাকালে দীর্ঘ কাষ্ঠের একাংশ ঐ ঝোপের মধ্যস্থিত লতায় আটকায়। তখন সে বল প্রকাশে সেই লতা ফাঁক করিতেছিল। এমন সময় ঐ ব্যাঘ্র নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঐ যুবকের ঘাড় কামড়াইয়া তাহাকে ভূমিতে পাত করতঃ সে চলিয়া গেল। ব্যাঘ্র বড় রাস্তা ত্যাগে একটী ক্ষুদ্র রাস্তায় প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণ তাহার পশ্চাৎ ধাবন করিলে ঐ ব্যাঘ্র একটী মনুষ্যরূপে দণ্ডায়মান হইল। তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন—তুমি কে? তখন সেই লোকটী বলিল—আমি পরম সূত্র, যার যে কর্ম্মফল, তাহা প্রদান করিয়া থাকি। তুমি আমার পিছনে পিছনে আসিও না। বাড়ীতে গিয়া স্ত্রী-পুত্রের সৎকার কর। ব্রাহ্মণ বলিলেন—আমার মৃত্যুটী কিভাবে ঘটিবে? সে লোকটী বলিল—কাশীতে রাম-সরোবরে এক কুম্ভীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাকে গ্রাস করিবে। শুনিয়া ব্রাহ্মণ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণের বাড়ী হইতে কাশী পশ্চিম দিকে স্থিত। সে ব্রাহ্মণ তাহার বৈদিক যজ্ঞের পুস্তকখানি বাম বগলে নিয়া পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং মনে করিলেন, এত পূর্ব্ব দেশে যাইব যাহাতে কাশী সহস্র মাইলেরও বেশী হয়। কতিপয় মাস পূর্ব্বাভিমুখী যাইতে যাইতে মণিপুর রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। পথে এক বর্দ্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ বগল হইতে তাহার পুস্তক নামাইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলে ঐ বাড়ীর কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার সঙ্গে দেখিতেছি আর কিছু নাই, তবে আর এই পুস্তকখানির ভার বহন করিতেছেন কেন ? তদুত্তরে ব্রাহ্মণ বলিলেন—উহা যজ্ঞপদ্ধতি নামক পুস্তক। সারাজীবনই ইহার অনুশীলন করিতেছি। বেদই ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব ধন ; সুতরাং উহা ত্যাগ করিতে পারি না। কিছুদিন তথায় বাস করিলে সেই ব্রাহ্মণের বিদ্যাবত্তা বৈদিক নিষ্ঠা প্রকাশ পাইল। মহল্লার শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে খুব আলোচনা চলিল। ক্রমে উহা রাজপুরোহিতের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ বুঝিলেন, বৈদিক যজ্ঞক্রিয়াতে ইনি সাতিশয় ব্যুৎপন্ন এবং মণিপুরের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কাহারও এরূপ বৈদিক যজ্ঞপদ্ধতি নাই। মণিপুরের রাজার পুত্রসন্তান হয় নাই। রাজা ও রাজপুরোহিত পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার জন্য ঐ ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ মণিপুরের বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে রাজার পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সমাপন করিলেন। ফলে রাজার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটী পুত্র হইল। পুত্রের মঙ্গল কামনায় রাজা ঐ ব্রাহ্মণকে অনেক নিষ্কর ভূমি ও গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ সেথা বাস করিয়া আপন গৃহকে বিদ্যালয়ে পরিণত করিলেন।

রাজপুত্র পঞ্চম বর্ষে পরিণত হইলে এই ব্রাহ্মণ রাজার অনুরোধে রাজকুমারের হাতে খড়ি দেন এবং ক্রমে ক্রমে তাহাকে ব্যাকরণ-সাহিত্য-ন্যায়-পুরাণাদি পাঠ করান। রাজকুমারের কুমার-কাল অতিবাহিত হইতে না হইতে রাজার মৃত্যু হয়। রাজা মৃত্যুকালে ঐ ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন—আমার পুত্র যাহাতে রাজগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব পদবী লাভ করেন, সেই শিক্ষাদীক্ষা আপনি দিবেন।

রাজকুমার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ঐ ব্রাহ্মণের সহায়তায় রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। মণিপুর হইতে ভারতীয় তীর্থ-সমূহ অতীব দূরে অবস্থিত। ব্রাহ্মণ একদিন বলিলেন—দেশভ্রমণ না করিলে শিক্ষার পূর্ণতা হয় না। তুমি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ সকল দেখিয়া ঐ দেশের প্রচলিত আচারব্যবহারাদি অবগত হইয়া তোমাদের এখানকার আচার-ব্যবহারাদির পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করিয়া দেশকে আর্য্যভাবাপন্ন কর। তখন রাজা বলিলেন—আমি শুনিয়াছি, আপনারই কার্য্যতায় যজ্ঞের ফলে আমার জন্ম হইয়াছে। আপনারই শ্রীচরণ সমীপে থাকিয়া আপনার কৃপায় বিদ্যালাভ করিয়াছি। আমাদের দেশের লোক কেহ কদাপি আর্য্যনিবাস ভারত ভ্রমণ করে নাই। তীর্থের মহিমা, রাস্তাঘাটের অবস্থা এখানকার ব্রাহ্মণগণও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবগত নহেন। এমন কি, কোন্ তীর্থে কিরূপ প্রণালীতে স্নান-দানাদি করিতে হয়, তাহাও অবগত নহেন। সুতরাং আপনি আমার সঙ্গে থাকিয়া যদি আমাকে ভারত ভ্রমণ করান তবে তীর্থযাত্রা ঘটিতে পারে। রাজা ও রাজপুরোহিতাদির অনুরোধে তিনি তীর্থযাত্রা করিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু তীর্থরাজ কাশীতে তিনি গমন করিতে পারিবেন না। তথায় রামসরোবরে কুম্ভীর এ শরীর গ্রাস করিবে—এরূপ ভবিষ্যৎ উক্তি শ্রবণ করিয়াই আমি সুদূর পূর্ব্বদেশে আসিয়াছি। পুরোহিত বলিলেন—কাশীর চতুর্দ্দিকস্থ দূর দূর তীর্থসকল ভ্রমণে কোন বাঁধা নাই। অন্য সকল তীর্থ ভ্রমণ করিলে আমাদের যে অভিজ্ঞতা লাভ হইবে, তাহার দ্বারা কাশীতে আমরা তীর্থকার্য্য করিতে সক্ষম হইব। আপনি কাশীর পূর্ব্বদিকে গয়াতীর্থে অপেক্ষা করিবেন। আমরা কাশী দর্শনান্তর আপনার সহিত মিলিত হইয়া দেশে ফিরিব। ব্রাহ্মণ রাজার ও ব্রাহ্মণগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে রাজার সহিত তীর্থযাত্রা করিলেন। প্রথমে ভারতের পূর্ব্বদিকস্থ তীর্থাদি দর্শন করিয়া দাক্ষিণাত্যে গমন করেন। তথা হইতে প্রভাস পুষ্করাদি দর্শনান্তর তাঁহারা উত্তর দিকে সিন্ধু-সরস্বতী তীরস্থ কুরুক্ষেত্রাদি দেখিয়া হরিদ্বার অভিমুখে গমন করেন। তথা হইতে বদ্রীকেদার গঙ্গোত্তরী হৃষীকেশাদি দর্শন করতঃ নৈমিষারণ্যে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। রাজপুরোহিত আপত্তি করিয়া বলিলেন—কাশী হইতে বহু পশ্চিমে তীর্থরাজ প্রয়াগ তথায় যাইতে আপনার আপত্তি কি? প্রয়াগ হইতে বৃন্দাবনাদি তীর্থাভিমুখে আপনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইবেন। তথায় আপনার সহিত আমরা মিলিত হইব। ব্রাহ্মণ কথাটা অযৌক্তিক নহে বিচারে প্রয়াগতীর্থে গমন করিলেন। প্রয়াগে তখন মাঘমেলা ছিল। পূর্ব্ব-পশ্চিম সব দেশের লোক তথায় সমবেত হইতেন। সেই সকল সমাগত ব্যক্তির মধ্যে কাশীর অনেক পণ্ডিত তীর্থপাণ্ডা ও সদ্‌গৃহস্থ আসিয়াছিলেন। মণিপুরের রাজা আসিয়াছেন শুনিয়া কিছু প্রাপ্তির আশায় প্রয়াগে মণিপুরের ক্যাম্পে তাঁহাদের সহিত আলাপ-পরিচয় করেন। তথায় কাশীর রামসরোবরের তুইটা পাণ্ডা ছিলেন। সকলেই বলিলেন আপনারা কাশীতে চলুন। কাশী মহাতীর্থ স্থান। কাশীর রামসরোবরে কুম্ভীরে আক্রমণ করিবে ইহা অসম্ভব ব্যাপার। কেননা রামসরোবরের জল শুষ্ক হইয়া মৃত্তিকায় ভরিয়া গিয়াছে। তাহা এখন জঙ্গলাকীর্ণ। আমরা রামসরোবরের পাণ্ডাগণের পুত্র। এই তিন পুরুষ রামসরোবরে যাত্রীর অভাবে আমাদের কষ্টের শেষ নাই। মহারাজ আসিয়াছেন। যদি তিনি রামসরোবরের জঙ্গল কাটাইয়া পঙ্কোদ্ধার করাইয়া জলোদ্ধার করেন, তবে তীর্থ টী রক্ষা পায়। না হইলে উহা চিরতরে বিনাশ পাইবে। রাজা ব্রাহ্মণকে বলিলেন—যে রামসরোবরের কুম্ভীর আপনাকে গ্রাস করিবে, সে সরোবরই নাই, তাহা জঙ্গলাকীর্ণ। ব্যাঘ্র-শৃগালাদির আবাসভূমি। যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, তবে চলুন কাশী যাই। কাশীর গঙ্গা ত আপনাকে গ্রাস করিবে না। ব্রাহ্মণ প্রয়াগে উপনীত পণ্ডিতগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাণ্ডাগণের উক্তি যথার্থ। তখন তিনি কাশীর বিদ্বান্, পণ্ডিত ও পাণ্ডা প্রভৃতির বাক্যানুসারে কাশী যাইতে সম্মত হইলেন। কাশীতে গিয়া তাঁহারা একটী ত্রিতল বাটী ভাড়া নিলেন। সেই বাড়ীর ছাদ হইতে রামসরোবর জঙ্গল দেখা যায়। রামসরোবরের পাণ্ডাগণ আসিয়া বলিলেন—এই যে জঙ্গলটী দেখিতেছেন, তাহাতে একবিন্দু জলও নাই। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া যখন পদার্পণ করিলেন, তখন এই সরোবরের চতুষ্কোণ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক এই জঙ্গল কাটিয়া মাটী উঠাইয়া জল উদ্ধার করিতে ২০০০৲ টাকার বেশী লাগিবে না। মহারাজের জয় হউক। ব্রাহ্মণগণের শুভেচ্ছা হউক বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিলে রাজা ব্রাহ্মণকে বলিলেন—আপনি বিচার করিয়া দেখুন, মণিপুরের রাজবংশের একটী স্মরণীয় কীর্ত্তি যদি এই সরোবরটীর জলোদ্ধার কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। ২০০০৲ টাকা কিছু বেশী নহে। জলোদ্ধার হইলে এই প্রাচীন তীর্থের জলে শত সহস্র লোক স্নান করিবে, দান করিবে। এমন সুযোগ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রাহ্মণ বহু চিন্তা করিয়া বলিলেন—রামসরোবরের আশে পাশে কূপ ব্যতীত কোন জলাশয় নাই। কুম্ভীর থাকারও কোন সম্ভাবনা নাই। কুম্ভীর গঙ্গাতেই থাকে। তাহার সহিত সরোবরের জলের নালার দ্বারা কোন সংযোগ নাই। কুম্ভীর আসার পথও নাই। সুতরাং সরোবরের জলোদ্ধার কার্য্যটী রাজা করিতে চাহিতেছেন। বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। রাজা পাণ্ডাগণকে ডাকিয়া বলিলেন—তোমরা যদি আমার কথামত কাজ কর, তবে রামসরোবরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জল উদ্ধার করিয়া দিতে পারি। রামসরোবরের চতুর্দ্দিকে যে পর্য্যন্ত মৃত্তিকা ফেলিতে হইবে, তাহার বাহিরে বাহিরে প্রথম একটী বেড়া দিতে হইবে। যেন তাহার মধ্যে কোন প্রাণী প্রবেশ করিতে না পারে।

পাণ্ডাগণ বলিলেন—জঙ্গল পরিষ্কার করিলে যে কাষ্ঠ মিলিবে, তাহা দ্বারাই অল্প খরচে এইরূপ বেড়া দেওয়া সম্ভবপর। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিলেন—যদি এরূপ শক্ত বেড়া দিয়া মৃত্তিকা ফেলান যায়, তবে কোন ক্ষুদ্র জন্তুও সরোবরে প্রবেশ করিবে না, ইহা নিশ্চয় কথা।

তদনুসারে জঙ্গল কাটিয়া বেড়া দিয়া মৃত্তিকা উত্তোলন কার্য্য আরম্ভ হইল। রাজার অনুরোধে ব্রাহ্মণ সে সকল কার্য্য দেখিবার জন্য গমন করেন এবং মৃত্তিকা উত্তোলন করা হইলে নূতন যে জল উদ্ধৃত হইবে, তাহাতে মৎস্যাদি কোন জল জন্তু যাইবে না; সুতরাং তাহাতে স্নান করিতে কোন আপত্তি নাই। আমিও স্নান করিতে পারিব। জল উদ্ধার হইল, ঘাট বাঁধা হইল, পুকুরের পাড়ে যজ্ঞবেদী স্থাপন করিয়া যজ্ঞ করা হইল। ব্রাহ্মণ সেই যজ্ঞে যোগদান করিলেন। যজ্ঞান্তে জলে প্রথম স্নান কে করিবে? যজ্ঞের ঋত্বিক্‌গণ বলিলেন—রাজা যজ্ঞের কর্ত্তা এবং ইনি একজন ব্রাহ্মণ ঋত্বিক্। আমরা মন্ত্র পাঠ করিব। ইঁহারা দুইজনে জলে স্নান করুন। রাজা ও ব্রাহ্মণ তদনুসারে জলে নামিলেন। রাজা বলিলেন—আপনি আমার গুরুস্থানীয় ঋত্বিক্। আপনি প্রথম ডুব দিন পশ্চাৎ আমি ডুব দিব। ব্রাহ্মণ তদনুসারে জলে ডুব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিলে রাজা কুম্ভীর হইয়া তাহাকে গ্রাস করিলেন। এইরূপই কর্ম্মসূত্রের ব্যাপার ঘটিয়া থাকে।

বন্ধন বলিতে আমরা কি কি প্রয়োজন তাহার চিন্তা যদি করি তবে বন্ধনকর্ত্তা বদ্ধ কর্ম্মরূপ বন্ধনরজ্জু উপাদানরূপ; ইহাদের অধিষ্ঠান এবং কি উপলক্ষে বন্ধন ঘটে ইহাই মনে জাগে। ঋগ্বেদের ১।১৬৪।২০

দ্বা সুপর্ণা সজুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত নশ্নন্নন্যো অভিচাকসীতি॥

তুইটী পক্ষী একই জাতীয় একত্র অবস্থানকারী একই বৃক্ষে শাখার উপরি অবস্থিত। তাহার একটী পিপ্পল বৃক্ষের ফল খায়। অপরটী খায় না চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করে। যেমন একটী উচ্চ অশ্বত্থ বৃক্ষে সর্ব্ব উপরিস্থ শাখায় একটী শকুনি বসিয়া আছে। তাহার কিছু নিম্নে অপর একটী শাখায় এক কোকিল পিপ্পলের ফল খাইতেছে। শকুনি ফল খায় না চারিদিক নিরীক্ষণ করে। এরা উভয়েই পক্ষাজাতীয় একই বৃক্ষে সহবাসী বটে। বাইবেলে দেখিতে পাই, এডাম ও ইভ স্বর্গীয় ইডেন নামক উদ্যানে বৃক্ষাদির রক্ষক মালীরূপে ছিল। ঈশ্বর তাহাদিগকে জীবন ও জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অন্য সব বৃক্ষের ফল খাইতে কোন বাধা ছিল না। তাহারা বহু দিন অন্য ফল খাইয়া ইডেনে কালযাপন করিতেছিল। স্বর্গীয় আর্কএঞ্জেল ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করায় ঈশ্বর তাহাকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করেন। বিতাড়িত হওয়ায় তাহার নাম সেটান হয়। তিনি ঈশ্বরের বিরোধী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া তাহাকে জব্দ করিবার জন্য সর্পাকারে ইডেনে প্রবেশ করে এবং ইভকে নিষেধিত ফল অতিশয় উপাদেয় তাহা খাওয়ার জন্য প্রলোভিত করে এবং বলে, যদি না খাও একটী ফলে কামড় দিয়া দেখ ভাল কি মন্দ। ইভ জ্ঞানবৃক্ষের একটী ফল লইয়া কামড় দেন। অতিশয় সুমিষ্ট সুস্বাদু বুঝিয়া একার্দ্ধ খাইয়া অপরার্দ্ধ এডামকে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করে। এডাম ইভের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ঐ ফলাংশ খাইয়া ফেলেন। ঈশ্বরের অনুচর এই সংবাদ ঈশ্বরকে জ্ঞাপন করিলে, ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করতঃ মর্ত্যলোকে শ্রমজীবী হইয়া চাষ-আবাদ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহের আদেশ করতঃ মর্ত্যলোকে তাহাদিগকে আবদ্ধ রাখেন। তেমনি এই পক্ষীদ্বয়ের একজন বৃক্ষের ফল খাইতেছিল অপরটী খায় না। দুইজনই একটী বৃক্ষে আবদ্ধ আছে। ঐ বৃক্ষের অধিষ্ঠানাদি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। কঠোপনিষদে ২।৩।১ বলে

"ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এবোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥"

এখানে মূল ও শাকাদির অবস্থান ভেদ বলা হইয়াছে। যে পক্ষী ও শাকাদির অবস্থান ভেদ বলা হইয়াছে। যে পক্ষী অভিচাকসিতি তিনি ঊর্দ্ধদিকে বিস্তৃত মূল আরোহণে মূলের অন্তে অর্থাৎ অক্ষরাৎ পরতঃ পর অব্যক্ত পুরুষকে জ্ঞাননেত্রে দর্শন করেন। যেমন গীতায় বলিয়াছেন—"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।" ১২।৫ তেমনি ক্লেশভয়ে ভীত অল্পমতি জনগণ অধস্থিত সাকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কষায়রসংযুক্ত পিপ্পল ফলকে সুস্বাদু বলিয়া ভক্ষণেই পরিতৃপ্ত হন। যেমন কোন বালক পাকা তেঁতুল খাইতেছে, মা বলিলেন, "টক খাইসনে", বালক বলিল—"বড় মিঠা"। তৎরূপ ফল ভক্ষণ ব্যাপারটীও বটে। এই মূলান্তে স্থিত পুরুষকে শ্রুতি জ্যোতির্ম্ময় অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম বলিলেন। বৃক্ষটীর নাম অশ্বত্থ। অশ্বত্থ অর্থ ন+শ্ব+স্থ যাহা শ্ব আগামীকাল পর্য্যন্ত স্থিতিশীল নহে। ক্ষণভঙ্গুর তাহাকে অল্পমতি সনাতন বলেন। এই ক্ষণভঙ্গুরত্ব লক্ষ্য করিয়া ঈশোপনিষদে "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" বাক্যটী বলা হইয়াছে। ভুঞ্জীথা শব্দের অর্থ ভোগ্যপদার্থের ভোগ করা, ব্রহ্মানন্দ ভোগ করাই তাৎপর্য্য। ব্রহ্মভোগ্য নহেন। যেমন শ্রুতি বলিয়াছেন— "ত্রিষু ধামসু যদ্ ভোগ্যভোক্তাভোগশ্চ যদ্ ভবেৎ তেভ্য বিলক্ষণম্।" ইহার কারণ অদ্বৈতের নিজস্ব কোন ভাবা নাই বা হয় না। অদ্বৈতবাদী দ্বৈতের ভাষা অবলম্বনেই দ্বৈতবাদীকে বুঝাইয়া থাকে। কঠোপনিষদে ১।৩।১

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্ধে।"

বাক্যটী রহিয়াছে। ঋগ্বেদের মন্ত্রে ১টী ভোক্তা, অপরটী অভোক্তা দ্রষ্টা মাত্র বলিয়াছেন। এখানে দ্বিবচন দ্বারা উভয়ে ভোক্তা বলা হইয়াছে। ইহার সামঞ্জস্যের জন্য কিছু বলা আবশ্যক। ঋতং শব্দটী দ্ব্যর্থ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। যেমন ঋগ্বেদে ১০।১৯০ সূক্তে "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিধ্যাৎ" ঋতং শব্দ সর্ব্বগত সত্য দীপ্তিমান্ ছিলেন। শ্রুতির অন্যত্র 'ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম' বাক্য দৃষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। যেমন পুরুষ অজ এস্থলে অজ, শব্দটী দ্ব্যর্থ ঘটিত। অজ নঞ্ তৎপুরুষ সমাসে ন+জ=অজ বলে। ইহার ব্যাসবাক্যে দুইটী ভাবধারা গৃহীত হয়। ন+জ=অজ। ন অস্য জন্ম অস্তি। ন জায়তে অস্মাৎ এই ব্যাসবাক্য দুইটী প্রয়োগ হয়। প্রথমটীতে অজ শব্দে তিনি স্বয়ম্ভু কার্য্য নহেন। দ্বিতীয়টীতে তিনি কার্য্যের কারণ নহেন বলা হইয়াছে। অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ হইতে বিলক্ষণ। যেমন কঠোপনিষদে ১।২।১৪ বলে—

"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।"

তিনি কৃতকার্য্য ও অকৃত কারণ হইতে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে বিলক্ষণ। তেমনি ঋতং অভিধানে হবি, হবির্যজ্ঞ, যজ্ঞাদির কর্ম্মফল যাহাকে মন্দমতিগণ অমৃত বলেন। যেমন ঈশোপনিষদে—

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বাঽসম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে॥

ব্রহ্ম অমৃতস্বরূপ "সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম"। সুতরাং ঋতৌ দ্বিবচনে কর্ম্মামৃতপায়ী ও ব্রহ্মামৃতপায়ী এই উভয়কেই গ্রহণ করিয়াছে। পিবন্তৌ কথাটী যাহা পান যোগ্য পেয় তাহারই গ্রহণকে বলে। অমৃত রসস্বরূপ রস শব্দের প্রয়োগ তৈত্তিরীয় উপনিষদে আত্মা অন্নরসময় এবং "রসো বৈ সঃ" বাক্যতে দৃষ্ট হয়। শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।"

দ্বৈতবাদী মতে অরস রসহীন পুরুষে রস নাম প্রয়োগ কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্চর্য্য নহে। অসম্ভবকে সম্ভব না করিলে দ্বৈতবাদ টিকে না। অষ্টাঙ্গ কেলিরূপ ভোগ্য শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ বিষয় পঞ্চকের অন্তর্গত। ইহাকে তাঁহারা আদিরস বলেন। আদিরস অর্থ আদিযুত মায়া বা আত্মা হইতে যে রস পাওয়া যায়, তাহাই আদিরস। "রসো বৈ সঃ" পুরুষের আনন্দরসও রস পদবাচ্য বলিয়া পেয়। এই অমৃতদ্বয়কে পিবন্তৌ বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে। এই ঋকের উক্ত বৃক্ষটী ভগবান্ গীতাতে ১৫শ অধ্যায়ে ৩টী শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন।

"ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১॥
অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥" ২॥

প্রথম শ্লোকটীর প্রথম পংক্তি কি? কঠোপনিষদে হুবহু নকল বলা যাইতে পারে। কেবল অবাক্ স্থলে অধঃ, সনাতন স্থলে অব্যয় চিন্তন যে অপরবাদীর মত তাহা খুলিয়া বলিয়াছেন। একই নিঃশ্বাসে গরম ও ঠাণ্ডা একযোগে আসে না, তেমনি ক্ষণভঙ্গুরস্থ অব্যয়ত্ব একই সময়ে সম্ভবে না। কঠ এই বৃক্ষটীকে অসার আবরণ বলিয়া দেখিয়াছেন তাহার অন্তরালে পরম-ব্যোমস্থ পুরুষ সর্ব্বত্র বিদ্যমান তদেব ব্রহ্মবাক্যে বলিয়াছেন। যেমন মন্দমতি গোদুগ্ধের শ্বেতবর্ণ ও তরলত্বই দুগ্ধ মনে করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহা অসার আবরণরূপে দেখেন এবং দুগ্ধ মন্থন করিয়া দুগ্ধের অণু অণু করিয়া সর্ব্বাঙ্গ হইতে যে মাখন বাহির করিয়া দেখান, ইহাও তেমনি। গীতায় ১৫।১ শ্লোকের শেষার্দ্ধে ভগবান্ কর্ম্মরূপা অবিদ্যা। অবিদ্যা অসার আবরণ মাত্র। সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ সেই হিরণ্ময় আবরণে আবৃত। অসার কর্ম্মরূপ আবরণের উন্মোচনেই কৃতকৃত্যতা। অর্থাৎ সদ্‌বস্তু লাভ। বৃক্ষের পাতা কখনও হাল্‌কা হরিদ্‌বর্ণ কখনও গাঢ় হইয়া সবুজবর্ণরূপে দেখা যায়। হরিদ্‌বর্ণ হাল্‌কা করিলে তাহাকে পীতবর্ণ বলে। ভাগবত পুরাণে ১২।১১।১১ শ্লোকে বিরাট পুরুষের অধঃদেশে আবরণ পীতবর্ণ বস্ত্র বলিয়াছেন, বাসশ্ছন্দোময়ং পীতম্। এবং সেই বস্ত্র কার্পাস বা রেশম দ্বারা নির্ম্মিত নহে। ছন্দাংসি বেদের কর্ম্ম-কাণ্ডের মন্ত্রাত্মক এইজন্য মন্দমতিগণ বেদ কেবল কর্ম্মই বলেন। তাহাতে জ্ঞানের কোন লেশ নাই, এইরূপ বলিয়া থাকেন। নান্যৎ অস্তি ইতি বাদিনঃ। গীতার এই শ্লোকে "ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি" বাক্য আছে। পুরুষবিধ নরাকার বিরাট পুরুষের অধোদেশের পীত আবরণের ন্যায় এই সংসাররূপ বৃক্ষটীরও অধোদেশ হরিদ্‌বর্ণ পর্ণাবৃত। বৃক্ষের পর্ণ হইতে বর্ণাদি আকর্ষণে পুষ্প ও ফল প্রসবের কারণ হয়। যজ্ঞের কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের প্রসবের ন্যায় ঘটনাটী দেখিয়া বেদের কর্ম্মকাণ্ডই বৃক্ষের পত্ররূপ আবরণ বলা হইয়াছে। বেদের বর্ণিত বৃক্ষের অধঃশাখা পত্র ও পুষ্পে ফলে সুশোভিত। সেই ফলভক্ষণকারী পক্ষীটীর দ্বারা ঋগ্বেদ যজ্ঞকর্ম্ম কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষীকে লক্ষ্য করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতিদর্পণকারী পক্ষীটী জ্ঞাননেত্রে বৃক্ষ ও ফল নেতি করিয়া পরমব্যোমস্থিত পুরুষকে দর্শন করেন। এবং বৃক্ষ আবরণের অন্তরালেও সর্ব্বগতকে দেখেন। ঋগ্বেদের সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রটী এই ১।২২।২০ "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।" ইহাতে আমরা অনশ্নন দর্শনকারী পক্ষীটীকে সূরিগণ মধ্যে গ্রহণ করিতে পারি। ছান্দোগ্য উপনিষদের দৈনন্দিন সবনত্রয়ে দেবগণের উদ্দেশ্যে হবণ করিবার বিধি আছে। এই হবির সারাংশ দেবগণের তৃপ্তিবিধায়ক হইয়া থাকে। সারাংশ সম্বন্ধে ঐ শ্রুতিতে বলিয়াছে—"ন বৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্ত্যেতদ্দেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।" ছাঃ ৩।৯।১॥ এই যে কর্ম্মযোগী ও জ্ঞানযোগী ইহারা পক্ষীদ্বয়। কর্ম্মের হেয়তা ও জ্ঞানের উপাদেয়তা স্থাপনই শ্রুতি ও গীতার উদ্দেশ্য। এই বৃক্ষটী ত্রিগুণা কর্ম্মের প্রতীক। এজন্য গীতায় দেখিতে পাই—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন"!

এজন্য ত্রিগুণের দ্বারাই কর্ম্মবৃক্ষের বৃদ্ধি প্রাপ্তি ঘটে। এবং বিষয় পঞ্চক এই বৃক্ষের প্রবাল (পল্লব) স্বরূপ। এই পল্লব হইতে পত্র রসাকর্ষণে পুষ্প ও ফলের উদ্গম ঘটায়। ছন্দময় পর্ণ ও তৎপ্রসূত পুষ্প ও ফলে মুগ্ধ হইয়া লোকে কর্ম্ম করে। এবং পুনঃ পুনঃ এই সংসাররূপ বৃক্ষে পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন। এই সংসারকে কেহ কেহ দুঃখার্ণব বলেন। এই দুঃখার্ণবে পুনঃ পুনঃ গতাগতি আকাঙ্ক্ষণীয় নহে। ঐতরেয় উপনিষদে দেখিতে পাই—"তা এতা দেবতাঃ সৃষ্টা অস্মিন্ মহত্যর্ণবে প্রাপতন্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তমশনায়াপিপাসাভ্যামন্ববার্জৎ।" কঠোপনিষদে অশনা পিপাসা বিষয়ে বলে—উভে তীর্ত্বা অশনা পিপাসে মোদনীয়ং হি লব্ধা মোদতে স্বর্গালোকে। ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি। এখানে ত্বং শব্দ যম মৃত্যুকে বুঝায়। এ কথাটী যমকে নচিকেতা বলিয়াছেন। যেমন মর্ত্ত্যলোকের লোকেরা বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তেমনি স্বর্গলোকে দেবতারা স্বর্গীয় অগ্নি চয়ন করিয়া যজ্ঞকর্ম্ম সম্পাদনে ফল লাভ করিয়া থাকেন। যম নচিকেতাকে এই স্বর্গীয় অগ্নিচয়ন বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন। যেমন ঋগ্বেদে বলে, "যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ" স্বর্গভোগ ও কর্ম্মানুবন্ধিনী। এই নরলোকে বৃক্ষ সকলের পত্র তাহার বিশেষ ক্রিয়াশীলতা আছে। আকাশ হইতে বর্ষণ উপযোগী মেঘকে আকর্ষণ করিয়া টানিয়া নেয় এবং মেঘকে বর্ষণ করিতে না দিয়া বায়বীয় অবস্থাতে বৃক্ষের পাতায় পাতায় জল সিঞ্চনে বাধ্য করে। ইহাকে ইংরেজিতে fog বলে। পত্র আকাশ হইতে অক্সিজেন নাইট্রোজেন কার্ব্বন টানিয়া নিয়া কার্ব্বন ও নাইট্রোজেন রাখিয়া অক্সিজেন ত্যাগ করে। মনুষ্যগণ সেই অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়। তেমনি অশ্বত্থ বৃক্ষের আবরকপত্র কর্ম্ম ও কর্ম্মফলপ্রসূ। এই অশ্বত্থ বৃক্ষের "ব" নামার মত কোন কোন মূল নীচমুখী আসিয়া থাকে। উর্দ্ধগত মূল অবলম্বনে পরমব্যোমে যাওয়া বড় ক্লেশকর। এজন্য লোকে সেই পন্থা ত্যাগে ঝটপট নিম্নমুখে নিম্নগ মূল ধরিয়া নামিয়া পড়ে। যেমন বালকেরা কণ্টক ভয়ে কুলবৃক্ষে আরোহণ করে না। যে কুল নিম্নে কুড়াইয়া পায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাই খায়; অথবা কোটা দিয়া কুল পাড়িয়া খায়। কুল কষায় রসবিশিষ্ট টক ঈষৎ মিষ্ট ক্ষুদ্রায়তন ফল। তাহার লোভ ত্যাগ করিতে পারে না। তেমনি মন্দ মতিগণ অশ্বত্থবৃক্ষের পিপ্পল খাওয়া সংস্কার ত্যাগ করিতে পারে না। কর্ম্মসূত্রের বন্ধন ফলে ইহলোকে পুনঃ পুনঃ গতাগতি করিয়া থাকে।

"ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলম্
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥"

এই যে সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষ ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের কর্ম্মসকল আবরণস্বরূপ। তাহা অশ্বত্থশব্দে কিয়ৎকাল স্থিতিশীল বলিয়াছেন, এই শ্লোকে তাহাকে অসৎ বলিতেছেন। গীতায় ২।১৬ শ্লোকে "নাসতো বিদ্যতে ভাবো না-ভাবো বিদ্যতে সতঃ" বাক্যটী রহিয়াছে। অসৎ শব্দ ন+সৎ নঞ্ তৎপুরুষ সমাসে নিষ্পন্ন। সৎ যাহা চির অবাধিত সত্ত্বাবিশিষ্ট চির অস্তি। অসৎ অর্থ নাস্তি যার বিদ্যমানতা আদৌ নাই। তাহা এই শ্লোকে প্রতিপাদন করিয়াছেন। "ন রূপংঅস্যেহ" এই বৃক্ষের কোন রূপ নাই। অর্থাৎ আকারাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই। যাহাকে লক্ষ্য করিয়া ইহা স্বরূপের উপলব্ধি ঘটে নাই। যে কোন বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহার আদি-অন্ত থাকে, প্রতিষ্ঠা থাকে। ইহার কোন আদি-অন্ত নাই, প্রতিষ্ঠাও নাই। এই রকম যে অশ্বত্থবৃক্ষ তাহার কখনও উৎপত্তি ঘটে নাই, তত্রাচ মন্দবুদ্ধি ইহার অস্তিত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বীকার করে। এই অশ্বত্থবৃক্ষ যাহার সঙ্গের জন্য লোকসকল ব্যাকুল। সঙ্গ অর্থ সাথে থাকা যাহা আদৌ নাই তাহাকে সঙ্গে রাখিবে এই তাহাদের বুদ্ধি। সঙ্গ আসক্তিকেও বলে। এজন্য গীতায় ভগবান্ ২।৬২-৬৩ শ্লোকে বলিয়াছেন—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

যেমন লোকে স্নেহডোরে বন্ধন করে, তেমনি আসক্তি তাহার সঙ্গ একটী বন্ধনরজ্জু। কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে আসক্তি বশেই মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। এজন্য সঙ্গরূপ রজ্জুর বন্ধন অসঙ্গ অর্থাৎ অনাসক্তিদ্বারা ছেদনের পরামর্শ দিয়াছেন। এবং যে পর্য্যন্ত সঙ্গসুখকে ছেদন না করে, ততক্ষণ সে পরমানন্দ লাভ ঘটে না।

গ্রীক মাইথলজীতে একটী আখ্যান আছে যে, যে পর্য্যন্ত ডেলফী দ্বীপস্থ এপোলো দেবীর মন্দিরে পূজা নিয়া তথাকার সিংহাসনস্থ রজ্জুর বন্ধনগ্রন্থীচ্ছেদ না খোলে, সে পর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি বিশ্ব বিজয় করিতে পারে না। আলেকজেণ্ডার দি গ্রেট মেসিডনিয়ার রাজা বিশ্বজয়ী-যাত্রার পূর্ব্বে ডেলফী দ্বীপে এপোলো দেবীকে পূজা দিতে যান; এবং তথাকার পুরোহিতকে প্রচুর ভেট চড়াইয়া তাহার সন্তোষ বিধানে রজ্জুগ্রন্থীটী দেখিতে চাহেন। পুরোহিত বাহিরের একটী টেবিলের উপর আসন বিছাইয়া তদুপরি রজ্জুগ্রন্থীটী স্থাপন করেন। লোক সকল চারিদিক্ হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই অদ্ভুত রজ্জু দেখিতে লাগিল। আলেকজেণ্ডার তরোয়াল খুলিয়া এককোপে সেই গ্রন্থী ছেদন করিয়া বিশ্ববিজয়ে যাত্রা করেন। সেইরূপ পরমপদে স্থান লাভ করিতে হইলে মায়ায় কর্ম্মসূত্রের বন্ধন ছিন্ন করিয়াই যাইতে হয়। অলমিতি বিস্তরেণ।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন

মন শব্দটী ম+ন অক্ষর দ্বারা গঠিত। ম=মরণ। ন নয়তি। যাহা মরণের দিকে নিয়া যায় তাহাকে মন বলে। মরণ শব্দের প্রতিযোগী অমরণ অমৃত। ইহলোকে মরণ অহরহ দেখিয়া থাকে। কেননা, এ লোকের নাম মরলোক (নরলোক)। মরণের ভয়ে সবাই চিন্তিত। এজন্য তাহারা অমরণকে কামনা করে। অমরণ অমৃতস্বরূপ যিনি, তিনি চক্ষু বাক্ ও মনের অগোচর। মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তের অতীতে কালের অতীতে স্থিত বলে। বেদের প্রমাণে তার অনুসন্ধান রত হয়। প্রার্থনা করে "অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।" শ্রুতি বলেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেদি কুতশ্চন। দ্বিতীয়াদ্ বৈ বিভেতি।" মায়া দ্বিতীয়া ভয়াত্মিকা, ভয়ানক, ভয়কারণ। মন বিনা কোন কাজ নাই। মন বিনা জগৎ নাই। এজন্য বঙ্গের কবি বলেন—

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার সাগরে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণ।
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ সবাই তোর পর কেহ নয় আপন।
পর প্রেমে কেন হইয়ে নিমগন ভুলিছ আপনা জনে॥

যাহা চক্ষে দেখা যায় তাহা সত্য বলিয়া সাধারণ লোক গ্রহণ করে। ইহাতে চক্ষুকে দ্রষ্টা বলিয়া বলা হয়; কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল দ্রষ্টাই আমি দেখিয়াছি বলে। তাহাতে চক্ষু দর্শন কার্য্যের সহায়ক একটী কারণ মাত্র হয়। বৈশেষিক দর্শনে আমি ও চক্ষু কেবল দর্শনের হেতু নহে। দৃশ্য আলোক ও মন সহযোগে দর্শন জ্ঞান হয়। শুধু আমি ও চক্ষু যখন থাকে তখন দর্শনজ্ঞানের অভাব ঘটিয়া থাকে। যেমন কোন কোন ব্যক্তি চক্ষু মেলিয়া নিদ্রা যান। সেই সময় গৃহে চোর ঢুকিলে চক্ষু ও আমি থাকা সত্ত্বেও চোরের দর্শন ঘটে না কেন? কারণ তখন মন সুষুপ্তিতে প্রাণে লয় থাকে। অন্নময় মন আপোময় প্রাণে লয় থাকে। চোরের প্রতিবিম্ব নিশ্চয়ই চক্ষুরূপ মসৃণ পদার্থে পতিত হয়। আমিও তখন দেহে আছেন তবে কেন চোরের দর্শন হয় না! এজন্য বৈশেষিকদর্শন ৩।২—"আত্মেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষে জ্ঞানস্য ভাবোঽভাবশ্চ মনসো লিঙ্গম্।" আত্মা ইন্দ্রিয় ও অর্থ সন্নিকৃষ্ট হইলেও কখন ত্যাগ হয়, কখন হয় না। ইহাতে তদতিরিক্ত কিছু নাই। ইহা অতি খেলো কথা। বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি আছে ইহা সকলেরই স্বীকৃত। কিন্তু বৈশেষিক মতে বুদ্ধি ব্যতীত অন্য ৩টী নিত্য ক্ষিতি, জল ও তেজ দৃশ্য হইলেও অনিত্য বলিয়াছেন। এমন কেহ নাই যিনি বলেন আমার মন নাই, বুদ্ধি নাই। ইংরেজিতে মনকে mind ও বুদ্ধিকে Intellect বলে। ইংরেজিতে I have no mind to do it. তাহাতেও আমি ও মন দুই জন অদৃশ্য হইলেও তাহাদের স্বীকারেই কথাবার্ত্তা বলা হয়। এবং আমি ও মন দুই জনেরই পৃথক্ত্ব সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়ে। আমি নামক ব্যক্তিকে চেতন কর্ত্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলে। অচেতন কর্ত্তার দৃষ্টান্ত নাই। সুতরাং মন অচেতন করণসামগ্রী মাত্র। দর্শন কার্য্যটী করিতে হইলে চেতন আমি ব্যতীত মন, চক্ষু আলোক দৃশ্য থাকা চাই। এখানে মনাদি করণ সামগ্রী। করণ কভু কর্ত্তা হয় না। ছান্দোগ্য উপনিষদে ৬।৫।৪ খণ্ডে "অন্নময়ং হি সোম্য মন আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি"। এই বাক্যটী গুরু তাঁহার চতুর্ব্বেদী শিষ্যকে বলিলে শিষ্য উহা গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। তখন গুরু তাহাকে ১৫ দিবস অন্ন খাওয়া বন্ধ করিয়া দেন এবং কেবল জলপান করিতে বলিলেন। ষোড়শ দিবসে তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, চারি বেদ তোমার কণ্ঠস্থ। তুমি অথর্ব্ববেদের অমুক সূক্তটী বল। শিষ্য বলিলেন, অন্নত্যাগে মন দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়াছে। স্মৃতিতে মন্ত্র জাগিতেছে না। বাকস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। গুরু বলিলেন, যাও আজ হইতে অন্ন খাইতে থাক। দ্বাদশ দিবস অন্ন গ্রহণ করার পর গুরু শিষ্যকে বলিলেন, আজ অথর্ব্ববেদের সূক্তটী বলিতে পার? শিষ্য বলিলেন, আজ মন সবল হইয়াছে, সূক্তটী বলিতে পারিব। তখন গুরু বলিলেন, জলপান করিয়া প্রাণে রক্ষা পাইয়াছ। অন্ন খাওয়ায় স্মৃতি সবল হইয়াছে। অন্নস্থ তেজে বাকস্ফূর্ত্তি হইয়াছে; সুতরাং অন্নময় মন জলময় প্রাণ ও তেজোময়ী বাক্ ইহার সত্যতা হাতে হাতে পাইলে। যাহা চেতন তাহা অজ অক্ষয় অব্যয় নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয়। আর যাহা অচেতন, তার জন্ম আছে বিকৃতি ঘটা আছে। সংস্কারের যোগ্যতা আছে। সংস্কৃত হইলেও পুনঃ বিকৃতি ঘটিয়া বিনাশ পায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐতরেয় উপনিষদে বলে ১।২।৪ "চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশৎ" ইহাতে মনের উৎপত্তি বলা হইয়াছে। উপরোক্ত দৃষ্টান্তে দেখিতে পাই মনের দুইটী কার্য্য। একটী স্মৃতিরক্ষা ও অন্যটী চিন্তন করা। এই দুইটী কার্য্যের হানি ঘটে মন যদি অসুস্থ, দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। ঐ দুর্ব্বলমনা ব্যক্তি মনকে হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ করার জন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়। চিকিৎসক অবস্থা বুঝিয়া ঔষধ ও পথ্যাদি নিয়মিত ভাবে গ্রহণ করিতে বলেন। এই যে মনের দুর্ব্বলতা ইহাই বিকৃতি। চিকিৎসক ঔষধ পথ্য দিয়া তাহার সংস্কার সাধন করেন। পুনঃ বিকৃত হইয়া মন বিনাশ পায়। এই যে চিকিৎসকের প্রদত্ত ঔষধ ও পথ্য তাহা অচেতন। এজন্য বলিতে হয় অচেতন ঔষধ পথ্য সেবনে অচেতন মন হৃষ্ট ও পুষ্ট বলিষ্ঠ হইয়াছে। মন যদি নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় অব্যয় হইত তাহা হইলে তাহার কোন সংস্কারের প্রয়োজন হইত না। মন বিকৃতি লাভের যোগ্য পদার্থ। কেননা যখন কোন সার্জ্জন কোন ব্যক্তির কোন অস্থি মাংস কাটিয়া ফেলিয়া দিবার প্রয়োজন মনে করেন, তখন তাহাকে chloroform করতঃ ঐ কর্ত্তনরূপ কার্য্য সাধন করেন। ইহাতে দেখা যায় chloroform-এর গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয় পর্য্যন্ত গমন করে এবং তাহাতে ইন্দ্রিয়গণ ও মন বুদ্ধির ক্রিয়া লোপ পায়। ঐ অবস্থায় রোগীকে শয্যায় রাখিয়া দেয়। শ্বাস-প্রশ্বাসসহ ২ ঘণ্টা ২॥০ ঘণ্টা পর যখন chloroform gas নিঃশেষে বাহির হইয়া যায়, তখন মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণ জাগে, সুখদুঃখের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই যে মনাদির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিকৃতি সহ চেতন আমি নামক ব্যক্তির বিকৃতি ঘটে না। মন যদি অলৌকিক অভৌতিক হইত, তাহা হইলে মন chloroform দ্বারা আক্রান্ত হইত না। যতক্ষণ chloroform gas ভিতরে থাকে, মনের ক্রিয়াশীলতা না থাকায় নিজদেহ পুত্রাদির দেহ বা জগৎদেহ ভাসে না। যেই মন ক্রিয়াশীল হয় অমনি জগৎ ভাসে। মন নাইত জগৎ নাই। যখন কোন ব্যক্তি মূর্চ্ছা যায়, যেমন হিষ্টিরিয়ার রোগী। তখন কি জন্য কি হয় তাই প্রশ্ন? বিশেষজ্ঞগণ বলেন, পেটের মধ্যে আহার্য্যের গলদ হইতে chloroform gasএর মত gas উৎপন্ন হয়। ঐ gas হৃদয়ে পৌঁছিলে মন আক্রান্ত হয় এবং মন-বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ারুদ্ধ হয়। ঔষধ প্রয়োগে বা সময়ে ঐ গেসের শক্তি হ্রাস পাইলে মূর্চ্ছা অবগত হয়, মন জাগে জগৎ ভাসে। সুতরাং যখন যখন মন সক্রিয়, তখন তখন জগৎ ভাসে। মনের চাঞ্চল্যেই জগৎ ভাসে।

কপিল মুনি সাংখ্যমতবাদে অচেতন প্রধানা বা প্রকৃতির বিকৃতি ঘটিলে মহত্তত্ব (সমষ্টি বুদ্ধি) উৎপন্ন হয়। তাহার বিকৃতি ঘটিলে অহঙ্কার তত্ত্বের উৎপত্তি ঘটে। অহং তত্ত্বের বিকৃতিতে মনের উৎপত্তি ঘটে। মন হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উদ্ভব হয়। এই অচেতন প্রধানা কি জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী? যে মনের চাঞ্চল্যে জগৎ ভাসে, তাহা অচেতন বিকৃতি স্বভাব পদার্থ। অচেতন প্রকৃতি জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী। তাহার তৃতীয় বিকৃতি মনই জগৎ রচনা করে। যেমন ভাগবতপুরাণে ১২।৫।৬ শ্লোকে দেখিতে পাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ।
তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ॥" ভাঃ স্কঃ ১২।৫।৬

বেদান্তশাস্ত্রে বলে অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের সমষ্টি সাত্ত্বিকাংশ হইতে মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহঙ্কার নামা অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের সৃষ্টি করে; সুতরাং দর্শনকারগণ মনকে অনুস্বভাব ও চঞ্চল বলেন (এটম্‌বৎ চঞ্চল)। অচেতনের সংজ্ঞা জ্ঞান নাই। অচেতন দ্রব্যের সঙ্ঘাতে স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরাদির উৎপত্তি ঘটে। কোন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানস্বরূপের খবর না জানায় মনের conscious ও Subconscious অবস্থাদ্বয় আরোপ করিয়াছেন। যেমন এক ব্যক্তি mail ট্রেনে ঘন্টায় ৪০ মাইল বেগে চলনশীল গাড়ীতে বসিয়া আছেন। তিনি যতক্ষণ বিশ্বাস করেন আমি বসিয়া আছি, ততক্ষণ তিনি রেল রাস্তার ধারে পুকুরের তীরস্থ তালবৃক্ষাদি ধাবমান হইতেছে দেখিয়া থাকেন। যখন কোন বিদ্বান্ তাঁহাকে বোধ করাইয়াছেন, তুমি বসিয়া নহ গাড়ী সহ ৪০ মাইল বেগে দৌড়াইতেছ, তখন তিনি বুঝিবেন তালগাছ ও পুকুরের দৌড়ান ব্যাপারটী আরোপ মাত্র। আমি দৌড়াইতেছি উহারা দাঁড়াইয়া আছে।

যেমন পুকুরের পাড়ে বসিয়া কতক লোক গল্পসল্প করিতেছেন। সূর্য্যের কিরণ মন্দ হওয়ায় পুকুরের জলের নীচে একটী চন্দ্রমা দেখা যাইতেছে। ইতিমধ্যে পুকুরের জলে ঢিল ছোড়ায় জল তরঙ্গায়িত হইল। তখন একটী বালক অপর একটী বালককে বলিল, দেখ জলের তলে চাঁদ নাচিতেছে। সকলেরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৃষ্টি চাঁদের নাচনীর দিকে গেলে একজন বলিল, চাঁদ নাচে না চাঁদের প্রতিবিম্ব জলের তলে নাচিতেছে। কেননা চন্দ্রমা একটী মাত্র। আকাশের দিকে তাকাও সেই চন্দ্রমা আকাশেই আছে। জলে ডুব দেয় নাই। মসৃণ জলে আকাশস্থ চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। আকাশের চাঁদ না নাচায় তাহার প্রতিবিম্ব নাচিতে পারে না; সুতরাং চাঁদও নাচে নাই, প্রতিবিম্বও নাচে নাই। তবে কে নাচিল চাঁদের প্রতিবিম্বের উপরিস্থ জল নাচিয়াছে। ঐ জলের তরঙ্গই জলের নাচনী। সেই উপরিস্থ জলের নাচনী চন্দ্রের প্রতিবিম্বের উপর আরোপ করিয়া চাঁদের প্রতিবিম্ব নাচিতেছে। এইরূপ উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানকে অধ্যারোপ বলে। তেমনি বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিবিম্ব অচল আত্মায় অচল প্রতিবিম্ব নাচে না, ক্রিয়া করে না। যেমন মসৃণ সাবয়ব পদার্থ প্রতিবিম্ব ধারণ করে। নিরবয়বের প্রতিবিম্ব হয়। যেমন নিরবয়ব আকাশের প্রতিবিম্ব জলে ভাসে। যেমন অরূপ রূপের প্রতিবিম্ব পাত হয়। আলাউদ্দিন চিতোরের রাণী পদ্মিনীর প্রতিবিম্বদৃষ্টে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বৃহদায়তন প্রাসাদ বা পাহাড়ের নিকট শব্দ করিলে প্রতিধ্বনি চ্যুত হয়। ঐ প্রতিধ্বনি অরূপ শব্দের প্রতিবিম্ব মাত্র। নিরবয়বের প্রতিবিম্বপাত হয় না, কেননা তাহাতে মসৃনতা অমসৃনতা নাই।

আত্মার স্বভাব নিশ্চল। তাহার উপরিস্থ মনোময় কোশের চাঞ্চল্যে যে ক্রিয়া তাহাতে জগৎ ভাসে। অচল প্রতিবিম্ব নিষ্ক্রিয় থাকেন। এজন্য তাহার কোন গতাগতি নাই। গীতায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৩৷৩২ শ্লোকে স্পষ্ট ভাষায় ভগবান বলিয়াছেন "শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে"। আমরা প্রতিদিন দিবারাত্রে তিনটী অবস্থার মধ্য দিয়া কাল কাটাইয়া থাকি। এই কাল জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন ভাগে বিভক্ত। জাগ্রৎ কালে দশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই বার জন মিলিয়া কাজ করে। ইন্দ্রিয়গণ মনের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কাজ করে। মন বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া কাজ করে; কিন্তু জগতে কেহই মন বুদ্ধিকে কর্ত্তা বলে না। কেননা মন ও বুদ্ধি অচেতন। অচেতন কর্ত্তার দৃষ্টান্ত নাই; সুতরাং সকলেই চেতন আমি নামক ব্যক্তিকে কর্ত্তা বলে। জাগ্রতের শেষে ইন্দ্রিয় সকল ক্লান্ত হইয়া বিশ্রামরত হয়, তখন মন ও বুদ্ধি সাতিশয় দ্রুত কর্ম্মনিষ্পন্ন করে। আমরা দেখিতে পাই, এক জাহাজ বা একটী পুল নির্ম্মাণ করিতে জাগ্রতে ২৷৩ বৎসর লাগে। স্বপ্নে মন বুদ্ধি ২৷৩ সেকেণ্ড উহা নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। এহেন দ্রুত কঠোর পরিশ্রমকারী মনবুদ্ধিকে কেহ কর্ত্তা বলে না। লোকে বলে, আমি সুস্বপ্ন দেখিয়াছি, আমি দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি, আমি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি। আমি নামক ব্যক্তিই স্বপ্ন দ্রষ্টা, দর্শন কর্ত্তা বলে। চাই সে কর্ত্তা অচল হউক নিষ্কল হউক অশরীর হউক। ইহা সকলই অধ্যারোপের ব্যাপার। তৃতীয় সুষুপ্তিকালে দশ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি থাকে না তাহাদের ক্রিয়াও থাকে না, তখন কে থাকে? আমি দেখি সকলেই নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া বলে, আজ আমি বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। তখন শরীরের সুখ, দুঃখ, মানসিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্লেশাদি থাকে না। যে আমি নামক ব্যক্তিটী থাকেন, তিনি কোটী কোটী প্রাণীকে নিদ্রার বড় সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। আমেরিকার অজস্র ঋণ প্রদান করার ন্যায় আমি নামক ব্যক্তি অজস্র সুখের আধার বলিয়া অজস্র সুখ বিতরণ করেন। কি রোগার্ত্ত, কি শোকার্ত্ত, কি সাধু, কি অসাধু সকলকেই সমভাবে বড়ই সুখ প্রদান করেন; সুতরাং আমি নামক ব্যক্তি সুখময় সুখপ্রদ সেখানে দুঃখের কোন স্থান নাই। যেই ঘুম ভাঙ্গে, মন বুদ্ধি জাগে, অমনি রোগ শোক সন্তাপ আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং দুঃখের পসরা মন বহে, আমি নহে। দুঃখময় সংসার মনের কল্পনায় না থাকিলে দুঃখ প্রতিভাত হয় না। ঐতরেয় উপনিষদে পুরুষবিধ আত্মা লোকাস্তু সৃজামি এমন ঈক্ষণ করিয়া স্বর্গ অন্তরিক্ষ ও মর্ত্যাদি লোক সৃষ্টি করেন। এই পৃথকত্ব তাঁহার মনেরই কল্পনা।

একটী বালক বাড়ীর ধারে রাস্তায় অন্যান্য বালক সহ কে আগে বুড়িকে ছোঁয় সেই খেলায় দলাভর দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটী করিতেছে। রাস্তায় হাড়ি ভাঙ্গা টুকরা পতিত ছিল। তাহাতে পা লাগিয়া বিদ্ধ হওয়ায় একটু রক্তপাত হইয়াছে। বালকের মন সেইদিকে না থাকায় দৌড়াদৌড়ি করার সময় বিদ্ধস্থানে ধূলি সংযোগ হওয়ায় রক্তবন্ধ হইয়াছে। বালক খেলাধুলায় অন্যমনস্ক থাকায় ইহা জানিতে পারে নাই। মাতা খাবার খাবি বলিয়া ডাকিলে সে আসিয়া মায়ের কোলে বসিয়া খাবার খাইতেছে। তখন মাতা দেখিলেন তাহার পায়ের নীচে রক্তযুক্ত ধূলি। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন খোকা! রাস্তায় রক্ত মাড়াইয়াছ? খোকা বলিল না রাস্তায় কোন রক্ত নাই বলিয়া খাবার খাইতেছে। মাতা সামান্য জল দিয়া ঐ ধুলি দূর করিলেন। রক্ত না থাকিলেও দাগ আছে। তখন বালকের দৃষ্টি সেই দাগে পতিত হওয়ায় সে নিকটস্থ পিতাকে কাঁদিয়া বলিল আমার পা কাটিয়া গিয়াছে বেদনা হইয়াছে। ঔষধ দাও। পিতা তাহাতে Tincture Iodine দিলেন। বালক শান্ত হইয়া খাবার খাইল। যতক্ষণ বালকের মন বিদ্ধস্থানে যায় নাই ততক্ষণ সে আপনাকে সুস্থ জানিয়াছিল; কাঁদাকাটির কোন প্রয়োজন হয় নাই। যেই মনে ঘা দেখিয়াছে অমনি কাঁদাও আরম্ভ হইয়াছে।

যেমন ভাগবৎ পুরাণের ১১।২।৩৮ শ্লোকে "অবিদ্যমানোঽপ্য-বভাতি হি দ্বয়ো ধ্যাতুর্ধিয়া স্বপ্ন মনোরথৌ যথা" প্রকৃত প্রস্তাবে অনিত্য ও অবাস্তব হইলেও মনের কল্পনা অনুসারে স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ ও মনোরাজ্য যেমন তত্তৎকালে সত্যের ন্যায় প্রকাশ পায়। দ্বৈত প্রপঞ্চ বিদ্যমান না থাকিলেও ধ্যানকর্ত্তার মন হইতে প্রকাশিত হয়। সুতরাং অচেতন মনের সংজ্ঞা থাকা আরোপ মাত্র। মনের এরূপ জড়তা জ্ঞানযুক্ত শিষ্য কেনোপনিষদে গুরুকে প্রশ্ন করিয়াছেন "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মন" তদুত্তরে গুরু বলিয়াছেন তৎ পদবাচ্য পরমপুরুষ যিনি "বিদিতাদথো অবিদিতাদধি"। অর্থাৎ অচল যিনি তিনি গৌণরূপে কর্ত্তা। যেমন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গ্রীষ্মকালে সূর্য্য কিরণের প্রাবল্যে বহুব্যক্তি Sun Stroke হইয়া মৃত্যুকে বরণ করেন। সেইদেশে সেই প্রচণ্ড গ্রীষ্মকালে কুশের ঘরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(খড়ের বাংলায়) বাস করে। অনেকে বস্ত্রনির্ম্মিত তাম্বুতে বাস করেন। খড় ও বস্ত্র উভয়েই দাহ্যবস্তু। সারাদিন রৌদ্রতাপে তাপিত হইলেও উহা জ্বলিয়া উঠে না। আর দেখা যায় Sun Stroke এ যাহাদের মৃত্যু হয় তাহাদের দেহস্থ বস্ত্রাদি ও পকেটস্থ দিয়াশলাই সিগারাদি জ্বলিয়া যায় না। তাহাতে বলিতে হইবে যে সূর্য্য দাহ্যবস্তু দহনে অনীশ নিষ্ক্রিয় কিন্তু দ্বিখণ্ড শুষ্ক তুলা প্রবল সূর্য্য কিরণে তিনঘণ্টা রাখা যায় তাহা জ্বলে না, কিন্তু যদি একটীর উপর একটী আতস কাঁচের টুকরা ধারণ করা যায় তবে সে আতস কাঁচ উষ্ণ না হইলেও তাহার উপকেন্দ্রে (focus) তুলা যে অংশে পতিত হয় তৎক্ষণাৎ তাহাতে দহন ক্রিয়া আরম্ভ হয় অর্থাৎ সূর্য্য দাহ্যবস্তু দহন বিষয়ে নিষ্ক্রিয় হইলেও তাহার আভাস (সূর্য্যাভাস) পাতজন্য দহন ঘটে। সূর্য্যাভাস কোন বস্তু নহে, সুতরাং সূর্য্যই গৌণরূপে দহন কর্ত্তা। তেমনি বুদ্ধিরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বপাতে বুদ্ধি মনাদি চঞ্চল হয় এবং সক্রিয় হয়। যেমন মেসিনাদি চেতন ব্যক্তিদ্বারা চালিত হইয়া চেতনবৎ কাজ করে। তেমনি স্ফুরিত বুদ্ধিবৃত্তি চেতনবৎ কাজ করে। এজন্য গীতায় ১৩৬ শ্লোকে স্ফুরিত বুদ্ধিবৃত্তিকে চেতনা বলিয়াছেন। চৈতন্যময় চেতনাংশ নহে। মন বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হয়। ইন্দ্রিয়গণ মনদ্বারা পরিচালিত হয়। তেমনি ইহারা চেতন আমি নামক ব্যক্তিদ্বারা পরিচালিত হয়।

ছান্দোগ্যের ৬।৫ অন্নং অশিতং ত্রেধা বিধীয়তে ··· যোঽণিষ্ঠ-স্তন্মনঃ॥ অন্ন স্বভাব মনের সংঘাত অবস্থা পঞ্চীকরণে বলা হইয়াছে। কিন্তু অন্ন কিরূপে সূক্ষ্ম হয়? কি প্রকারে সূক্ষ্মাতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূক্ষ্মতা লাভ করে তাহা চিন্তনীয়। অন্ন পচাইলে মদ হয়। সেই মদ হইতে যন্ত্রদ্বারা যে Spirit বাহির করিয়া নেয় তাহাও অন্নময়। সেই Spiritএর Molecule ভাঙ্গিয়া atom বা অনু হয়। তাহা অতীব প্রচণ্ড ও চঞ্চল। সেই atom সহ কিছু উপাধি যুক্ত হইয়া মনরূপ সংঘাত উৎপন্ন হয়। অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের সমষ্টি সাত্তিকাংশ হইতে অন্তঃকরণ চতুষ্টয় হয়। মন তাহার একভাগ। পঞ্চীকরণে যে ভূতের ॥০ আনা লইয়া অপর চারিভূতের ৵০ আনা করিয়া ॥০ যে মিশ্রিত ভূত উৎপাদিত হয় তাহাতে ॥০ আনা হিস্যা যার তার নামানুসারে নামযুক্ত হইয়া থাকে। ক্ষিতি তত্ত্ব ॥০ ($Nitrogen_8$) জলতত্ত্ব ৵০ (Water H_2O) $Hydrogen_2$। তেজতত্ত্ব ৵০ ($Carbon_2$) মরুৎ ৵০ ($Oxygen_2$) আকাশ তত্ত্ব ($Ether_2$) এই formula দ্বারা প্রদর্শিত হইতে পারে। ইংরেজী ফ্যাসানে অন্ন বা ক্ষিতিতত্ত্ব পঞ্চীকরণে যে রূপ ধারণ করে তাহা এইরূপ ক্ষি ৮+জ ২ +তে ২+ম ২+অ ২=ক্ষিতি বা অন্ন। ইংরেজী মতে $N_8+H_2+C_2+O_2+E_2$=Permutation Combination ন্যায় সোপাধিক Nitrogen অথচ Nitrogenous matter.

যেমন ইক্ষুদণ্ড pressure দ্বারা ইক্ষুরস বিনির্গত হয় সেই রস সমুদ্রের জলের ন্যায় নানাবিধ পদার্থযুক্ত অর্থাৎ সোপাধিক। তাহা জ্বাল দিলে কৃষ্ণবর্ণ ঈষৎ তিক্ত দ্রব পদার্থ উপরে ভাসে তাহাকে চিটাগুড় বা নালি বলে। উহাদ্বারা তামাক মাখিয়া থাকে। নীচে যে অংশ রহিল তাহাতে লতাপাতা দিয়া জ্বাল দিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈষৎ লালাভ দানাদার গুড় হয়। যাহারা চিড়া চর্ব্বণ করে তাহারা এই গুড় সাদরে গ্রহণ করে। পুনঃ এই গুড় অন্যকোন লতাপাতা দিয়া জ্বাল দিলে ঈষৎ হরিদ্রাভ ভেলি গুড় বা ভূড়া চিনিতে পরিণত হয়। সেই ভূড়াচিনি জল সহ জ্বাল দিয়া মল কাটিলে খান নামধেয় চিনিতে পরিণত হয়। পায়েসে এই চিনি দিলে দুধ ফাটিয়া যায়। সেই খান চিনিতে জল দিয়া ঈশৎ দুগ্ধ প্রক্ষেপ করতঃ জ্বাল দিয়া গাদ কাটিলে শ্বেতবর্ণ ভূড়া চিনি তৈয়ার হয়। ইহা দ্বারা পায়েস করিলে দুধ ফাটে না। এই চিনি আবার জল দিয়া জ্বাল দিলে তাহা হইতে স্ফটিকবৎ দানাদার মিশ্রি উৎপন্ন হয়।

তেমনি মৃত্তিকা আঠাল বালুময় বা দোআসলা হইয়া থাকে। সেই আঠাল মৃত্তিকা দ্বারা কুম্ভকার মাটির বাসনাদি তৈয়ার করাইয়া পোড়াইয়া বিক্রি করেন। খার ও বালুতে কিছু মসল্লা দিয়া কাঁচ তৈয়ার হয়। এই কাঁচ ভাল crystal বা স্ফটিকবৎ করিয়া নামাইলে লেন concave, convex বা ত্রিকোণাদি আকার যন্ত্র নির্ম্মান হয়। এই ত্রিকোণা কাঁচখণ্ড মধ্য দিয়া সূর্য্যকিরণ আসিলে তাহাতে সপ্তবর্ণ সপ্তকিরণ সপ্তরশ্মি পরিদৃষ্ট হয়। সেই কাঁচ কোন কায়দায় Spectroscope নির্ম্মাণ করিলে তাহার মধ্য দিয়া সূর্য্যকিরণ আসিলে তের প্রকার রংবিহীন রশ্মিসকল পরিদৃষ্ট হয়। যেমন X. Ray, Infra Ray, Radio Ray, Cosmic Ray, Gama Ray প্রভৃতি নরচক্ষুর অগোচর। কিন্তু যন্ত্রস্থ থাকাকালে বিজ্ঞানবিদ বিজ্ঞাননেত্রে দর্শন হইয়া থাকে। ইহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Dr. Einstein বলিয়াছেন। উহাদের ব্যবহার কতিপয় বর্ষমধ্যে সম্প্রসারিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগের নাম লৌহযুগ বলা যায়। সোপাধি লৌহ দ্বারা রেলিং সিক প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। উহার নাম Cast Iron। Cast Ironএর উপাধির কতকাংশ বিদূরিত করিলে Wrought Iron যাহা দ্বারা দা, কুড়ালাদি নির্ম্মিত হয়। Wrought Ironএর কতকাংশ উপাধি বিদূরিত করিলে Steel হয়। যাহা দ্বারা দা-কুড়ালের তীক্ষ্ণাংশ নির্ম্মিত হয়, এবং ছুরি কাঁচি প্রভৃতিও হয়। এই Steelকে High Pressure Temperature আদি দ্বারা পরীক্ষা করিলে তাহা শ্বেতবর্ণ লৌহ হয়। যাহার Plat জলযান জাহাজের নিম্নে দেওয়া হইয়া থাকে। এই শ্বেতবর্ণ Steelএ জং পড়ে না। ইহা দ্বারা থালাবাটী প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া ব্যবহৃত হইতেছে। না বলিয়া দিলে লোকে ইহাকে রূপার থালাই মনে করে। এখনও স্বর্ণাভ লৌহ নির্ম্মিত হয় নাই। কিন্তু বেদে স্বর্ণকে লৌহমনি বলে। এবং সাধারণ লৌহকে কৃষ্ণায়স বলে। লোহাকে সোনা করার জন্য এলকেমি বা রসায়ণ শাস্ত্র তৈয়ার হইয়াছে। ভারতে পরশ পাথর স্পর্শমণি সংযোগে লৌহকে স্বর্ণ করে পরশ পাথর করে না। কোনও মাহাত্মা কোন বৃক্ষনির্য্যাস দ্বারা তাম্রকে স্বর্ণ করেন শুনিতে পাই। এক হইতে নানা পদার্থ রচিত হয়।

ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপে কোন ফরাসী রসায়ণবিদ Charcoal, Graphite, Diamond একই Carbon, velocity

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Pressure ও temperatureএর তারতম্যে Permutation ও Combinationএ নানাত্ব। ইহার কতিপয় বর্ষ পরে কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন ৭৯ প্রকারের মৌলিক পদার্থ স্বীকারের প্রয়োজন নাই। এক Protyle হইতে এই সমস্ত পদার্থ কাঁপ, চাপ, তাপ, তারতম্যে ঘটিয়া থাকে। সম্ভবতঃ মহর্ষি কপিলের প্রকৃতির বিকৃতি ও বিকৃতির বিকৃতিরূপ মতবাদটী গ্রহণ করিয়াছেন। উহার বিকারে মহৎতর তাহার বিকারে অহংতত্ত্ব তাহার বিকারে মন (mind) উৎপন্ন হয়। মনের বিকারে পঞ্চতন্মাত্র হয়। পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূতাদির উৎপত্তি ঘটে। তাহা হইতে জগৎ। বর্ত্তমানে Protyle শব্দের পরিবর্ত্তে Nutron শব্দটী প্রয়োগ হইতেছে। যদিচ Platinum স্বুবর্ণাদি Nutron হইতে উৎপত্তি এখনও ঘটে নাই। এই প্রকৃতিবাদ মায়াবাদ নামে ঋগ্বেদের সময় হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। সেই প্রকৃতির বিকৃতাংশ মন অচেতন সূক্ষ্ম পদার্থ। ইহা আমার মনে থাকে না বাক্য হইতে জানা যায়।

যেমন স্মরণ কর্ত্তার স্মৃতিফলক মাত্র। স্মৃতিরূপ ফলকে স্মরণের বিষয় অঙ্কিত থাকে। যেমন Gramophon যন্ত্রের গ্যাডাফর্চ্চার নামক গোল কৃষ্ণবর্ণ ফলকে গান অঙ্কিত থাকে। চক্ষে দেখা যায় না। Pin দিলে গান প্রকাশ পায়। তেমনি স্মরণ কর্ত্তার পূর্ব্বদৃষ্ট শ্রুত বিষয় মনরূপ স্মৃতিফলকে অঙ্কিত থাকে। স্মরণ কর্ত্তার প্রচেষ্টারূপ pin দ্বারা তাহা বাহির হইয়া আসে। মন গ্যাডাফর্চ্চার ফলকের ন্যায় অচেতন পদার্থ। চিত্র অঙ্কনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিষ্ঠান। অধিষ্ঠান শব্দে জড় দেশ বা স্থানকে বুঝায়। গীতায় বলে—

"কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।

কাম ক্রোধাদির আবাসভূমি। সুতরাং অচেতন জড় মন তাহার কোন সংজ্ঞা নাই। চেতন চেতাইলে চেতনবৎ কার্য্য করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশোপনিষৎ

গ্রন্থের পরিচয়

এই উপনিষদের প্রথম শব্দ ঈশ্ থাকায় এই গ্রন্থের নাম ঈশোপনিষৎ হইয়াছে। ইহা শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয় সংহিতা বলে। তাহার শেষ অধ্যায়ে নবজ্ঞ আঙ্গিরস বংশীয় মহর্ষি দধীচি ইহার দ্রষ্টা। এই মন্ত্রের বিনিয়োগ নাই। ঋষি দধীচি ঋগ্বেদের প্রাচীনতম মধুবিদ্যা বিশারদ্ ঋষি বলিয়া ১।১১২ ও ১।১১৭ সূক্তে দৃষ্ট হয়। ইহাঁরই দেহখানি দ্বারা ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার দ্বারা বৃত্রাসুরকে বধ করা হয়। যে মহান ঋষির অস্থি নির্ম্মিত বজ্রে অসুর বিনষ্ট হয় সেই মহর্ষির বাক্-বজ্রে মায়া ও তৎকার্য্য বিনষ্ট হয়। সেই বাক্-বজ্রের নাম ঈশা উপনিষদ। শুক্লযজুর্ব্বেদের গ্রন্থখানি ৪০টী অধ্যায়েযুক্ত। তাহাতে ৩৯টী অধ্যায় নানারূপ যাগযজ্ঞের কর্ম্মবিষয়ক মন্ত্র বিশিষ্ট। শেষ অধ্যায়টীতে ব্যবহারিক সত্তা যজ্ঞাদি কর্ম্মের নিন্দাদৃষ্ট হয়। এবং ইহাতে পারমার্থিক সত্তা উল্লেখ করায় অদ্বিতীয় পরমধর্ম্ম বিষয় উক্ত হইয়াছে।

শান্তিবাক্য

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থ—নিকটে ও দূরে যে সকল পরিদৃষ্ট বা অনুমিত হয় তাহার নিকটস্থ পদার্থগুলি যাহা চক্ষু ইন্দ্রিয় গোচর বা অন্য কোন ইন্দ্রিয় গোচর তাহাকে ইদং বলে। যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে এমন স্থানে স্থিত পদার্থকে অদঃ বলে। ইদং অর্থ এই এবং অদঃ অর্থ সেই বা তৎ বলিয়া অভিহিত হয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা দৃষ্টিগোচর তাহাকে প্রপঞ্চ বলে। প্রপঞ্চ অর্থ প্রকৃষ্ট পঞ্চভূত বিনির্ম্মিত। প্রপঞ্চ চক্ষুরাদি দৃশ্য বলিয়া দৃশ্য প্রপঞ্চ বলে। দৃশ্য প্রপঞ্চের বাহিরে যাহা তৎপ্রদ তাহা অদ শব্দবাচ্য। প্রপঞ্চ ইদং পদবাচ্য। এই ইদং এবং তৎ (অদ) এর জন্য যে অধিষ্ঠাতা কল্পিত হয় তাহাকে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম আত্মা বা ব্রহ্ম বলে। এইজন্য অদ ও ইদং উভয়েই ব্রহ্মের দ্বারা পূর্ণ। ব্রহ্ম অর্থ বৃংহত্বাৎ বৃহত্বাৎ ব্রহ্ম। যাহা হইতে বৃহৎ আর নাই তাহাকে বৃহত্তম পুরুষ বা ব্রহ্ম বলে। অন্য সব কিছু তাহা ক্ষুদ্রায়তন ও পরিচ্ছিন্ন। যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহাই ইদং অন্তর্গত। যাহা অপরিচ্ছিন্ন তাহাকে অদ বলে। এই যে অদ পূর্ণ তাহা হইতে ইদং পূর্ণ উদচ্যতে বাহির হইয়া আসে অর্থাৎ সর্ব্ব পূর্ণ পুরুষের বাহিরে ইদং পূর্ণ পরিদৃষ্ট হয়। যদি ইদং পূর্ণের পূর্ণত্তা গ্রহণ করা যায় তবে পূর্ণই অবশেষ থাকে। যেমন একটী বৃহদায়তন পুকুর জলে পূর্ণ, নীচে ছিদ্রযুক্ত একটী লোহার টৌকনা (Tank) সেই পুকুরে বসান যায় তবে সেই টৌকনা পুকুরের জলে পূর্ণ হয়। এখানে লোহার টৌকনা ইদং পূর্ণ স্থানীয়। যাহা বৃহৎ আয়তন পুকুর হইতে গৃহীত হইয়াছে। এখানে টৌকনার জল ইদং পূর্ণ ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুকুরের জল অদ পূর্ণের দৃষ্টান্তের স্বরূপ গ্রহণ করা যায়। যদি ঐ লোহার টোকনা উঠাইয়া আনা যায় ছিদ্র থাকায় জল পড়িয়া গেলে লোহার টোকনাটী হাতে আসিল এবং পুকুরের জল পুকুরেই রহিল। এই দৃষ্টান্তানুসারে সর্ব্বব্যাপী পুরুষের অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহায়তনে অবস্থিতি করে। দেহায়তন দূরীভূত করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সর্ব্বব্যাপীতে একীভূত হয়। ইহার একটী দৃষ্টান্ত পুকুরের জলে আকাশের চাঁদের একটী বৃহৎ প্রতিবিম্বপাত হয়। যদি সেই পুকুরের জলে ঢিল প্রভৃতি ছুড়িয়া তরঙ্গ উঠান যায় তবে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলতরঙ্গের একটী করিয়া চন্দ্রের প্রতিবিম্ব হয়। জল নিস্তরঙ্গ হইলে ঐ তরঙ্গ সহস্রের প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের প্রতিবিম্ব সকল বৃহৎ এক চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। ইহা ব্যষ্টি ও সমষ্টির একতা দৃষ্টান্ত স্থল।

এই নরলোকে মনুষ্যগণ দুইভাগে বিভক্ত দৃষ্ট হয়। এক পারমার্থিক সত্তায়, দ্বিতায় ব্যবহারিক সত্তায়। প্রথম সত্তায় যাহারা স্থিতিশীল তাহারা নিবৃত্তি মার্গাবলম্বী। দ্বিতীয় সত্ত্বায় স্থিতিশীলগণ প্রবৃত্তি মার্গাবলম্বা। নিবৃত্তি অর্থ দৃশ্যপ্রপঞ্চ বা জগৎ ক্ষণভঙ্গুর দুঃখময় এজন্য সর্ব্বকর্ম্মের সঙ্গ ত্যাগে তাহা অসঙ্গ অবস্থায় অবস্থিতি করেন। জগতে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি হইয়া সর্ব্বব্যাপী অখণ্ড একরস জ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় আনন্দময় পুরুষের অনুধ্যানরত হন। যেমন সনৎকুমারাদি। প্রবৃত্তি মার্গাবলম্বী জগৎ ও কর্ম্ম সত্য এবং জগতে কর্ম্ম করিবার জন্য আমরা আসিয়াছি এই বিশ্বাসে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। এজন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মও জ্ঞানের সমুচ্চয় সম্ভবে না। একজনের গতি উত্তরদিকে, উত্তমদিকে, পুরুষোত্তমেয় দিকে। অন্যজনের গতি ভোগ্য, ভোগ ও ভোক্তা স্বরূপে দুঃখহীন সুখভোগে স্বর্গাদি গমনে লক্ষ্য। স্বর্গ সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা উভে তীর্ত্বাঽশনায়া পিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে। তথায় যম ও জরার ভয় নাই। এই পথদ্বয়ের মান তুলনার্থ ঋষি দধীচি অষ্টাদশ শ্লোকময় স্বল্পোনিষদে বলিয়াছেন। তার প্রথম শ্লোকে সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস করতঃ আনন্দভোগার্থ উপদেশ দিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্লোকে যাহারা এই কর্ম্মসন্ন্যাস করিতে অসমর্থ তাহাদের পক্ষে যাবজ্জীবন শ্রুতি-বিহিত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করিয়া স্বর্গপ্রার্থীর অধিকারী হইয়া থাকিতে বলিয়াছেন। এই স্বর্গপ্রাপ্তি সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদের "প্লবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা" এইটী গীতায় ৯।২১ শ্লোকে "তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥" স্বর্গবাসী দেবগণের ভোগ্য ভোগ নরলোকবাসী নরলোকগণ পুণ্যক্ষয় পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া থাকেন। পুনঃ দুঃখময় সংসারে আসিতে হয়। এই পুনঃ পুনঃ গতাগতি দোষাবহ বুঝিয়া জ্ঞানাগ্নির দ্বারা কর্ম্ম ও কর্ম্মফল সবীজ ভস্মীভূত করিবার জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু কর্ম্মের লেপ এত সুকঠিন যে অনেক জন্ম সাধন করিয়া তবে লেপ হইতে মুক্তিলাভ করে। গীতায় বলে— "অনেক জন্ম সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম" ৬।৪৫। এজন্য দধীচি বলিয়াছেন যাহারা শ্রুতিকর্ম্মপরায়ণ তাহাদের অন্য কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথ নাই। অর্থাৎ গীতার ভাষায় "নান্যদস্তীতি বাদিনঃ।" তাহাদের "ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে" অবস্থা লাভ সুদূর পরাহত। কর্ম্মের লেপ অর্থ কর্ম্মফল জন্য পুনঃ কর্ম্মোপযোগী দেহ প্রাপ্তি। লেপ অর্থ আচ্ছাদন। দেহরূপ আচ্ছাদনে দেহী একদেহ বিনষ্টে পুনঃ পুনঃ অন্যদেহ লাভ করেন। ইহাই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গের বিশেষত্ব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈশোপনিষৎ

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্‌॥১

ঈশাবাস্যং অর্থ ঈশদ্বারা ব্যাপ্ত আচ্ছাদিত। গীতার ভাষায় ৯।৪ শ্লোকে "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা"। এই জগতে যাহা কিছু দেখা যায় সকলই জগৎ। এই জগৎ অর্থ ব্যাকরণে বলে গমধাতু ক্বিপ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। গচ্ছতি ইতি জগৎ। কোথায় গচ্ছতি প্রলয়ের দিকে গচ্ছতি। এইজন্য বিনাশশীল এই জগৎ শব্দের অর্থ হইতেছে। ভগবান শঙ্করাচার্য্য জগৎ শব্দের প্রতিশব্দ দ্বৈত রূপম্‌ করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যাহার উৎপত্তি আছে তাহা বিনাশশীল হইয়া থাকে। ইহা পরিণাম বাদ বা অবচ্ছেদ-বাদ বা আভাসবাদ। পুরুষ সর্ব্বব্যাপী জন্য তাহার বাহিরে কোন জগৎ উৎপত্তি সম্ভবেনা। জগৎ শব্দটী বন্ধ্যাপুত্র সদৃশ। মাণ্ডূক্য কারিকায় বলেন, "বন্ধ্যা পুত্র ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে" সুতরাং জগৎ যাহার উৎপত্তি সম্ভবেনা তাহার বিনাশ বলা চলে না। এজন্য বিবর্ত্তবাদে রজ্জুসর্পবৎ জগতে দ্বৈতের উৎপত্তি ও নাশ মনেই ঘটে অল্পবুদ্ধি অধ্যাস বশে দ্বৈতে জন্মমৃত্যু বলিয়া থাকে। বিনাশের প্রতিযোগী অবিনাশী শব্দ। অদঃ অবিনাশী এবং ইদং সর্ব্বং বিনাশশীল এই বলা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন এক কটাহ পূর্ণ গোতুগ্ধ আছে। একটী সূচ্যগ্রদ্বারা কড়াইয়ের যে কোন অংশ হইতে তুগ্ধ গ্রহণ করিলে তুগ্ধের তরল শ্বেতবর্ণের পদার্থের একটু পিচ্ছিলতা অনুভব আসে। অল্পবুদ্ধি জনগণ গোতুগ্ধ বলিতে শ্বেতবর্ণ তরল পেয় (পানের উপযুক্ত) পদার্থ গ্রহণ করেন। সূচ্যগ্রের যে পিচ্ছিলতা তাহা মসৃণ লৌহের ব্যাপার বলিয়া মনে করে। তীক্ষ্ণধীগণ এই পিচ্ছিলতা অবলম্বনে বলেন যে গোতুগ্ধের শ্বেতবর্ণ অনর্থক অসার আবরণ মাত্র। ঐ পিচ্ছিল তাই বস্তু শুনিয়া জনগণ হাসিয়া থাকে। তথায় সেই ধীসম্পন্ন ব্যক্তি একটী মন্থন দণ্ডদ্বারা সেই গোতুগ্ধ মন্থন করিলে অসার শ্বেতবর্ণ পেয় তরল পদার্থ নিম্নে রহিল যাহাকে লোকে অসার ঘোল বলে এবং উপরে উহার ঈষৎ স্বর্ণাভ মাখন ভাসিতে থাকে। এই মাখন তুগ্ধের প্রতি অণুতে অণুতে অব্যক্ত মূর্ত্তিতে ব্যাপ্ত ছিল তাহাই বস্তু আদরণীয়। নিম্নস্থ ঘোল সম্বন্ধে বঙ্গদেশে তুই প্রবাদ বাক্য আছে। তাহার একটীকে বলে আজ অমুককে ঘোল খাওয়াইয়াছি, আজ অমুকের মস্তকে ঘোল ঢালিয়া দিয়াছি। ঘোল এত অসার পদার্থ তাহার ব্যবহার করিলে তাহাকে বেকুব বলে। বর্ত্তমানে এসিড দিয়া তুগ্ধ ফাটাইয়া ছানা গ্রহণ করে। ছানার জল সকলেই ফেলিয়া দিয়া থাকে। ছানার জল ও ঘোল তুই অসার পদার্থ। লোকচক্ষু যাহা দর্শন করে তাহা তুগ্ধের উপরের আবরণের ন্যায় আবরণ মাত্র। তাহার অন্তরালে প্রতি অণুতে অণুতে সর্ব্বব্যাপী ঈশ অব্যক্ত মূর্ত্তিতে থাকে। "ইদং সর্ব্বং" সেই অসার আবরণ এইজন্য শ্রুতি দয়া করিয়া বলিয়াছেন "তেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ” ঘোলরূপ আবরণ ফেলিয়া দিয়া মাখনরূপ ঈশকে গ্রহণ কর। ভুঞ্জীথাঃ অর্থ আনন্দ উপভোগ কর। ঈশ অর্থ ঈ+শ। “ঈক্ষণাদি শময়িত করতঃ” যিনি আত্মা প্রকাশ করেন তিনিই ঈশ। যেমন মাণ্ডূক্যোপনিষদ বলে “প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্”। দৃশ্যপ্রপঞ্চ সেই অসার আবরণ দূরীকরণের জন্য এই ঈশোপনিষদের ১৫ মন্ত্রে পুনরুক্তি দেখা যায়।

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

গীতায় ৯।৪৫ শ্লোকে বলে সর্ব্বব্যাপী পুরুষ সর্ব্বভূতে অবস্থিত নহে এবং সর্ব্বভূতও সর্ব্বভূতে অবস্থিত নহে। কথাটী সোজা ভাষায় বলা হইল হরি জগতে নাই জগৎ হরিতে নাই। অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম চিন্ময়সৎ। তাহাতে অসৎ মৃন্ময় জগতের স্থান নাই। ইহা আপাততঃ কেমন কেমন বোধ হয়। কিন্তু সেই গোদুগ্ধ মন্থনের পর মাখন যাহা উপরে দৃষ্ট হয় তাহাতে ঘোল নাই। শ্বেতবর্ণ অসার :যাহা ঘোল সহ নীচে দৃষ্ট হয়। তাহাতে অর্থাৎ অসৎ আবরণরূপ ঘোলে মাখন থাকে না। এজন্য গীতায় ২।১৬ শ্লোকে ভগবান স্পষ্ট অক্ষরে বলিয়াছেন “নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।” যেমন চাকচিক্যময় শ্বেতবর্ণ ঘোল পরিত্যাগে লোকে মাখন গ্রহণ করে তেমনি মৃণ্ময় ক্ষণভঙ্গুর জগৎ ত্যাগে ঈশকে গ্রহণ করে। যাহা অসার ক্ষণভঙ্গুর তাহা কেহ মূল্যবান সামগ্রী বলিয়া মনে করে না। এইজন্য শ্রুতি বলিলেন “মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্”। ইহার অর্থ ধন কোথায় যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি গৃধ বা লোভ করিবে? জগতের সর্ব্ব পদার্থই আপাততঃ মনোরম গ্রহণ যোগ আছে বলিয়া প্রতীত হয়; বস্তুতস্তু নাই। ইহা ভাগবত পুরাণে বলিয়াছেন "অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়ো" ১।১২।৩৮ দৃশ্য অর্থ দ্বৈত। তাহা বিদ্যমান না থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন সিনেমা হলের দৃষ্ট দৃশ্য সকল ঐ হলে না থাকিলেও আছে বলিয়া প্রতীত হয়।

কোন কোন মতবাদী অসার আবরণরূপ জাগতিক পদার্থকে মূল্যবান মনে করিয়া অব্যক্ত পুরুষে বিশেষ চিত্ত না দিয়া বলেন, বহু কৌশলে ও পরিশ্রম দ্বারা পঞ্চভূত নির্ম্মিত মনুষ্যদেহ মনবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি রচনা করিয়াছেন। এবং তাহাদের ভোগের জন্য শব্দ স্পর্শরূপ রস গন্ধ অতি সূক্ষ্ম ভোগ্য পদার্থ সকল রচনা করিয়াছেন ও সেই সকল সুখপ্রদ ভোগ্য পদার্থ ভোগের জন্য কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা এই ইন্দ্রিয় পঞ্চক সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সকল ইন্দ্রিয়গণকে পরিচালিত করিবার জন্য মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত এই অন্তঃকরণ চতুষ্টয় সৃজন করিয়াছেন। এই সমস্ত সৃষ্টি পরিত্যাগ করিলে সৃষ্টি কর্ত্তার বিরাগভাজন হইতে হইবে ইহা সুনিশ্চিত কথা। কেননা, যদি কেহই এই সকল ভোগ্য পদার্থ গ্রহণ না করে তাহার সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়া যায়। এজন্য এ সকল ভোগ করিলে ঈশ্বরের কৃপাভাগী হইয়া স্বর্গাদিলোকের দেবভোগ্য ভোগ করিবার সুযোগ মিলিবে। এইজন্য তাঁহারা "তেন ঈশ্বরেণ ত্যক্তেন প্রদত্তেন ভূঞ্জীথা" ঈশ্বর যাহা দিয়াছেন তাহা ভোগ কর। এই সকল করণ সামগ্রীও ভোগ্য পদার্থ তাহা যে অসার তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুক্তিমূলে বলা হইয়াছে। অন্য কাহারও অধিক ধন জন ঐশ্বর্য্য-ভোগ দেখিয়া লোভে ঈর্ষান্বিত হইবে না। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন অনুষ্ঠিত কর্ম্মের উচ্চাবচ তারতম্য অনুসারে কেহ আপন কর্ম্মফলে অল্পভোগ্য লাভের অধিকারী হন। কেহ উচ্চ কর্ম্মফলে অধিক ভোগ্য পদার্থ প্রাপ্ত হন। তুমিও ইহ জীবনে শ্রেয় কর্ম্ম করিলে পর জন্মে অধিক ফলভোগী হইবে। এইজন্য ঈর্ষা করিতে নাই। ১

কুর্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥২

শতং সমা শত বৎসর কাল সময় অগ্নিহোত্র আচরণ করিবে। গর্ভ হইতে ৮ বৎসর পর্য্যন্ত উপবীত না হওয়া পর্য্যন্ত বেদ পাঠের অধিকারী হয় না। উপবীত হইলে তাহার পুনর্জন্ম হয়। সংস্কারাৎ দ্বিজোচ্যতে। দ্বিজ=দ্বি+জ। দ্বি দ্বিতীয় জ=জন্ম। ইহা অষ্টোত্তরী মত।

বিংশোত্তরী মতে ১২০ বৎসর পরমায়ু গণনা করে। তাহাতে গুরুগৃহে ১২ বৎসর বাসকালে গুরুর অগ্নিতে আহুতি দেয়। সমাবর্ত্তন স্নান করিয়া গুরুগৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিবাহকালে যে অগ্নি স্থাপিত হয় সেইটী অগ্নিহোত্র নিজস্ব। অগ্নিতে ১০০ বৎসর অগ্নিহোত্র করার বিধি। বৈদিক মতে যজ্ঞ করিতে হইলে যজমান ও যজমান-পত্নী উভয়ের উপস্থিতি প্রয়োজন। যেমন রামচন্দ্র নৈমিষে যজ্ঞ করিতে চাহিলে তখন সেই যজ্ঞক্ষেত্রে রামের পত্নী সীতাকে আনা হয় নাই জানিয়া ঋত্বিক বলিলেন—“আপনি অদ্যই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটী কন্যা আনিয়া বিবাহ করুন। বামে সেই পত্নীকে রাখিয়া যজ্ঞ করিতে হইবে।” মহর্ষি বশিষ্টের মতে নূতন বিবাহ না করিয়া স্বুবর্ণময়ী সীতা নির্ম্মাণ করতঃ যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। পত্নীহীন অবস্থা অর্দ্ধাঙ্গ অবস্থা পত্নীযুক্ত হইলেই পূর্ণতা লাভ করে। বৃহদারণ্যকোপনিষদের ১।৪।৩ মন্ত্রে দেখা যায় প্রজাপতি মনু স্ত্রীভোগের স্পৃহা হইয়া “স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্প-রিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং।” এই শ্রুতি অনুসারে স্ত্রী অর্ধাঙ্গিনী। পুরাণে হরগৌরীর মূর্ত্তিতে অর্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। এই বৈদিক প্রথা অনুসারে এই শ্লোকের প্রথমার্ধে “শতং সমাঃ।” শত বৎসর কাল ব্রাহ্মণাদির জীবন বলা হয়। তাহা যাবৎ জীবন “অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ” এই উপদেশ দৃষ্ট হয়। এই অগ্নিহোত্রটী কর্ম্মযজ্ঞ বলিয়া উক্ত হয়। যেমন গীতায় ৩।১৪ শ্লোকে দেখিতে পাই।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥ ৩।১৪

যজ্ঞ কর্ম্মান্তর্গত। ইন্দ্রিয়নিষ্পন্ন ব্যাপারকে কর্ম্ম বলে। যেমন চক্ষু উন্মীলন শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ বা সর্পদর্শন অঙ্গুলি সঞ্চালন ইহাদিগকে বলে।

দ্বিতীয় জন্ম লাভ হইলে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইলে সে বালক বেদপাঠ ও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকার জন্মে। সেই অধিকারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিহ্নস্বরূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন। এই অধিকার লাভের যে কর্ম্মকৃত হয় তাহাই যজ্ঞ। ঈশ্বরের কৃত কর্ম্ম সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশ ইত্যাদিকেও কর্ম্ম বলে। সৃষ্টি যজ্ঞ ও প্রলয় যজ্ঞ ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধে দেহত্যাগ আহুতি ও যজ্ঞ। সেই প্রলয়ও যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত। ব্রাহ্মণাদি নিত্য যে আহার করেন তাহা সাধারণ ভোজন বাচ্য নহে, প্রাণাগ্নি হোত্র বলিয়া উক্ত হয়। যেমন বাহিরে যজ্ঞবেদীতে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গৃহী যব, তিল, ঘৃতাদি আহুতিরূপে প্রদত্ত হয় তেমনি প্রাণীগণের দেহে বৈশ্বানর দেবরূপ অগ্নি স্থাপিত আছেন। সেই বৈশ্বানর অগ্নিতে আহুতি প্রদান তাহাই প্রাণাগ্নি হোত্ররূপ যজ্ঞ। বিবাহিত অবস্থায় অর্দ্ধাঙ্গিনী স্ত্রীতে সঙ্গমকালে স্ত্রী যোনিতে যোষিতাগ্নি কল্পনা করতঃ তাহাতে বীর্য্যরূপ আহুতি প্রদানরূপ যজ্ঞ করে। সেইজন্য গীতার ১৪।৩ শ্লোকে "মম যোনি মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌" বাক্য দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের ১০।৮১ সূক্তের প্রথম মন্ত্রে বলে।

য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ।
স আশীষা দ্রবিণমিচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদবরাঁ আ বিবেশ ॥ ১

অনুবাদ—আমাদের পিতা রক্ষাকর্ত্তা এই বিশ্বভুবনকে অপানঅগ্নিতে ঋষি হোতার ন্যায় আহুতি প্রদান করিয়া উপশান্ত করেন এবং সেই মন্ত্রের ফলরূপ আশীষ যাহাকে প্রারব্ধ কর্ম্মফল বলে তাহার প্রেরণায় সিসৃক্ষু হইয়া এই বিশ্বভুবনরূপ দ্রব্যের উৎপত্তি ঘটাইবার জন্য প্রথম ইচ্ছা করিলেন বহু হইব প্রজা উৎপন্ন করিব।

"স ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" এবং তৎজন্য প্রথম আপনাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়া প্রদত্ত আচ্ছাদনে আবৃত করেন। অর্থাৎ দেহ ধারণ করেন। ইহাকে বেদের ভাষায় পুরুষবিধ হওয়া বলে। পরে অপকৃষ্ট অবর মায়ামল উপাদানে দেব যক্ষ নর ইত্যাদি বিনাশশীল দেহ উৎপন্ন করতঃ তাহাতে অনুপ্রবেশ করেন। "তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ"। যেমন বাইবেলের ঈশ্বর মৃন্ময় পুত্তলিকা সৃজন করতঃ তাহার নাসারন্ধ্রে ফুৎকার দেন সেই ফুৎকার সহ ঈশ্বরের প্রাণনরূপে প্রবেশ করেন। তাহাতে সেই পুত্তলিকাটী উজ্জীবিত হয়। তখন তিনি স্বর্গের এঞ্জেলগণকে সেই পুত্তলিকার দেহস্থিত চেতনাংশের উপাসনা করার জন্য আদেশ করেন। সর্ব্ব এঞ্জেলরা পূজা করেন কিন্তু আর্কএঞ্জেল পূজা করে নাই। তাহাকে ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন যে কেন পূজা করিলে না? তাহাতে সে বলিল মৃৎপিণ্ডের পূজা করিব ইহা উচিত নহে। আমি যে বলিলাম আমার অংশ উহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। তুমি তাহারই পূজা করিলে না। এজন্য তোমার দণ্ড বিধান করি। তুমি স্বর্গ হইতে বিদূরিত হও। এই শ্লোকে প্রলয় কর্ম্মকে যজ্ঞ বলা হইয়াছে।

এই যে পুরুষে প্রকৃতির পরতন্ত্রতা তাহা ঋগ্বেদের ১০।১২৯।৩ মন্ত্রে ও ১০।১৯০।১ মন্ত্রে "তপসা" এই বাক্যদ্বারা বলা হইয়াছে। তপসা শব্দের অর্থ ত=তৎ। প=পরতন্ত্রতা যা সা=তপসা। মায়ার বশতাপন্ন। পূর্ব্বে নির্ব্বিশেষ পুরুষের মন বাগাদি বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য না থাকায় তাহা ঐশ্বর্য্যবতী ভগবতী হইতে গ্রহণে দেহাদির পরিচ্ছিন্ন আপনাকে আবরণ করায় তিনি ভগবান হইয়াছেন। ভাগবত পুরাণের ১২।১১।১১ শ্লোকে "স্বমায়াং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীং দধৎ” এই বাক্যানুসারে গলে মায়ামাল্য ধারণে বনমালী হইয়াছেন। যেমন অষ্টম বর্ষীয় ব্রাহ্মণ বালক যজ্ঞোপবীত ধারণে বেদের পঠন পাঠন ও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারী হন। তেমনি এই বনমালা ধারণ করতঃ তিনি সহজ ভাষায় বলিলে মায়ার কয়েদী হন। যেমন জেলখানার কয়েদী হইলে তাহার গলে একখণ্ড কাষ্ঠ টুকরা রজ্জুর দ্বারা বাঁধিয়া কয়েদীর গলে ঝুলাইয়া দেয়। এই রজ্জুর মালা কয়েদীর চিহ্নধারণ। কয়েদী মুক্ত হইলে আর ঐ চিহ্ন ধারণ করিতে হয় না। সিসৃক্ষু ভগবানের এই বনমালা ধারণ প্রকৃতিদেবী মায়া বন্ধনে বদ্ধ হইয়া নিকৃষ্ট কর্ম্ম প্রভৃতি করিতে হয়। এজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে—

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ
সাতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥ ৪

অনুবাদ=যখন সে পুরুষ মায়াদত্ত পরিচ্ছদে (খিলাপ) সজ্জিত হইয়া মায়ামলে দেবদৈত্যাদি সৃজন করেন। কর্ণমূলে দৈত্যে দেহদ্বয় নাভিক (নাভিস্থ) মলে দেবতা ব্রহ্মার দেহ সৃজন করার কথা মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীর প্রথম চরিত্রে বর্ণিত আছে। ভাগবত পুরাণে ১২।১১।৫ শ্লোকে বলিয়াছেন—

মায়াদ্যৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ স বিকারময়ো বিরাট্।
নির্ম্মিতো দৃশ্যতে যত্র সচিৎকে ভুবনত্রয়ম্॥

এই ত্রিভুবন বিরাট পুরুষের দেহ। দ্যৌ (স্বর্গ) মস্তক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরিক্ষ (ভুবঃ) বপু ও পৃথিবী পাদ। এই সকলই মায়া ও অষ্টতত্ত্বের দ্বারা নির্ম্মিত। গীতার ৭।৪ শ্লোকে এই অষ্টতত্ত্বের উক্তি দেখিতে পাই।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতিয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥

এহেন কার্য্য সৃষ্টি অনুষ্ঠান ও তাহাতে চিতের অনুপ্রবেশ দর্শনে শ্রুতি অসতের দ্বারা সতের বন্ধন বলিয়াছেন। ঋগ্বেদে ১০।৭২।৫ মন্ত্রে শ্রুতি পুনরায় বলিয়াছেন "ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ", ভদ্রা মায়া অমৃতস্বরূপ দেবগণের বন্ধনের হেতু। এই ভদ্রা শব্দটী মহামায়াকে বুঝায়। তাহা চণ্ডীর মধ্যম চরিত্রে "নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্॥" বাক্যে স্তুতি করা হইয়াছে। পুরুষ সর্ব্বব্যাপী জন্য অচল। যেমন মুণ্ডকোপনিষদে ২।২।৯ হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।

কর্ম্ম করিতে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মন, বুদ্ধির ব্যবহার প্রয়োজন। নিষ্কলের সেইটী সম্ভবপর নয়। গীতায় ১৪।৯ শ্লোকে "রজঃ কর্ম্মণি ভারত"। রজঃগুণ ব্যতীত বিরজের কর্ম্ম সম্ভবপর নহে। শাস্ত্রের অন্যত্র দেখিতে পাই "বহুল রজসে বিশ্বোৎপত্তৌ" বাক্য হইতে জানা যায়। তিনগুণের সাম্যাবস্থা অক্ষরা অক্ষোভিতা ভাবের স্থিতি। কালে ক্ষোভিতা হইলে, রজঃ প্রবল হইলে, সৃষ্টি সম্ভবপর হয়। যেমন কুমারী কন্যা অক্ষরা গর্ভধারণের উপযুক্ত নহে। কালে ক্ষরা হইলে গর্ভধারণের উপযোগ্যা হয়ঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই জন্য পরতন্ত্রতা অবস্থাকৃত কর্ম্মবন্ধনমূলে বন্ধনের হেতু হয়। গীতা ১৫।২ শ্লোকে "কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে"। বাইবেলেও দেখিতে পাই আদি মানব আদম ও তৎপত্নী স্বর্গের অন্তর্গত ইডেন গার্ডেনে (নন্দন কাননে) মালীর পদে নিযুক্ত পশ্চাৎ শয়তানের কুপরামর্শে ঈশ্বরের অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করার ফলে ভূতলে মনুষ্য হইয়া থাকার দণ্ডবিধান করিয়াছেন। সেই হইতে তাহারা এই মর্ত্ত্যলোকে চাষবাস করিয়া খায়। ইহাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। গীতার ৯ম অধ্যায়ে "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি"।

ভাল গভর্ণমেণ্ট হইলে তাহাদের দণ্ডবিধানের জন্য দুইটী জেলখানা রাখে। একটী সাধারণ, অপরটী সংশোধনী। অল্প-বয়স্ক ব্যক্তি কাম ও ক্রোধের বশে কাহাকেও বধ করিলে বিচারক তাহাকে ফাঁসী দণ্ড না দিয়া কিছু দীর্ঘকাল মেয়াদে সংশোধনী গারদে প্রেরণ করেন। যদি ঐ কয়েদী জেলের নিয়মানুসারে ভালভাবে কার্য্যে তৎপর হয় তবে সেই সংস্কৃত ব্যক্তিকে কিছু অর্থ দিয়া সৎগৃহস্থভাবে জীবনযাপনের জন্য ছাড়িয়া দেন। আর যদি ঐ জেলখানাতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে তবে তাহাকে সাধারণ জেলখানায় গুরুতর পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তেমনি ঈশ্বরের রাজ্যে এই মর্ত্ত্যলোক প্রকৃতির সংশোধনী কারাগার। যদি এইখানে সৎসঙ্গ করে, সৎকার্য্য করিয়া সজ্জন হয়, তাহাকে স্বর্গসুখভোগের অধিকার দেন। আর যদি মনুষ্যলোকে অসৎসঙ্গ অসৎকার্য্য করিয়া উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাকে সাধারণ জেলে নরকে পাতিত করেন। ইহা বাইবেল, কোরাণ ও পুরাণে সর্ব্বত্রই একপ্রকার দৃষ্ট হয়। এইজন্য বঙ্গভাষায় রামপ্রসাদের একটী প্রসিদ্ধ গানে দেখিতে পাওয়া যায় "তারা কোন অপরাধে এই দীর্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে রাখিস বল" এই সংসার যে বন্ধনে বদ্ধ আছে ইহা যে মায়ার কুহক অনেকেরই মনে বা চিত্তে জাগে না। তারা বলেন এইত বেশ খাচ্ছি-দাচ্ছি, বেশ সুখেই আছি। ইংরাজীতে বলে— "Eat, drink, be merry for tomorrow you die." এজন্য শ্রুতি সর্ব্বজন হিতায় কর্ম্মবন্ধের হেতু জানিয়া মানবগণকে হুসিয়ার হইয়া কর্ম্ম করিতে বলিয়াছেন।

প্রকৃতি শব্দার্থ প্রকৃষ্ট কৃতি বা কর্ম্ম যাহার এইজন্য প্রকৃতিকে পাপ বলে। পাপ অর্থ পাতি রক্ষতি অপ্ কর্ম্মফল যাহা সা পাপ। শ্রুতি পুরুষকে অপাপবিদ্ধং বলিয়াছেন। অবিদ্যা কাম কর্ম্ম বীজরূপা। অবিদ্যা অর্থ অজ্ঞান। ন+বিদ্যা=অবিদ্যা প্রকৃতির পরবশতায় স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অজ্ঞান অবিদ্যাবশে কর্ম্ম করিতে চায়। পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, জ্ঞানস্বরূপ। তৎ বিপরীত অজ্ঞান অবিদ্যা এজন্য অজ্ঞান হইতে দূরে থাকা অজ্ঞানের সঙ্গ না করা মানুষের কৃতকৃত্য হওয়ায় একমাত্র উপায়। সঙ্গসুখ সার সংসার। এই সঙ্গসুখের জন্য অর্জ্জুন আত্মীয় স্বজন সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইব যদি যুদ্ধে লিপ্ত হই। এজন্য যুদ্ধ করিব না। আত্মীয় স্বজন সঙ্গ সুখে ভোগে রত থাকিব। নিজের সঙ্গীর দেহের প্রতি দৃষ্টি মল নির্ম্মিত দেহ দুর্গন্ধিপূর্ণ পার্থিব পদার্থ জানিয়া অজ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিদ্যা বশে তাহাতে লিপ্ত হয়। এই সংসাররূপ অশ্বত্থ (ক্ষণ ভঙ্গুর) বৃক্ষের আশ্রয়ে যাহারা বাস করে তাহারা সকলে অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীজাত ক্ষুৎ পিপাসা জরা (বার্দ্ধক্য) মৃত্যু এই চারিটীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আধিদৈব বশে ঝড়, তুফান, Typhoon, জল প্লাবন, ভূমিকম্প, অগ্নিদাহ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্লেগ এই সকল দ্বারা কে না আক্রান্ত হয়। অধিভূত জনিত দুঃই সর্ব্বত্রই আছে। অধ্যাত্ম এই দেহে ব্যাধি, যথা কলেরা, বসন্ত, T.B. (যক্ষা) Thrombosis, প্লীহা, যকৃৎ, প্রস্রাবদ্বারের রোগ, পক্ষাঘাত, বাতব্যাধি, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, টাইফয়েড কাহার বাড়ীতে না প্রবেশ করে। এহেন দুঃখালয়ে সঙ্গত্যাগের জন্য গীতায় ভগবান বলিয়াছেন "অসঙ্গ-শস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা"॥

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।

ইহা ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে। দ্বৈত-বাদীগণ "তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথাঃ" বাক্যের অর্থ ঈশ্বরের প্রদত্ত বিষয় পঞ্চক, তাহার সৃষ্টি ইন্দ্রিয়গণ মন বুদ্ধির দ্বারা ভোগ করিবে এইরূপ বলিয়া থাকেন। এরূপ ভোগকারীগণকে কর্ম্মের লেপ লাগিবে ইহা অনিবার্য্য। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন "নরে মনুষ্যলোকে ইতঃ" এইরূপ কর্ম্মের লেপ লাগা ব্যতীত অন্য উপায়ন্তর নাই। যেমন শিলনোড়া দিয়া হস্তদ্বারা হলুদ পিষিলে হাতে হলুদের লেপ লাগিবেই লাগিবে। এজন্য লেপ যাহাতে না লাগে তজ্জন্য সাধন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হয়। লেপ লাগা অর্থ "পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়ণম্"। পুনঃ পুনঃ এই সংসারে বা অশ্বত্থ বৃক্ষের বাসিন্দা হইতে হয়। দ্বৈতমতে বলে কর্ম্মই শ্রুতির উপদেশ। যেমন গীতায় বলিয়াছেন "নান্যদস্তীতি বাদিনঃ"। তন্মতে শতবর্ষ পরমায়ু বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্মে দেবহিতে ব্যয় করাই শ্রেয়স্কর। যেহেতু ইহাই বেদের বিধি। অন্য কোন পন্থা বেদ নির্দ্দেশ করেন নাই। এজন্য ইতঃ ইহলোক গত তৎপ্রেত অবস্থা লাভে "ন কর্ম্ম লিপ্যতে"। কোন কোন বাদী নিস্কাম কর্ম্ম করিলে লেপ লাগে না বলেন। কেহ বলেন "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্ম-বন্ধনঃ"। এখানে যজ্ঞ অর্থ "যজ্ঞ বৈ বিষ্ণুঃ" তৎপ্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের লেপ লাগে না। ঐ যজ্ঞার্থাৎ অর্থ অন্যে বলেন গীতায় অধ্যায়ে প্রজাপতির উক্তি আছে "সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥৩।১০ ইহাই শতবর্ষ যজ্ঞের ব্যবস্থা পত্র। তাঁহারা বলেন ভগবান স্পষ্ট বলিয়াছেন "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। মা কর্ম্মফল হেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥" এই শ্লোকে অকর্ম্মের সঙ্গ নিষেধ করায় কর্ম্মত্যাগরূপ ব্যাপার ঈশ্বরের অনুশাসন বহির্ভূত করা। কর্ম্মই মানব জীবনের লক্ষ্য। তাহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে না চলিলে তিনি নিশ্চিত দণ্ডবিধান করিবেন এবং কর্ম্ম করিলে তিনি প্রীতি লাভ করিবেন।

শ্রুতিতে তৎ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরবঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। ঋ ১।২২।২০। যেমন গৃহাভ্যন্তরে হউক বা বাহিরেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হউক চক্ষু মেলিলেই ব্যাপক দিব (আকাশ) পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি সূরিগণ প্রাজ্ঞগণ বিষ্ণুর পরমপদ সদা সর্ব্বস্থানে দর্শন করেন। এই বিষ্ণুর সর্ব্বব্যাপী পুরুষ নিষ্কাম, নিশ্চল, বিরজ, এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন "পশ্যন্ বৈ ন পশ্যতি শৃন্বণ বৈ ন শৃণোতি ইত্যাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপার নিষেধ করিয়াছেন। কেননা দ্বিতীয়াভাবাৎ। দ্বিতীয় না থাকায় কাহাকে দেখিবেন কাহাকে বলিবেন কাহার নিকট শুনিবেন অর্থাৎ কর্ম্মের তথায় স্থান নাই ; নিশ্চল অকর্ম্মক হইয়া থাকে। এইজন্য ভগবান বলিয়াছেন—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥৩।২৭
প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥১৩।৩০

তৎপর বলিয়াছেন—

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ১৩।৩২

এই শ্লোকে সর্ব্বব্যাপী পুরুষের কি স্বরূপ ? তদুত্তরে শ্রুতি বলেন—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনাঃ॥
রামপূর্ব্ব তাপণীয় ১।৭

অশরীর কথাটী ঈশোপনিষদেও পরিদৃষ্ট হয়। "স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।" ঈশা কেবল অশরীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলেন নাই; কেননা সাধারণ দৃষ্টিতে স্থূল শরীরকেই শরীর বলে, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরদ্বয়ও এখানে বিশেষরূপে নিষেধিত হইয়াছে। শুদ্ধম্ বলায় অখণ্ডৈকরস জন্য সম ও নির্দ্দোষ বলিয়া উক্ত হন। অপাপবিদ্ধ শব্দে সর্ব্বব্যাপী পুরুষের অন্তরে বা বাহিরে পাপ অবিদ্যা না থাকায় কামকর্ম্মবীজহীনাবস্থায় সৃষ্টিরূপ কার্য্য অসম্ভব ব্যাপার। পূর্ব্ব নিমিত্ত গীতা ১৩।৩০ মন্ত্রে কর্ম্মকর্ত্তা প্রকৃতি, পুরুষ অকর্ত্তা অভোক্তা, যিনি দেখেন তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা। আর অন্যে কর্ত্তারূপে যিনি দেখেন তিনি ভ্রান্ত দ্রষ্টা। এবং ৩২ শ্লোকে অব্যয় অক্ষরের দেহ অনন্তখণ্ডে বিভক্ত করার উপযোগী মিস্ত্রি যা অস্ত্রাদি না থাকায় পরিচ্ছিন্ন শরীর চিন্তন মন্দবুদ্ধির ব্যাপার। সেজন্য ভগবান বলিলেন তর্কস্থলে শরীর থাকা স্বীকার করিলেও সেই দেহস্থ দেহী কিছু করেন না এবং কোন কর্ম্মের লেপও লাগে না বলিয়াছেন। যাঁহারা পরিচ্ছিন্ন দেহে পরিচ্ছিন্ন দেহীর অবস্থান স্বীকার করেন, তাঁহারা হয় অবচ্ছেদবাদী না হয় প্রতিবিম্ববাদী হইবেন।

অবচ্ছেদবাদী অর্থ পূর্ণ পুরুষকে অবশেষে ছিন্নভিন্ন করিয়া রচিতদেহে অনুপ্রবিষ্ট করেন। তাহাতে যাহা খণ্ডিত হইয়া অনুপ্রবিষ্ট হইল যেমন বাইবেলের নবসৃষ্টিতে দেখিতে পাই। যেমন কটাহস্থ জল শৈত্যগুণ বিশিষ্ট তাহার নিম্নে কাষ্ঠদ্বারা জ্বাল দিলে কটাহস্থ জল গরম হয়। এত উত্তপ্ত হয় যে সে জলে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিলে তৎস্পর্শে অঙ্গুলিতে ফোস্কা পড়ে। উহা জলের শৈত্যগুণে হয় না। জলে অনুপ্রবিষ্ট অগ্নির 'দাহিকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তিতেই ঘটে। অল্পবুদ্ধি মনে করেন জল অগ্নি নির্ব্বাপক। এখানে অগ্নির অগ্নিত্ব দহনগুণ লোপ পায় নাই। তেমনি জলের শৈত্যগুণও লোপ পায় নাই। ঐ কটাহ নামাইয়া বাহিরে রাখিয়া দিলে ২ ঘণ্টাপর তাহাতে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিলে আর ফোস্কা পড়ে না, দহনও করে না, শৈত্যানুভব হয়। জলে শৈত্যত্বের বিলোপ ঘটে নাই। তেমনি দেখিতে পাই শালবৃক্ষের তক্তার টুকরা দিয়া রথ তৈয়ার করিলে সেই রথ শালবৃক্ষের ন্যায় অচলই থাকে। কোন ব্যক্তি রজ্জু বাঁধিয়া টানিলে চলে। অর্থাৎ বহিরাগত উপাধি যোগে অচল শালের তক্তা সচলত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু মনবুদ্ধি সে অচলকে সচল মনে করেন।

তেমনি অচল পুরুষের টুকরা দেহে প্রবেশ করতঃ দেহীরূপ নাম ধারণ করিলেও সচল হয় না, অচলই থাকে। অর্থাৎ নিশ্চলের নিশ্চল স্বভাব ত্যাগ করে না। সুতরাং অবচ্ছেদবাদে সচলত্ব ভ্রান্ত দৃষ্টি মাত্র। যদি ঘন মসৃণ জলে সূর্য্যাভাসের ন্যায় মায়ার মসৃণ শুদ্ধ সত্ত্বে বা মসৃণ বুদ্ধিতে পুরুষের প্রতিবিম্বপাতে ঈশ্বর বা জীব হয় তাহাতে বিম্বে নিশ্চলতা জন্য প্রতিবিম্ব নিশ্চল হইবে। যেমন নিশ্চল পুকুরের জলে ঢিল ছোড়ার পর চাঁদের নাচুনী দেখে, আকাশস্থ চন্দ্র নিশ্চল জন্য তার প্রতিবিম্ব নিশ্চলই হয়, সচলত্ব মন্দ বুদ্ধির কথা। তেমনি ঈশ্বরভাব জীবভাব য়াহার প্রতিবিম্ব তাহা অচল হওয়ায় প্রতিবিম্বও অচল হইবে ইহা ধ্রুব সত্য কথা। আবরক বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়াদি যাহাকে সূক্ষ্ম শরীর বলে, মায়া যাহাকে কারণ শরীর বা আনন্দময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোশ বলে তাহাই চঞ্চলা। প্রকৃতিরই কৃত পুরুষের নহে। তাহাই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন "শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে" ১৩।৩২ যেমন যবন ম্লেচ্ছাদির সঙ্গ করিলে তাহাদের প্রলেপ লেগেই থাকে তেমনি প্রকৃতির সঙ্গ জন্য তাহার প্রলেপ লেগেই থাকে। যেমন যবন গ্রীকগণ খৃষ্টান হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (Phallus) (Phallic worship লিঙ্গপূজা লিঙ্গর্চ্চনা) শিশ্নদেবগণের পূজন করিতেন। ঋগ্বেদে শিশ্নদের পূজনের নিন্দা থাকিলেও আফগানিস্থান হইতে গ্রীকগণ অযোধ্যা পর্য্যন্ত ভারতের অধিপতি থাকায়, তাহাদের সঙ্গদোষ ভারতের কোন শৈব সম্প্রদায়ের গ্রন্থে শিশ্ন পূজন স্থান হইয়াছে। গ্রীকগণের প্রলেপ লাগিয়াছে। তেমনি বোখারায় হুনদের রাজা কনিষ্ক যমুনাতীর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া প্রয়াগে রাজধানী করেন। তথাকার ব্রাহ্মণদের সঙ্গ পাইয়া তিনি শৈব হন; তাঁহার সময়ের মুদ্রা দৃষ্টেও জানা যায়। মুদ্রার অপর পৃষ্ঠে ত্রিশূল ও বৃষাঙ্কিত দেখা যায়। হুনদের আর্য্যের প্রলেপ লাগিয়াছিল।

যেমন মাটীর মেঝে গোময় লিপ্ত করিলে মাটী আচ্ছাদিত হইয়া যায় তাহাকেই লেপ লাগা বলে। তেমনি মায়া প্রদত্ত পরিচ্ছদ ধারণে কর্ম্মের লেপ লাগিয়া থাকে। সে লেপ দূর করা বড় কঠিন। যাবজ্জীবন অগ্নি হোত্রকারিগণ বৈদিক যজ্ঞাদি করিয়া স্বর্গে গমন, যাহাকে ভাষান্তরে সালোক্য সারূপ্য সামীপ্য সাযুজ্য মুক্তিলাভ বলে। ইহাই মনুষ্য জীবনের কৃত কৃত্যতা। যেমন অথর্ব্ববেদের শান্তি বাক্যে বলে "বশেম দেবহিতং যদায়ুঃ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতেই শান্তি সুখ মিলে। অগ্নিহোত্রীগণ ত্রিসন্ধ্যা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া দেবগণের হিতসাধন করেন তাহা নিন্দনীয় নহে। গীতায়ও বলে "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্ম-বন্ধনঃ"॥ বৈদিক যজ্ঞ ব্যতীত অন্য কর্ম্ম করিলে তাহা বন্ধনের হেতু হয় এইজন্য "ন কর্ম্ম লিপ্যতে" বাক্যটী তাহা অসার মনে করেন। দধীচি ঋষি কর্ম্মফলের লেপ দোষণীয় মনে করিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস উপদেশ দিয়াছেন। তাহাতে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের লেপ ভবিষ্যৎ ভূত হইয়া যায় পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই শ্রেয়স্কর বিষয়টীতে ধ্যান না দিলে কর্ম্মফলের লেপ পুনঃ পুনঃ নরদেহ ধারণ করিতে হয় এই দোষ দেখাইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যজ্ঞার্থ অর্থ "যজ্ঞ বৈ বিষ্ণুঃ" তৎ প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করিলে তাহা বন্ধনের হেতু হয় না। গীতায় দেখিতে পাই "ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ" ৯।২৯ বাক্য রহিয়াছে। বিষ্ণু ভগবানের কোন দ্বেষ্য নাই, এইজন্য তাঁহার প্রীত্যোপলক্ষে কর্ম্ম ব্যর্থ শ্রম মাত্র। কেহ বলেন, কর্ম্মফল বিষ্ণুকে অর্পণ করিয়া কর্ম্ম করিবে তাহা বন্ধনের হেতু হয় না। গীতায় ৫।১৫ শ্লোকে ভগবান স্পষ্ট বাক্য বলিয়াছেন—

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥

ভগবান কাহারও পাপপুণ্য গ্রহণ করেন না। সেই জন্য ভগবানে অর্পণ অসার কথা। কেহ বলেন নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে লেপ লাগে না। যে কোন ক্ষুদ্র বৃহৎ কর্ম্ম হউক প্রথমে মনে সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্ম করিবার জন্য নিজে নিজে আলোচনা করেন। পশ্চাৎ তাহা বাক্যে প্রকাশ করতঃ কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া থাকে। ইহাকে কামনা বাসনা বলে। যেমন শ্রুতিতে দেখা যায় "স ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি" এসম্বন্ধে ঋগ্বেদের ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে শ্রুতি বলিয়াছেন—

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥

এই কামনার জন্যই সৎ ঈশ্বরের অসৎ দ্বারা বন্ধন ঘটিয়াছে। এবং গীতার ১৪।৯ শ্লোকে "রজঃ কর্ম্মণি ভারত" বাক্য হইতে জানা যায় যে কর্ম্ম মাত্রই রজোগুণাত্মক। তাই সকাম হউক বা নিষ্কাম হউক সর্ব্ব কর্ম্মই চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। শাস্ত্রে বলে "বহুল রজসে বিশ্বোৎপত্তৌ"। কাজেই কর্ম্ম ঈশ্বর কৃত বা জনকৃত হউক কোনটাই বিরজ নহে। এজন্য যজ্ঞার্থ অর্থ জ্ঞানযজ্ঞ গ্রহণ করিতে হয়।

দ্বিতীয় মন্ত্রে "এবং ত্বয়ি" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ যিনি যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য করেন তাহারা মহামায়া প্রকৃতির অজ্ঞান অবিদ্যাবশে মায়ার কুহকে আপনাকে অনীশ অক্ষম দুর্ব্বল দেবানাং পশু জানিয়া ভদ্রার বন্ধনে বদ্ধ দেবগণের পূজা ব্যতীত ঈশ্বর কৃপা ব্যতীত অন্য কোন গত্যন্তর নাই বলিয়া মনে করেন এবং হৃদয়ে এইটী অটল বিশ্বাস থাকায় তাহাদের বিচারবুদ্ধি অজ্ঞান-তমবশে স্থগিত থাকে। "নান্যদস্তীতি বাদিনঃ" তাহারা হইয়া থাকে। এই জন্য শ্রুতি দয়া করিয়া বলিলেন—অজ্ঞান নিদ্রা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্যাগ কর "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"। পশুগণে বন্ধন রজ্জুর ন্যায় ভদ্রার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য সৎগুরুর সেবা কর। পরিপ্রশ্নের দ্বারা সংশয়ভাব দূর কর। সাত্ত্বিক বিচার বুদ্ধিগ্রহণ করতঃ মনন কর। কর্ম্মের বন্ধন জ্ঞানাগ্নিতে জ্বলিয়া যাইবে। "জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ" তেমনি মননান্তর মায়া ও তৎকার্য্য লয় হওয়ায় পুনঃ দেহলাভে সংসার জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না ॥ ২

অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥৩

আত্মহননকারী জনেরা মৃত্যুর পর প্রেতভাব লাভে স্বুকর্ম্মফলে সেই স্বর্গলোকে গমন করে। তাহাকেই দিব বা দিব্যলোক বলে অর্থাৎ সদাই উজ্জ্বল ভূঃ ভুবঃ স্বঃ তিন লোক। তন্মধ্যে ভূলোকে বা পৃথিবীতে কাষ্ঠাগ্নি, ভুব বা অন্তরীক্ষে তড়িতাগ্নি (বিজলী, ইলেক্‌ট্রিসিটি) এবং স্বঃ বা স্বর্গলোকে সূর্য্যাগ্নি চিরই বিরাজমান থাকে। যজ্ঞকারিগণ এহেন সূর্য্য বিশিষ্ট স্বর্গে গমন করিয়া দেবগণসহ দেবভোগ্য সকল ভোগ করেন। শ্রুতি এই স্বর্গলোককে অন্ধেন তমসাবৃতা অসূর্য্যলোক বলিয়াছেন। অসূর্য্য তমসাবৃত বলিলে আমরা ঘোর ঘন মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রিকে বুঝিয়া থাকি এবং অসূর্য্য অর্থাৎ সূর্য্যহীন বটে। ঋষি দধীচি স্বর্গকে অসূর্য্য বলায় খটকা লাগে। ত্রিকালদর্শী ঋষি ঋগ্বেদে ১।১১৫।১ মন্ত্রে যে বলে "সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ"। ইহা স্মরণে পরমাত্মারূপ যে সূর্য্য তাহার সহিত তুলনায় স্বর্গস্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের এই দৃশ্যমান সূর্য্যটী অসূর্য্য হইতে পারে। কেহ বলেন অসূর্য্য শব্দটী অসুর শব্দ হইতে নিষ্পন্ন করিলে অসুরদিগের লোকে অর্থাৎ পাতালে মৃত্যুর পর গমন করে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জ্যোতিষীগণ বৃহৎ আয়তনের টেলিস্কোপ দ্বারা দর্শনে কুড়িটী অধিক সূর্য্য দেখিতে পায় নিশ্চয় করিয়াছেন। তাহাতে সাইরান, আর্কটুরান, এলনিবারণি, কেপেলা, বিটলিসিজ এই পাঁচটী সূর্য্য পর পর ক্ষুদ্রায়তন। ইহাদের সহিত তুলনায় আমাদের এই সূর্য্যটীকে আলোক ও আয়তনের পরিমাণে ষষ্ঠস্থানীয় বলিয়াছেন। সাইরান আমাদের সূর্য্য হইতে ৬০০ গুণ বড় এবং পঞ্চমটী আমাদের সূর্য্য হইতে ২০০ গুণ বড় আয়তন বিশিষ্ট বলেন। যেমন কাহারও বাড়ীতে রাত্রিতে শাক তরকারী কুটনো করিবার জন্য একটী ১০০ ক্যাণ্ডেল পাওয়ার বিজলী বাতি আঙ্গিনায় জ্বালাইয়া দেন। সেই তীব্র আলোকে বহু ব্যক্তি আলু পটলাদি খোসা ছাড়াইয়া থাকেন, কাহারও হাত কাটে না। এই বিজলী বাতিটী দিনের বেলা ৮টার সময় জ্বালাইয়া দিলে সেই আঙ্গিনায় বিজলী বাতির আলোক দৃষ্ট হয় না। কেবল সূর্য্যালোকই দেখা যায়। বিজ্ঞানবাদীগণ বলেন বৃহৎ আলোকে ক্ষুদ্র আলোক লয় প্রাপ্ত হয়। বৃহৎ শব্দে ক্ষুদ্র লয় প্র্যাপ্ত হয়। যেমন ঢাক বাজাইলে পিয়ানোর ও হারমোনিয়মের শব্দ শুনা যায় না। আবার গীতায় দেখিতে পাই :

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ॥ ১১।১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋগ্বেদের সূর্য্য আত্মাটী গীতার শ্লোকে মহানাত্মা পরমাত্মা পরব্রহ্ম তিনি সহস্র সূর্য্য তুল্য আভাসযুক্ত। সেই আভাতে বিজলীবাতির ন্যায় অসূর্য্য হইয়া পড়েন। ব্যবহারে দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে যাহারা বাস করেন তাহারা রাত্রিতে রেড়ির তৈলের প্রদীপে পুস্তকাদি পাঠ করেন। কোন সহরবাসী বিজলীবাতিতে ঘর আলোকিত করেন। সহরের লোকটীকে সেই গ্রামাঞ্চলে লইয়া গেলে রেড়ির তৈলের আলোকে অন্ধকার দেখিয়া থাকেন। এই মন্ত্রে অসূর্য্য শব্দটী কেহ কেহ অসুর শব্দ হইতে নিষ্পন্ন করিতে চান তাহা ঠিক নহে। কারণ অসুরগণের স্থান পাতালে অবস্থিত তাহা নরক হইতে পারে। স্বর্গের দেবতা স্থানে সুকৃতিশালী ব্যক্তি দেবযান পথে স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন অসুর নহে। ঋগ্বেদে দেখা যায় "মহাদ্দেবানাম সুরতমেকং" এই জন্য ঋগ্বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, রুদ্র, ইহাদিগকে অসুর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহাতে অসূর্য্যলোক পাতাল হইতে পারে না। ঐতরেয়োপনিষদে চতুর্থ আপোলোক বলিয়াছে। এরূপে মান তুলনায় অসূর্য্য শব্দটী প্রয়োগ করিয়াছে। অন্য শ্রুতিতে দেখা যায় "ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকং ন মে বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়ং অগ্নি"। সেই পরমজ্যোতির চিন্তা না করিয়া কাষ্ঠাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট থাকা মন্দবুদ্ধির পরিচয়। এই মন্ত্রে "আত্মহনোজনা" শব্দের প্রয়োগ আছে তাহার অর্থ আত্মাহননকারী ব্যক্তি আত্মা হত্যাকারী একটী শব্দ আছে। তার অর্থ আত্মা স্বকীয় আত্মা দেহ হত্যাকারী যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তি অস্ত্রাঘাত করে। বিষাদি প্রয়োগে আপন দেহ নাশ করে। শাস্ত্রে বলে এই আত্মা হত্যাকারী অসূর্য্য অন্ধ তমসাবৃতা নরকে গমন করে। আত্মা শব্দ দেহ, মন, জীবাত্মা ও পরমাত্মাকেও বুঝায়। "আত্মা জীবে ধৃতৌ দেহে স্বভাবে পরমাত্মনি" আত্মহনন শব্দের ন্যায় অপোহনন শব্দ গীতার ১৫।১৫ শ্লোকে "মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ" বাক্য পাওয়া যায়। তথায় জ্ঞানকে অপোহন বলা হইয়াছে। যেমন "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥৪।৩৭ বাক্যে বলে। তেমনি অপোহন জ্ঞান হন কর্ম্মাত্মক শাস্ত্রীয় আত্মহন বলা হইয়া থাকে। আত্মহন অর্থ জ্ঞানহীন অজ্ঞান অবিদ্যা পরবশকে বুঝায়। গীতা ৭।২৫ শ্লোকে বলে "নাহং প্রকাশ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ"।

আত্মা অবিনাশী অস্ত্রাদির দ্বারা তাহার হনন সম্ভবে না। যেমন গীতায় বলিয়াছেন "অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" ॥ সুতরাং দেহ হত্যাকারীকে আত্মহন বলা যায়। কিন্তু শ্রুতি সে অর্থে গ্রহণ করেন নাই। যাহারা আত্মা অর্থ (পরমাত্মাকে) মায়িক আচ্ছাদনে ঢাকিয়া রাখিয়া সংসারে গতাগতি করেন তাহাকে আত্মাহন বলা হইয়াছে। যেমন মৃতদেহ কবর দেয়, তাহা যেমন রক্ষিত হয় না, তেমনি মায়িক আবরণ আবৃত আত্মাও রক্ষিত হয় না। যাহারা আত্ম-চিন্তা করিয়া সংসারে চলাফেরা করেন তাহারা আত্মহন জনাঃ। এই আত্মহন জনগণের সংখ্যা এত গরিষ্ঠ যে আত্মবান লোকের সংখ্যাকে ইংরাজীতে মাইক্রস্কোপিক মাইনরিটী বলা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা ৭।৩ শ্লোকে বলে—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥৭।৩

অস্মদ্দেশে চার্ব্বাকবাদীগণ দেহই আত্মা বলেন। দেহ হইতে স্বতন্ত্র আত্মা স্বীকার করেন না। বৌদ্ধগণ ৪টী সম্প্রদায়ে বিভক্ত তাহারা তিনপক্ষ বিজ্ঞানাত্মাবাদী অর্থাৎ বুদ্ধিকেই আত্মা বলেন। চতুর্থ মাধ্যমিকগণ শূন্যবাদী আত্মা স্বীকারই করেন না। নৈয়ায়িকগণ নিষ্কল নিষ্ক্রিয় স্থলে কর্ত্তা, ভোক্তা, আত্মা স্বীকার করেন। পূর্ব্বমীমাংসাবাদীগণ বৈদিক কর্ম্মপরায়ণ। তাহাদের মতে কর্ম্মব্যতীত অন্য কোন উপদেশ নাই বলেন। এই জন্য গীতায় তাহাদিগকে "নান্যদস্তি" বাদী বলিয়াছেন। সাংখ্যকার কপিল অকর্ত্তা কিন্তু ভোক্তা আত্মা স্বীকার করেন। ইহারা কেহই নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সর্ব্বব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় আত্মা এই তত্ত্বটী গ্রহণ করেন না। পাশ্চাত্যগণের বাইবেলে চিন্ময় সর্ব্বব্যাপী উক্তি না থাকায় বৌদ্ধগণ বুদ্ধাত্মাবাদী পাশ্চাত্যগণ মনাত্মাবাদী হইতেছেন। ইসলামধর্ম্ম বাইবেলের অনুগত ভাব পোষণ করেন। অতএব এক আত্মা আত্মাবাদী অতিশয় বিরল। আত্মহন শব্দের ন্যায় আত্মবান্ শব্দটী ব্যবহার আছে। যিনি মায়ার আবরণ উন্মোচন করিয়া সত্যবস্তুর সন্ধান করেন তিনি আত্মবান। যেমন কেহ নিজ ক্ষেত্রে জল সেচনের জন্য কূপ খনন করিতে করিতে হীরার খণ্ড প্রাপ্ত হন। তিনি কূপখননের পূর্ব্বে নির্ধন ছিলেন এখন হীরকখণ্ডরূপ মূল্যবান ধন প্রাপ্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধনবান হইলেন। তেমনি ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রের উপদেশানুসারে যিনি অনিত্য বিনাশশীল ইদং শব্দ জগৎ ত্যাগে ঈশের সন্ধান তিনি আত্মবান। যেমন গুণবান, রূপবান, ধনবান শব্দে বান শব্দ যুক্তার্থে প্রয়োগ দেখা যায়। গুণবান গুণযুক্ত রূপবান রূপযুক্ত, ধনবান ধনযুক্ত, তেমনি ভগবানের ভগযুক্ত ধন, গুণ, রূপাদি বহিরাগত উপাধি। বহিরাগত ভগোপাধি যুক্তে ঈশ্বরকে ভগবান বলে। তিনি চিণ্ময় পুরুষের এই চিদাংশ দেহবান। এই দেহভগ মহামায়া ভগবতী হইতে আগত। মহামায়া কৃপা করিয়া মন প্রাণ বাক্ ও তৈজস খিলাপ অর্থাৎ পরিচ্ছদ দিয়া যাহাকে ভূষিত করেন। তিনি ঈশ ঐশ্বর্য্যবান হন। ঈশধাতুর উত্তর বরচ প্রত্যয়ে ঈশ্বর শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ইহার অর্থ বড় ঐশ্বর্য্যবান হইলেন।

বাদশাহের প্রদত্ত খিলাপ লাভবৎ মায়া মহারাণীর প্রদত্ত দেহরূপ খিলাপ বটে। যাহারা খিলাপ প্রাপ্ত তাহারা পূর্ব্ব স্বরূপ ত্যাগে খিলাপ দাতার অনুগত হন। যাহাকে সহজ ভাষায় খিলাপ দাতার গোলাম বলে। বৃটীশ শাসনাধীনে এই ভারতে খিলাপ প্রাপ্ত গোলামের সংখ্যা রাজা, মহারাজা, নবাব নিজামাদির সংখ্যা প্রচুর ছিল। আত্মবান হওয়ার পরিচেষ্টা যাহাদের নাই, আত্মার উপরিস্থিত হিরণ্ময় ঢাকুনী উঠাইবার সামর্থহীন তাহারা পূষণাদি দেবতার কৃপা ভিখারী হন। ইহা ঈশোপনিষদের ১৫ শ্লোকে বর্ণিত আছে। গীতাতে ৫।১৫ শ্লোকে দেখিতে পাই অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ
তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥ ৪

ব্যাখ্যা—এই ঈশ মায়া আবরণে আবৃত জন্য লক্ষিত হন না যেমন মন্দবুদ্ধি মনে করে গোদুগ্ধ অর্থ শ্বেতবর্ণ তরল পেয় পদার্থ! বিচারশীল দুগ্ধমন্থন করিয়া চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দেন দুগ্ধের অণুতে অণুতে মাখন স্থিত। অর্থাৎ অসার বহিরাগত আবরণ মাত্র। মাখনে শ্বেতবর্ণ তরলত্ব বা পেয়ত্ব নাই সুবর্ণাভ তেজস্কর বস্তু তেমনি এই নরচক্ষে যাহা কিছু দৃষ্ট হয় সবই অসার আবরণ মাত্র। তাহার অন্তরালে সর্ব্বব্যাপী পুরুষ অণুতে অণুতে বিদ্যমান আছেন। এই অলক্ষিত পুরুষকে লক্ষিত করার জন্য ঋষি এই মন্ত্রের প্রচেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে ঋষি প্রথম বলিলেন এই যে অণুতে অণুতে সর্ব্বব্যাপী পুরুষ তিনি অনেজৎ অর্থাৎ কম্পন চলনাদি রহিত নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চল। যে কোন কার্য্য করিতে হইলে ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিকে সচল করিতে হয়। সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণের জন্য ফাঁকা জায়গা থাকা চাই। তাহা পরিচ্ছিন্নে সম্ভবে কিন্তু অপরিচ্ছিন্নে সম্ভবপর নহে। তৎপর বলিয়াছেন একং অর্থাৎ দ্বিতীয় রহিত অখণ্ড একবচন সর্ব্বব্যাপী অর্থ যেখানেই দৃষ্টি দাও সেইখানেই আছেন। এজন্য ঋগ্বেদে সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার অর্থ গৃহাভ্যন্তরে হউক আর বাহিরে হউক চক্ষু মেলিলেই আকাশ দৃষ্ট হয়। হৃদয়ে আকাশ বাহিরে অনন্ত আকাশ যেমন সূরিগণ পণ্ডিতগণ তেমনি বিষ্ণুর পরম পদ সর্ব্বত্র দর্শন করেন। পরিচ্ছিন্ন মন পরিচ্ছিন্ন প্রদেশে দৌড়াদৌড়ি করে। লোকে বলে মন হইতে দ্রুতগামী রেল প্লেনাদি কেহ নাই। মন যেখানে ছুটিয়া যায় সেইখানে দেখে আত্মা বসিয়া আছেন তাহা অল্পমতি শিষ্যকে বুঝাইবার জন্য গুরু শশক ও কচ্ছপের দৃষ্টান্ত দেন। শশক ও কচ্ছপ মাঠের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাওয়ার জন্য কে প্রথম যায় এই পণ রাখিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। শশক আপনার দ্রুত গমনশীলতার জন্য অতিমাত্র অহঙ্কারে মত্ত থাকায় কিয়দ্দূর গমন করিয়া ক্ষুদ্র বৃক্ষের ঝোপ দেখিল এবং মনে করিল আমি এখানে কিছুকাল বিশ্রাম করি আর এক দৌড়ে কচ্ছপের অগ্রে অপর প্রান্তে পৌঁছিব। এই নিশ্চয় করিয়া দৌড়ে ক্লান্ত বা শ্রান্ত শশক বিশ্রাম করিতে লাগিল। ইহাতে পরিশ্রম জনিত দেহ নিদ্রাভিভূত হইল। কিয়ৎকাল পরে নিদ্রাভঙ্গে শশক ছুটিয়া গিয়া দেখিল কচ্ছপ পূর্ব্বেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়াছে। তেমনি নানাকার্য্যে ব্যাপিত মন কখন স্বর্গে কখন মর্ত্তে বিচরণশীল রজঃ তম গুণের বশীভূত। যে দিকে ছুটিয়া যায় সেইখানে দেখে কচ্ছপের ন্যায় ইনি দাঁড়াইয়া আছেন। ইহাই ঋষি সংক্ষেপে "মনসো জবীয়ো" বাক্য দ্বারা বুঝাইলেন যেন তিনি মন হইতে দ্রুতগামী। মনেরই দ্রুত মন্দাদি গতি হইয়া থাকে। তিনি গতিশীল না হইয়া সর্ব্বত্র একাই থাকেন বলিয়া সর্ব্বব্যাপীত্ব ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনের অগোচরত্ব শিক্ষা দিলেন। মনের অগোচরত্ব বলায় যদি ইন্দ্রিয়গণের গোচর মনে করে সেইজন্য সতর্কতা অবলম্বনে শ্রুতি বলিলেন "নৈনদ্দেবো আপ্নুবন" অর্থাৎ দেবগণ তাহাকে প্রাপ্ত হন না। দেবগণ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়গণ। ইন্দ্রিয়গণের সকলেই এক এক দেবতার অধিষ্ঠান। যেমন চক্ষুতে সূর্য্য, কর্ণে দিব, নাসায় অশ্বিনী কুমারদ্বয়, জিহ্বায় বরুণ, ত্বকে বায়ু, বাগেন্দ্রিয়ে অগ্নি, হস্তে ইন্দ্র, পদে বিষ্ণু, উপস্থে প্রজাপতি, পায়ুতে যম, মনে চন্দ্রমা, বুদ্ধিতে ব্রহ্মা স্থিত হন। এইজন্য দেবা বলায় ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু ঋগ্বেদের একটী মন্ত্রে "অর্ব্বাগ দেবা অস্য-বিসর্জ্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূব" দেবগণ নরাদির পূর্ব্ব সৃষ্ট হইলেও এই বিসর্গ বিষয়ে অজ্ঞ। কেননা তাহারা সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভের বহু পরবর্ত্তীকালে উৎপন্ন হইয়াছে তাই অর্ব্বাচীন। মনুষ্য কি করিয়া জানিবে? মনুষ্যগণ ঈন্দ্রিয়ের ব্যবহার দৃশ্য প্রপঞ্চ বিষয়ে যাহা জানিবার তাহা দেবগণ হইতে জ্ঞাত হইয়া থাকেন। এখানে পূর্ব্বমর্ষৎ অর্থ পূর্ব্ব হইতেই দৌড়াইয়া ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই। চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের দিকশক্তি, শ্রবণশক্তি কম নহে। আমেরিকায় অনুষ্ঠিত রেডিও যোগে গীতবাজনার শব্দ ভারতে বসিয়া শ্রবণ করে। তেমনি টেলিস্কোপের যোগে সুদূর আকাশস্থিত গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থান দর্শন করে। কিন্তু পরমাত্মা ইন্দ্রিয়গণের দৃগাদিশক্তির অতীতে অবস্থিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর নহেন। যদিচ মন বুদ্ধিই ইন্দ্রিয়াদির অণুতে অণুতে দুগ্ধেস্থিত মাখনের ন্যায় তিনি বিরাজিত। এইরূপ মন ইন্দ্রিয়াদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রুতগামীগণ যতই দ্রুত গমন করেন সেই সর্ব্বব্যাপী নিশ্চল পুরুষকে সর্ব্বত্র নিশ্চলভাবে অবস্থিত দেখেন। ইহা তিষ্ঠৎ শব্দের অর্থ। এইরূপে মন ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কর্ম্ম পরায়ণ অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ যে যেরূপ ক্ষুদ্র বৃহদাদি কর্ম্ম করে তাহার সেই সেই কর্ম্মের ফল মাতরিশ্বা দেবতা প্রদান করিয়া থাকেন। ইহার পূর্ব্ব দুই মন্ত্রে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের নিন্দা করতঃ ঋষি এখানে দেবতা কর্ম্মফল দেন এই কথা বলেন কেন? যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকল রজোগুণাত্মক। তাহারও নিন্দা করা হইয়াছে। তম ও রজোগুণকে অভিভূত করতঃ চিত্তশুদ্ধি করিতে হয়। এই চিত্তশুদ্ধির জন্য যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রয়োজন তাহা অনুষ্ঠিত হইলে তৎসাধনে দেবতার কৃপায় চিত্তশুদ্ধিরূপ ফল লাভ হয়। যেমন সনৎকুমার নারদকে বলিয়াছেন "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধি সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ॥" ছাঃ ৬।১৬।২ গীতার ৫।১১ "যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে" গীতার ৭।২২ শ্লোকে বলে "লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্" ॥ ৭।২৩ বলে "অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্ ॥" এই মাতরি শব্দের অর্থ মাতরি আকাশে শ্বণতি। শণ শণ বহিয়া থাকেন। এইজন্য বায়ুকে মাতরিশ্বা বলে। বৃহদারণ্যকে ৩।৭।২ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই "বায়ুর্বৈ গৌতম তৎ সূত্রং" হে গৌতম বায়ু নামক দেবতাই সূত্রাত্মা। যিনি সূত্রে মনিগণা ইব বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডময় যে সব সূর্য্যগ্রহ নক্ষত্রাদি পরিদৃষ্ট হয় তাহা মাল্যস্থ সূত্রের ন্যায় ধারণ করিয়া থাকেন। এজন্য বঙ্গের কবি মাইকেল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুসূদন তাহার ব্রজাঙ্গনা কাব্যে লিখিয়াছেন "মেঘাবৃত হইলে কহলো সজনি পরে কি রজনী তারারই মালা"। রাত্রিদেবীর গলে এই যে তারার হার তাহাই কালীমূর্ত্তির গলে মুণ্ডমালারূপে কল্পিত হয়। এই সুন্দর মালাধারিণী রাত্রির অন্ধকার, সিনেমা হলের দৃশ্যবৎ দৃষ্ট হয়, আলোকে নহে। সূর্য্যোদয় হইলে সেই দেবী ও তারাগলের মালা আর দৃষ্ট হয় না। সিনেমা হলের দৃশ্য আলো জ্বালিলে দেখা যায় না। এই যে মাতরিশ্বাদেব অপ বা কর্ম্মফল বণ্টন করিয়াছেন তাহা সকলে সমানভাবে পায় না। এজন্য যে অল্পপ্রাপ্ত হয় সে অধিক প্রাপ্ত ব্যক্তিকে ঈর্ষা করিয়া থাকেন।

কর্ম্মই বেদের ধর্ম্ম এই যাদের বিশ্বাস তাদের জন্য ঈশা শ্রুতির ১ম মন্ত্রের শেষভাগে "মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্" ঈর্ষা করিতে নিষেধ করিয়াছেন বলেন।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।

তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥৫

ব্যাখ্যা—যাহারা ব্যবহারিক সত্তায়স্থিত কর্ম্মপরায়ণ তাহারা নিশ্চল পুরুষকে সচল বলিয়া মনে করেন। তৎ সেই পুরুষ এজতি চলন রত। কেন বলেন যদিচ চতুর্থ মন্ত্রে "অনেজদেকং" বাক্যে শ্রুতি তাঁহাকে অচল বলিয়াছেন, ইহার কারণ এই অচিৎ (জড়) প্রকৃতি অনির্বাচ্যা যেহেতু জড়দেহে চিৎ পুরুষ জীবরূপে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের কর্ত্তা ও ভোক্তা হইয়া থাকেন। পৃথিবীতে চেতন ভিন্ন অচেতন কর্ত্তার দৃষ্টান্ত নাই। সেই জন্য কি বাংলা সর্ব্বত্রই I see, I hear, I do বলেন। আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতেছি, দেখিতেছি, শুনিতেছি, আমি করিতেছি ইত্যাদি। মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণকে সহকারীকরণ মনে করেন। কর্ত্তা বলেন না। এজন্য অন্ধ পঙ্গুর ন্যায় ব্যবস্থা করিয়াছেন। পঙ্গু দেখিতে শুনিতে পায় চলিতে পারে না। অন্ধ দেখিতে পায় না চলিতে পারে। যদি অন্ধব্যক্তির স্কন্ধে পঙ্গুকে চাপাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে পঙ্গুর দর্শনশক্তির ব্যবহারে অন্ধ নির্ব্বিঘ্নে পথ চলিতে পারে। অচল পঙ্গুরও গতাগতি ঘটে ইহাই জড়-প্রকৃতির দেহরূপেস্থিত তাহাতে দেহের উপরিভাগে চেতন পুরুষ অচল। যেমন গীতার ১৩।৩২ শ্লোকে বলেন "শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে"। যাহারা স্থূলদেহ ত্যাগে দেহী সূক্ষ্মদেহ সহ উৎক্রমণ করেন এরূপ বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করেন তাহারা ভ্রান্ত। কেননা জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে সূক্ষ্ম ও কারণ দেহদ্বয় জ্বলিয়া যায়। সুতরাং জীবাত্মার উৎক্রমণ ঘটে না। জীব শিব হইয়া যায়। এই যে দেহদেহীর ভাব তাহার সম্বন্ধে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য কেহ কেহ অবচ্ছেদবাদ কেহবা প্রতিবিম্ববাদ কল্পনা করেন। অবচ্ছেদবাদ দেহমধ্যে ঈশ্বরের ক্ষুদ্র চেতনাংশ যেন Inject করিয়া দেওয়া হয়, অনুপ্রবেশ করান হয়। যেমন বাইবেলে লেখে যে ঈশ্বর মৃৎপিণ্ড দ্বারা এক নরাকার পুত্তলিকা সৃজন করতঃ তাহার নাসারন্ধ্রে ফুৎকার দেন, সেই ফুৎকারসহ ঈশ্বরের এক ক্ষুদ্র চেতনাংশ নাসারন্ধ্র দিয়া পুত্তলিকার দেহে অনুপ্রবেশ করে তাহাতে পুত্তলিকা উজ্জীবিত হয়। আমাদের দেশেও দেবতার মৃন্ময়মূর্ত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ম্মাণ করিয়া মন্ত্র সংযোগে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতঃ দেবতার পূজন করিয়া থাকেন এবং পশ্চাৎ মন্ত্র দ্বারা বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। সেই মৃন্ময়পুত্তলিকাটী মৃন্ময়পুত্তলিকায় পরিণত হয়। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ১ম চরিত্রে এক কল্পান্তরকালে প্রলয় ঘটিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একার্ণবে পরিণত হয় এবং নূতন কল্পে ব্রহ্মা ও দৈত্যদ্বয়ের সৃষ্টি ঘটে। অব্যাকৃতারূপ কারণ সলিল হইতে পুনঃ নব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়। কল্পনাতে সেই জগৎরূপ কার্য্য পুনঃ অব্যাকৃতরূপ কারণে লয় হয়। সেই অব্যাকৃত বা একার্ণব হইতে নবকল্পের সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হয়। কল্পনান্তে প্রভু যোগ-নিদ্রাগত হন। তাঁর সেই নিদ্রাকালেই অব্যাকৃতা প্রকৃতির কার্য্য আরম্ভ হয় এবং সেই কার্য্যারম্ভে মহামায়া অব্যাকৃতা প্রকৃতি যোগনিদ্রাগত হিরণ্যগর্ভরূপ ব্রহ্মের নাভিক (নাভিস্থ) মলে ব্রহ্মা নামক দেবতা এবং কর্ণমূল হইলে মধুকৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়ের দেহ উৎপন্ন করেন। অচিৎ (জড়) প্রকৃতির জড়দেহ নির্ম্মাণে রত হইলেন ইহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু তৎপর ঐ চণ্ডীর শ্লোকে লিখে যে ঐ দৈত্যদ্বয় জন্মলাভ করিয়াই দেবতা ব্রহ্মাকে মারিবার জন্য আক্রমণ করে। ঐ জড়দেহত্রয়ের চিদাংশ স্থাপিত না হইলে ঐরূপ আক্রমণ সম্ভবপর নহে। চেতন প্রভু নিদ্রিত অচেতন প্রকৃতির চেতনাংশ সংগ্রহ করতঃ দেহত্রয়ে স্থাপন করা সম্ভবপর নহে। এই দেহত্রয়ের কে কখন চিদাংশ স্থাপন করিল এই প্রশ্ন? এখন ইহা অনুমেয় যে সর্ব্বব্যাপী পুরুষের চিৎ প্রতিবিম্বে ঐ দেহত্রয়নয়স্থ মসৃণ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বপাত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে। যেহেতু চেতনের ছিন্ন টুকরা হৃদয়ে স্থাপনের লোকাভাব। কেননা জড়প্রকৃতি ছেদন ও স্থাপনের কর্ত্তা হয় না। যোগনিদ্রাগত প্রভু নিদ্রিত। সুতরাং অবচ্ছেদবাদ বা পরিণামবাদের স্থান নাই। এই জন্য সুধীগণ প্রতিবিম্ববাদে আদর করেন ইহা কেহ মনে করেন; মায়ার মসৃণ কারণ শরীরে বুদ্ধিরূপ অংশে প্রতিবিম্ববাদটী অদ্বৈতবাদের কথা ইহা ঠিক নহে। কেননা অচেতন মায়াদেহের অস্তিত্বে প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে সৃষ্টি নাই, সৃষ্টি ঘটেও নাই। তিনটী বিভিন্ন প্রকারের পদার্থ উপস্থিত থাকিতে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। যেমন গীতার ৮।১৮ শ্লোকে "রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে" ইহাতে অব্যক্তা প্রকৃতি কার্য্যব্রহ্ম ও রাত্রিকাল থাকে। অথচ ইহাকে প্রলয় বলে এই তিনের প্রলয়ে অদ্বৈতাবস্থা। দশরথতনয় রামচন্দ্র কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিলেন :—

ইদং বীজেঙ্কুর ইব দৃশ্যমাস্তে মহাশয়ে।
ব্রূতে য এবমজ্ঞত্বমেতত্তস্যাস্তি শৈশবম্॥
যোগবাশিষ্ঠ স্থিতি ১।২১

মহাপ্রলয়ে এই দৃশ্য জগৎ বীজে অঙ্কুরের ন্যায় অবস্থান করে। যিনি এরূপ বলেন তিনি নিতান্তই অজ্ঞ, তাহার অদ্য পর্য্যন্ত বালকত্ব আছে।

শ্রুতি "অনেজদেকং" বাক্যে অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন যাহা মন ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর। এই শ্রুতি দ্বৈতবাদের সচলতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধি খণ্ডন করিয়া পুরুষের অচলত্ব স্থাপন করিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে সৃষ্টি ও ধ্বংসরূপে কার্য্যদৃষ্টে তাহা সত্যবোধে ঈশ কর্ত্তা এইরূপ বুদ্ধি জাগে। বিচারে যাহা সত্য নহে তাহার সত্যতা কল্পনা ভ্রান্তি মাত্র। যেমন গীতার ১৩।৩২ বলে "শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে।" অচলের প্রতিবিম্ব অচলই হয়। অচলের টুকরা অচলই হইয়া থাকে। যেমন রেলগাড়ীতে বসিয়া দেখেন তালগাছ ও পুকুর দৌড়াইতেছে; ইহা আরোপ মাত্র। এজন্য শ্রুতি বলেন "তন্নৈজতি তদ্দূরে তৎ উ "অন্তিকে" এই বাক্যের দ্বারা সেই তৎ নামধেয় ব্রহ্ম অতিশয় নিকটবর্ত্তী হৃদয়াকাশে ইদং পূর্ণভাবে স্থিত এবং অতিশয় দূরে অদ পূর্ণদেশে তিনি অবস্থিত অর্থাৎ তিনি সর্ব্বগত ও সর্ব্বব্যাপী। তিনি সকল ক্ষেত্রে অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত। অন্তরে ও বাহিরে বলায় কিঞ্চিৎ গোলযোগের সৃষ্টি করে। যেমন গৃহের অভ্যন্তরে বা বাহিরে বলিলে গৃহকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়। মধ্যে একটী দেওয়াল বা পর্দ্দা দাঁড়াইলে অন্তর বাহির হয় না। তেমনি মানুষের হৃদয়াকাশস্থিত ক্ষুদ্র ধূমরহিত জ্যোতি পঞ্চকোশ দ্বারা বেষ্টিত দেহের অস্থি মাংস পিণ্ডাদি পর্দ্দাস্থানীয়। যিনি অন্তরে ও বাহিরে স্থিত তিনি পদাংশেও স্থিত কি না? তাহা গীতার ৭।১২ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন—

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥

গীতার ৯।৪।৫ শ্লোকে পূর্ব্বোদ্ধৃত হইয়াছে তথায় তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫ম শ্লোকের শেষ পংক্তিতে বলিয়াছেন "ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ"॥ সত্ত্ব, রজঃ, তমো, গুণাত্মিকা, মায়া বা প্রকৃতি বা তৎকার্য্যে আমি থাকি না আমাতে তাহারা থাকে না। অথচ আমি জগৎ ধারণ করি অর্থাৎ সিনেমা হলের অন্ধকারে বসিয়া দর্শকগণ কিছু দর্শন করেন তাহা বস্তুতঃ না থাকিলেও অবিদ্যমান হইলেও যেমন আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যেমন অজ্ঞান আঁধারে অচেতন সমাঙ্গবিশিষ্ট রজ্জুখণ্ডে বিষম অঙ্গবিশিষ্ট চেতন সর্প দৃষ্ট হয়। অবিদ্যমানোঽপি অবভাসতে বলিয়া প্রতীত হয়। ইহার শাস্ত্রোক্ত একটী শ্লোক স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে।

হরিরেব জগৎ জগদেব হরিঃ
হরিতো জগতো ন হি ভিন্ন তন্থঃ।

যেমন রজ্জু সর্পস্থলে রজ্জুর তন্থ ও সর্পের তন্থ একই তন্থ কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ দৃষ্ট হয়। জগৎ তেমনি হরির দেহে অজ্ঞান বশে দৃষ্ট হয় মাত্র। তেমনি ক্ষুদ্র আয়তন দেহে অন্তর ও বাহিরে মন্দবুদ্ধি দেখিয়া থাকে। সর্ব্বব্যাপী পুরুষের অখণ্ডৈক রসে খণ্ডাখণ্ডি করার বা পর্দ্দা উঠাইবার স্থান নাই। যেমন ভূগোল পাঠক এ পৃথিবীর মধ্যে দিয়া এক মহাবিষুব রেখা কল্পনা করে এবং কল্পিত দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ দ্বারা বিভাগ করেন। পৃথিবী উত্তরার্দ্ধ ও দক্ষিণার্দ্ধ দেখে ইহাই তেমনি দর্শন॥ ৫

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ ৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা—দেহে দেহে, বিভিন্ন প্রকার দেহে অনন্তদেহে অনন্ত বিভিন্নাত্মার অবস্থান মহর্ষি কপিল ও অক্ষপাদ গৌতমাদি ঋষিগণ পৃথকত্বের বর্ণনা করিয়াছেন। বিচারে তাহা দাঁড়ায় না। বৃক্ষলতা কীটপতঙ্গ ভেকপতঙ্গ ভেক সর্প সিংহ নর যক্ষাদি স্থিত চিদাংশকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীব কল্পনা করেন। তেমনি ঊনবিংশ কলা সপ্তাহ বিশিষ্ট কার্য্য ব্রহ্মাতে চিদাংশ কল্পনা করেন। পূর্ব্ব শ্লোকে ব্রহ্মা ও দৈত্যদ্বয়ের চিদাংশ একই চিদের অংশ প্রতিবিম্বরূপে দৃষ্ট হয় বলা হইয়াছে। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা দৈতদ্বয় অসুর জাতীয় পাতালবাসী। তেমনি সর্ব্বক্ষেত্রে একই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ বিরাজমান। ভগবানের চিদাংশ মৎস্য কুর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ বামনাদি দেহে দেহীরূপে প্রকাশ পায়। বেদে সর্ব্বদেবগণের একই অণু প্রাণ ইহা "মহদ্দেবানাম সুরত্বমেকম্॥" বাইবেলে মর্ত্তেও একই ঈশ্বরের চিদাংশ সকল মৃণ্ময় দেহপিণ্ডে স্থাপিত জানা যায়। কারণ আদি মানবের পাঞ্জরাস্থি গ্রহণে ইভের দেহ নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতে চিদাংশ স্থাপন করে। স্ত্রী পুরুষের একই চিদাংশ চণ্ডীতে বলে "জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয় গোচরে।" শ্রুতি বলেন "দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ"। স্কন্দোপনিষদ ১০ অর্থাৎ বৃক্ষলতার দেহ গর্দ্দবাদির দেহ সিংহাদির দেহ দেব যক্ষাদির দেহ সব দেহেই এক শিব বিরাজমান। এই জ্ঞানই চিদাংশ। মহাভারতের সভাপর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞ সভায় শ্রীকৃষ্ণ নিন্দুক শিশুপালের মস্তক চক্রদ্বারা ছেদন করিলে শিশুপালের জীবাত্মা যোদ্দৃ পোষাকে ভূষিত শ্রীকৃষ্ণের দেহে প্রবেশ করে। ইহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজ যুধিষ্ঠির দেখেন। শ্রীকৃষ্ণ বিরাটরূপে সমস্ত দেহীর সমষ্টি। পুরাণে দেখা যায় এক ক্ষত্রিয় ভরত রাজার দেহস্থ দেহী পর জন্মে হরিণ দেহে প্রবেশ করিয়াছিল। তৎপর জন্মে সেই হরিণের দেহী ব্রাহ্মণদেহে জড় ভরতরূপে সেই ব্রাহ্মণদেহে স্থিত হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় রাজা যযাতির পিতা নহুষ কর্ম্মফলে স্বর্গে গমন করেন। তথায় বাস করার কালে তাঁহাকে ইন্দ্রপ্রস্থে স্থাপন করেন। পরে ইনি সাতিশয় ভোগে রত হইলে সেই ঋষিগণ তাহাকে সর্পরূপ দেহ করতঃ মর্ত্তলোকে স্থাপন করেন। এরূপ কেবল শাস্ত্রীয় বাক্য বলে নহে বিচারেও পাওয়া যায়। যেমন একব্যক্তি তিনটী ঘট খরিদ করিয়া আনিয়া তাহার বাটীর দীর্ঘ বারান্দায় রান্নাঘরের সমীপস্থ নির্ম্মালাকাশ বিশিষ্ট স্থানে একটী ঘট স্থাপন করিলেন। আর একটী নির্ম্মলাকাশযুক্ত ঘট বারান্দার অপর প্রান্তে ধূলিপূর্ণ রাস্তার ধারে বারেণ্ডায় স্থাপন করিলেন। অপরটী বারান্দার মধ্যভাগে রাখিয়া দিলেন। কিয়ৎকাল পরে রান্নাঘরের ধূম আসিয়া সন্নিহিত ঘটাকাশে ধূমাবৃত করিয়া ফেলিল। অপর প্রান্তে রাস্তার ধারস্থিত ঘটটী বায়ু সংযোগে ধূলি উড়িয়া আনিয়া ঘটকে ধূলিময় আকাশযুক্ত করিল। সেই বারান্দার মধ্যস্থিত ঘটটী নির্ম্মলাকাশ পূর্ণ রহিল। এখানে ঐ বারেণ্ডায় আকাশের একতা থাকিলেও ধূলি ধূমোপাধি যোগে নানাত্বরূপে পরিদৃষ্ট হইল। এরূপ নির্দ্দোষ সম সর্ব্বগত ব্রহ্ম দেহে দেহে এক হইলেও সত্ত্ব রজঃ তম গুণাদির উপাধি ভেদে বিভিন্ন বলিয়া কল্পিত হয়। সর্ব্বভূতে একই আত্মা থাকায় যে ব্যক্তি আপনার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহস্থ দেহীকে খণ্ডরূপে না দেখিয়া অখণ্ডস্বরূপে দেখে। যেমন পূর্ব্বোল্লেখিত মহাবিষুব রেখার দ্বারা পৃথিবীর অখণ্ডের খণ্ডের ন্যায় পৃথক দর্শন জানিয়া সর্ব্বভূত আপনাতে আপনাকে সর্ব্বভূতে দেখেন তখন তাহার শোকের হেতু থাকে না। শোক পুত্রাদির পৃথক দর্শনকারীর ঘটে। কে কাহাকে ঘৃণা করিবে। যেমন ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ২।১১

এই শ্লোকটী ঈশোপনিষদের পরবর্ত্তী ৬ষ্ঠ মন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে।

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ৭

ব্যাখ্যা—যখন কোন ব্যক্তি সর্ব্বভূতকে একই আত্মাতে অবস্থিত দেখেন তখন এক ব্যতীত অন্য কিছু না থাকায় কাহার জন্য বুদ্ধি মোহযুক্ত হইবে। যেমন অর্জ্জুন উভয় পক্ষের সৈন্যের মধ্যে আপনার আত্মীয়স্বজনকে পৃথক পৃথক দেখিয়াছেন। তখন তাহার বুদ্ধি মায়ামোহাক্রান্ত হওয়ায় ইহাদিগকে বধ করিতে হইবে। এই চিন্তায় শোকগ্রস্থ হইয়াছিলেন। গীতা শ্রবণান্তে অর্জ্জুন বলিতেছেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥১৮।৭৩

এখন অর্জ্জুন ভগবানের বাক্যে দ্বিতীয়াধ্যায়ে যে শুনিয়াছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" ॥ ইত্যাদি বাক্য স্মরণে স্বধর্ম্ম পালনে মোহবশে যে অধর্ম্মবুদ্ধি উদয় হওয়ায় যুদ্ধ করিব না এমন কথা বলিয়াছিলেন। সে মায়ামোহ অপগতে এখন বলিতেছেন "করিষ্যে বচনং তব" ॥ তোমার কথামত যুদ্ধ করিব। আত্মা যে অবিনাশী, দেহসকল গোদুগ্ধের অসার আবরণ শ্বেতবর্ণ তরল ও পেয় ঘোলের ন্যায় ত্যজ্য। সুতরাং ঐরূপ দেহআবরণ ত্যাগে একত্বের সন্ধান পাইয়া দেহসকল বধে স্বধর্ম্ম পালনে নিযুক্ত হইলেন। যেমন সিংহের দুগ্ধ, ব্যাঘ্রের দুগ্ধ, হস্তীর দুগ্ধ, গণ্ডারের দুগ্ধ, হরিণের দুগ্ধ, ঘোটকের দুগ্ধ, মহিষের দুগ্ধ, গোদুগ্ধ, কুকুরের দুগ্ধ, বিড়ালের দুগ্ধ প্রভৃতি সকল দুগ্ধের একতা তেমনি তেমনি পচনকারী বৈশ্বানর দেবের একতা বলিতে হয়। সকল দুগ্ধের শ্বেতবর্ণ অসার আবরণ দুগ্ধের অণুতে অণুতে সর্ব্বগত মাখনের একতাবৎ ক্ষেত্রজ্ঞের একত্ব স্বীকার করিতে হয়। কেহ বলেন জীব চাঁদের ঈশ্বর স্বতন্ত্র তাহা ঠিক নহে। যেমন পুকুরে নিস্তরঙ্গাবস্থায় প্রতিবিম্ব পতিত হয়। তরঙ্গায়িত হইলে উহার প্রতি তরঙ্গে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্রায়তন চন্দ্র প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। পুনঃ নিস্তরঙ্গ হইলে সহস্র তরঙ্গস্তাল ঐ উক্ত বৃহৎ প্রতিবিম্বে লয় হয়। জীব লয় হয়। জীব ঈশ্বর ভাবটী তেমনি কেবল আয়তনে পার্থক্য। ৭।

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু

র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥৮

পরমাত্মা ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়ার্থে আবরকরূপ উপাধি সকল পরিত্যাগে এই মন্ত্র লিখিয়াছেন। যেমন দুগ্ধের আপাততঃ মনোরম শ্বেতবর্ণ তরলত্ব ও পেয়ত্ব ত্যাগে দুগ্ধের অণুতে অণুতে সর্ব্বগতভাবে অবস্থিত মাখন প্রকাশ পায় ইহা তেমনি। যেমন আকর (খনি) হইতে অন্য মলিন ধাতুসহ মিশ্রিতভাবে স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা অগ্নিতে দিলে মলিন ধাতু জ্বলিয়া গিয়া বিশুদ্ধ স্বর্ণ পাওয়া যায় ইহাও তেমনি ব্যাপার। আত্মা দৃশ্য-প্রপঞ্চের মায়িক আবরণে অদৃষ্ট থাকিলেও আবরণ বিদূরিত করতঃ যাহা অবশেষ থাকে তাহাই সর্ব্বগত ব্রহ্ম। শুক্র অর্থ শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়। সেই জ্যোতি সহস্র সূর্য্যসম প্রভ। অকায় শব্দে কায় সূক্ষ্ম শরীরবিহীন। অব্রণ ও অস্নাবির শব্দদ্বয়ের দ্বারা স্নায় ও বিকার ব্রণাদিযুক্ত স্থূল শরীরবিহীন। শুদ্ধ জীবদেহে পঞ্চকোশরূপ আবরণ দৃষ্ট হয়। তাহার পঞ্চমকোশ যাহাকে কারণশরীর বলা যায় তাহার নাম আনন্দময়কোশ। যেহেতু সেই কারণশরীরের পাতলা আবরণ ভেদ করিয়া তন্মধ্যস্থিত জ্যোতির্ম্ময়স্বরূপ ফুটিয়া বাহির হয়। যেমন বাল্বস্থিত পাতলা আবরণ ভেদ করিয়া প্রকাশ পায়। তেমনি আবরণ কারণশরীর মসৃণ পাতলা আবরণ ও মলিন বা অবিশুদ্ধ আবরণ বিদূরিয়া করিয়া শুদ্ধ আত্মা প্রকাশ পায়। অপাপ বিদ্ধম্ অর্থ ন পাপ বিদ্ধম্। পাপদ্বারা বিদ্ধ নহে। পাপ অর্থ প+অপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মফল। পাতি রক্ষতি ইতি পাপ। অবিদ্যা কাম কর্ম্মবীজ-রূপা এই কামকর্ম্মবীজ রক্ষাকারিণী পাপ। ন+বিদ্যা=অবিদ্যা। বিদ্যা জ্ঞানকে বলে। সুতরাং অবিদ্যা অজ্ঞানকে বলে। অজ্ঞ+অন=অজ্ঞান। অন সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকাই অজ্ঞান। অন শব্দ পুরুষ ও প্রকৃতিকে বুঝায়। বৃহদারণ্যকে দুই দেবতা কে? কে? প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, প্রাণ ও অন্ন।

প্রাণ শব্দে প্র+অন=প্রাণ। অন্ন শব্দের অর্থ বৃহদারণ্যকে অপর অন্ন আহার্য্য বলিয়াছেন। অন্ন=অন্নগ্রাসে, অন্নগ্রাসী, "অন্নাদ ভবতি ভূতানি" অন্ন বা অবক্তা প্রকৃতি হইতে এই বিশ্বজগতের কার্য্য স্বীয় কারণ অন্নে লয় প্রাপ্ত হয়। ইহা গীতার ৮।১৮ শ্লোকে বলে।

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥

কার্য ব্রহ্মের দিবাকালে অব্যক্তা প্রকৃতি ব্যক্ত জগৎ প্রসব করে এবং কার্য্য ব্রহ্মের রাত্রিকালে কারণরূপিনী অব্যক্তা প্রকৃতিতে ব্যক্ত জগৎ লয় প্রাপ্ত হয়। জগৎরূপ কার্য্য কারণে লয় পায় ইহাকেই ভাষান্তরে বলা হয় অব্যক্তা প্রকৃতি জীব জগৎ গ্রাস করেন। গ্রাসকারী বলিয়া তিনি মৃত্যুস্বরূপিনী হন। এই মন্ত্রে প্রলয়ে মৃতুস্বরূপিনী প্রকৃতি অমৃত স্বরূপ দেবতা কার্য্যব্রহ্ম রাত্রিকালে এই তিনটী কল্পান্তে যে প্রলয় ঘটে তাহাতে বর্ত্তমান থাকেন। তিনটী বহুবচন বাচক বাহুল্য থাকায় ইহাকে খণ্ড প্রলয় বলে। মহাপ্রলয়ে এই তিনটী থাকে না। ইহাদের লয় ঘটে। ইহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অল্পবুদ্ধি মনে করেন তাহা হইলে ত মহাপ্রলয়ে শূন্য থাকে। নাস্তি অবস্থাগত হয়। সুতরাং প্রশ্ন দাঁড়াইল নাস্তি কিং তদুত্তরে জ্ঞানী গুরু জবাব দিলেন ন ইতি। এই প্রশ্নের উত্তর সূত্রাকারে ন+ন দ্বারা বলা হয়। নাস্তি নহে। ন+ন হয় প্রথমটী নঞ্তৎ পুরুষ সমাসে ন স্থানে অ হইয়া অন শব্দ হয়। যেমন ন+জ= অজ। অন অর্থ হইতেছে যাহার নাস্তিতা কদাপি ঘটে না চির অবাধিত সত্তাযুক্ত। পাপ অসৎ প্রকৃতি অবিদ্যা ব্রহ্মে কণ্টকবৎ প্রবিষ্ট হইতে পারে না। এইজন্য অপাপবিদ্ধম্। ভাগবৎ পুরাণে প্রথম শ্লোকে "সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি" বলিয়াছেন। নিত্য মুক্ত।

কেহ কেহ বলেন ব্রহ্মাশ্রয়া মায়া সন্তি। ব্রহ্মকে অলক্ষিত ভাবে আশ্রয় করিয়া মায়া থাকেন। অলক্ষিত ভাবে অর্থ যাহা নেত্রাদি গোচর নহে। এমন ভাবে স্থিতি যেমন নরদেহে প্রতি লোমকূপে বহিরাগত সূক্ষ্ম মলকণা প্রবেশ করে। লোমকূপ অর্থ লোমের গোড়ায় যে সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে তাহাকে লোমকূপ বলে। সেই লোমকূপস্থ মলকণা সাবানাদি দ্বারা ভিজাইয়া গামছা দিয়া বেশ করিয়া মাজিলে ও মলিলে দেহ পরিস্কার শুদ্ধ হয়। অথবা যেমন মুখে পাতলা চর্ম্মের নীচে সূক্ষ্ম স্নায়ুতে অতি সূক্ষ্ম রক্তবিন্দু ব্যানবায়ুর ক্রিয়তায় অচল হইয়া পড়ে উহা চুলকাইবার খুব ইচ্ছা হয়। যদি প্রথমাবস্থায় বেশী চুলকাইয়া সহ্য করিলে ৫।৬ দিন পর ঐ দূষিত রক্ত শ্বেতবর্ণ শালরূপে পরিণত হয়। তখন টিপ দিলে পড়িয়া যায়। এই স্নায়ুস্থ বদ্ধ দূষিত রক্তকে ব্রণ বলে। এখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ দূষিত রক্ত বিন্দুর ন্যায় অলক্ষিত ভাবে মায়া ব্রহ্মদেহে বাস করে। অথবা খালি গায়ে চলিতে গিয়া সূক্ষ্ম সাদা কাঁটা নটের কণ্টক পায়ের পুরু চর্ম্মে প্রবেশ করে। তখন কণ্টকবিদ্ধ সেই ব্যক্তি আর একটী কণ্টক লইয়া পায়ের প্রবিষ্ট অলক্ষিত কণ্টককে বহু যত্নে বাহির করিয়া ফেলে। এইরূপ অলক্ষিত কণ্টকের ন্যায় মায়া ব্রহ্মশরীরে বিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রুতি এই তিনটী অবস্থার কোনটী সম্ভবপর নহে বুঝাইবার জন্য অকায়ম্ অস্নাবিরং শুদ্ধং অপাপবিদ্ধম্ বাক্যদ্বারা নিষেধ করিয়াছেন। ত্রিগুণা মায়া ব্রহ্মদেহে অবস্থিতি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলিয়াছেন "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্"। সম নির্দ্দোষ ব্রহ্ম অখণ্ডৈক রস নানা গুণময়ী বৈষম্যা মায়ার স্থান নাই। এই নানাত্বপূর্ণ জগতে বহুত্ব পূর্ণ দেহধারী সর্ব্বগত নিরবয়ব বস্তুর ধারণা করিতে পারে না এজন্য দ্বৈতের ভাষায় ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য কয়েকটী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। কবি এই শব্দটী বর্ত্তমানে ছন্দ বদ্ধ পদাবলী লেখককে বুঝায়। যেমন—

কাল ছিলাম কাল নাই
তাতে আর ভুল নাই।
কলিকাতা এসেছি সদ্য
বসে বসে লিখছি পদ্য।

এইরূপ লেখককে কবি বলে। শ্রুতি কবি শব্দদ্বারা ক্রান্তদর্শী ত্রিকালজ্ঞ পুরুষকে বুঝায়। মনীষী অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বিচারশীল বুদ্ধিযুক্ত। পরিভূঃ সর্ব্বব্যাপী স্বয়ম্ভূঃ যাহার পিতামাতা নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অজ স্বয়ং আপনা আপনি স্থিতিশীল। "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ "ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ" যেমন কাজ করে তেমনি অর্থ কর্ম্মফল ব্যদধাৎ" দিয়া থাকেন। ইহা পূর্ব্বেই "তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাদি" বাক্যে বলা হইয়াছে। এখানে সময়াভিমানী দেবতা যাহাকে কাল বলে। তিনিই প্রথম সৃষ্টি তাহাদের কর্ম্মফল দিয়া থাকেন। ব্রহ্ম কালাতীত সুতরাং কাল মায়া প্রথম সৃষ্টি ॥ ৮

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥৯

ব্যাখ্যা—সাধারণতঃ বিদ্যা শব্দ জ্ঞান বুঝায় এবং অবিদ্যা অজ্ঞান বুঝায়। এখানে বিদ্যাশব্দ দেবতা বিষয়ক জ্ঞানার্থে প্রয়োগ হইয়াছে। এক সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের নানাবিধ বিভূতিকে স্বতন্ত্র দেবতারূপে অর্চ্চনা তাহাকে এই শ্লোকে বিদ্যা বলা হইয়াছে। এবং অবিদ্যা কামকর্ম্মবীজরূপা ইষ্ট পূর্ত্তাদি কর্ম্মরূপে গৃহীত হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে বৃহদারণ্যক উপনিষদে ১।৫।১৬ "কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকঃ"। গীতায় বলিয়াছে "ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্ যাজিনোঽপি মাম্"। পিতৃলোক চন্দ্রলোক তাহাতে যাঁহারা পিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা তর্পণ দানাদি করেন তাহারা গমন করেন। চন্দ্রলোক মৃদু আলোকযুক্ত সাধারণ চক্ষে মনে হয় বস্তুতঃ চন্দ্রের কোন জ্যোতি নাই দেবলোক সদাই সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত এবং সেইজন্য এই মন্ত্রে বলিল যাঁহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অল্প আলোকযুক্ত চন্দ্রলোকে গমন করেন। আর যাহারা যজ্ঞাদিদ্বারা দেবগণের পূজা করেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহারা দেবলোকে গমন করেন। দেবলোককে পূর্ব্ববর্ত্তী তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইয়াছে। "অসূর্য্যনামতে লোকা" তাহাকে এই মন্ত্রে বলিতেছেন। দেবযাজীগণের বুদ্ধি দেবগণের স্বর্গলোক ভোগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু হইতে পারে না। এজন্য তাহারা দেবগণের পশুভাবে দেবগণ সহ একত্র বাসই কৃতকৃত্যতা মানে। বেদে ইহা অপেক্ষা অন্য শ্রেষ্ঠ কিছু আছে এমন বলে না। যেমন গীতার ২।৪২ শ্লোকে "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্য বিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥" পিতৃযাজীকে বুঝাইলে সে অল্পেই আপন ভ্রম বুঝিতে পারে। দেবযাজী স্বর্গভোগের জন্য এমন মায়া মোহ মুগ্ধ যে সে পণ করিয়াছে এ বিষয় একটী প্রবাদ আছে। আমাকে যে বুঝাইতে পারিবে তাহাকে চাযের বড় বলদটী দিব। কৃষক এইরূপ উক্তি করিলে কৃষক-পত্নী বলিল ওগো কি কথা সেই বলদটী দিলে আমাদের চাষ কি করিয়া চলিবে। কৃষক হাসিয়া বলিল উহার বুঝান শেষ হইলে আমি বলিব যে আমি বুঝি নাই কাজেই বলদ দিতে হইবে না। সেইজন্য এই কাম ও কামী ব্যক্তিগণের ভ্রম ভাঙ্গিয়া দেওয়া বহু আয়াস সাপেক্ষ। এইজন্য বলিতেছেন আরও গাঢ় অন্ধকারে যায়॥ ৯

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরানাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥ ১০

ব্যাখ্যা—যাহারা বিদ্যা ও অবিদ্যা বহু অন্বেষণ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কেহ বলেন পিত্রাদির যজনই যথেষ্ট, কেহ বলেন দেবপূজাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথেষ্ট। পিতৃগণের পূজনের নাম শ্রাদ্ধ। পাঞ্জাবী আর্য্য সামাজিক বৈদিক যজ্ঞ করেন। পিতৃশ্রাদ্ধাদি করেন না। যে কোন মাঙ্গলিক ব্যাপার গৃহে উপস্থিত হয় তখন পিতৃগণের অর্চ্চনা করা হয়। তাহার নাম বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ অর্থাৎ যে শ্রাদ্ধ করিলে ধনে জনে বৃদ্ধিলাভ ঘটে ইহার অন্য নাম আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ। যাহা অনুষ্ঠান করিলে সংসারে সমাজে অভ্যুদয় ও উন্নতি লাভ করা যায়। ইহার অন্য নাম নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ। নান্দিমুখ অর্থ মুখ্য আনন্দদায়ক ইহা সকলের কাম্য হয়ে থাকে। ধনে জনে বৃদ্ধিদ্বারা নন্দিত হয়। বর্ত্তমান কালে নূতন ফ্যাসানে পূর্ব্ববর্ত্তী মৃত ব্যক্তিগণের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদত্ত হয়। যাহাকে জয়ন্তী বলে। সেই পূর্ব্ববর্ত্তী মহান্ ব্যক্তিগণের জন্ম বা মৃত্যু তিথিতে তাহাদের ফটো পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করতঃ ১০।১২ জন মিলিয়া জয়গান বিষয়ের বক্তৃতা করেন ও শ্রবণ করেন। সময় সময় জলপানাদির ব্যবস্থা থাকে। তাহারা দর্শনের অযোগ্য দেবতার মূর্ত্তি পূজাদি অসভ্যতার লক্ষণ বলেন। অন্য কেহ দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করতঃ কিম্বা দেবমূর্ত্তির সম্মুখে ষোড়শোপচারে ফুল চন্দনাদির দ্বারা পূজন করেন। যাহার ফলে দেবলোকদের ভোগ্য ভোগ করিবে। ইহাই শ্রেষ্ঠ কল্পনা।

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥ ১১

ব্যাখ্যা—শ্রুতি বলেন এটা করিব, এইটা করিব না, এ বুদ্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্যাগে ছুইটাই করা ভাল। অবিদ্যা উপাসনা বা পিতৃগণের পূজা এবং বিদ্যা অর্থাৎ দেবগণের পূজা উভয়ই কর্ত্তব্য। এই উভয়ের অনুষ্ঠানের জন্য যে ফললাভ ঘটে তাহাও বলিবেন। অবিদ্যা পিতৃ পূজনের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যা বা দেবপূজনের ফলে অমৃতভোজী হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই পৃথিবী মর্ত্তলোকে এখানে যে জন্মিবে সেই ক্ষুদ্র পিপাসাদি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দেহ রক্ষার্থ আহার্য্যান্বেষণে জীবন যাপন করেন। চাই সে প্রাণী জরায়ুজ স্তন্যপায়ী বা উদ্ভিজ্য বা অণ্ডজ হউক সকলেই আহারান্বেষণ পরায়ণ। যাহারা কেবল দেহরক্ষার জন্য আহার্য্যান্বেষণ পরায়ন হন তাহারা পুনঃ পুনঃ এই মর্ত্তলোকে জন্ম ও মৃত্যুর বশীভূত হন। এইজন্য শাস্ত্রে বলে এই মরলোক মৃত্যুদ্বারা ব্যাপ্ত। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য সচেষ্ট হন। সেই চেষ্টার ফলে যাহারা পিত্রাদি পূজন রত হন তাহারা এই নরলোকের বাহিরে চির পিতৃলোকে বাস করিয়া পুনরায় ইহলোকে আসিয়া ধনে জনে বৰ্দ্ধিষ্ণু হইয়া সুখী হন। এবং মৃত্যুর পর এই দুঃখময় নরলোক ত্যাগে এই চন্দ্রলোকে যথায় পিতৃগণ চিরকাল বাস করেন তথায় যাইয়া পিতৃগণ সহ নন্দিত হন। ইহাই নান্দিমুখ শ্রদ্ধাদির ফল। আর যাহারা দেবপূজন করেন তাহারা স্বর্গলোকে গমন করিয়া অমৃতভোজী দেবগণ সহ অমৃতত্ব ভোগ করেন। সুতরাং পিতৃযজ্ঞ দ্বারা পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর হেতুভূত এই মর্ত্তলোক ত্যাগে মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি ঘটে। শ্রুতিতে দেবযজ্ঞে ফল স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বা২শনায়াপিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে॥ কঠ ১।১।১২

স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই। হিংস্র জন্তু বা জলপ্লাবনাদি দৈবঘটনা না থাকায় কোন ভয়ের কারণ থাকে না। সেখানে তুমি যে যম মৃত্যু তোমারও কোন অধিকার নাই। অতএব স্বর্গবাসী অমর হয়। পুরাণে সমুদ্রমন্থনে যে অমৃত উঠে তাহা অসুরগণ পায় নাই। দেবতারাই পান করিয়াছেন। এজন্যই তাহারা অমৃতপায়ী অমর অসুরাদি মরণ ধর্ম্মশীল। স্বর্গে জরা বা বার্দ্ধক্যের ভয় নাই, সকলেই সেখানে তৃতীয় দশা যৌবনদশা প্রাপ্ত হয়। এজন্য দেবতাগণের নাম ত্রিদশা। জন্মিলে বাল্যে পড়ে দেহ বৃদ্ধিপ্রাপ্তে কুমার এবং দেহ পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হইলে যৌবন হয়। এজন্য যৌবনকে তৃতীয়দশা বলে। দেবযাজীগণ এহেন স্বর্গে মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত নরলোক ত্যাগে গমন করে। এজন্য শ্রুতি বলিলেন "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা" মৃত্যুর হাত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গে অর্থাৎ দেবভোগ্য ভোগ করেন।" ১১

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥১২

ব্যাখ্যা=শাস্ত্রে অসংভূতি ও সংভূতি উপাসনা পরিদৃষ্ট হয়। এই মন্ত্রের দ্রষ্টা মহর্ষি দধীচি। তিনি অতিশয় প্রাচীন ঋগ্বেদীয় ঋষি ব্রহ্মবিদ্। তাঁহার সময়েতেই অসংভূতির উপাসনা প্রচলিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল জানা যায়। শাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। যেমন সিদ্ধমুনি কপিল বলে প্রধানা (প্রকৃতি) জগতের রচয়িত্রী। গীতায় ১৩।২১ উক্ত হইয়াছে। "কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।" ইহা কপিলের মতবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্যে বলেন ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। এই উভয়বাদে কাহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া পূজা করিব এই সংশয় উপস্থিত হয়। যিনি সৃষ্টি করেন তিনি পালনও করেন ভরণপোষণ করেন। এইজন্য অনীশ মানব আপনাকে বিশাল সৃষ্টির মধ্যে একটী ক্ষুদ্রপ্রাণী-রূপে উপস্থিত দেখে। বাল্যাবস্থায় স্থিত প্রাণীটাকে কে পালন করে, কে রক্ষা করে? যিনি রক্ষাকর্ত্তা হন তাহাকে পিতা বলে। পিতা পূজ্য। মাতা হইতেও লালিত পালিত হয় বলিয়া তিনিও পূজ্যা। যেমন পূর্ব্বমন্ত্রে দেবপূজা করিব কি পিতৃপূজা করিব সংশয়স্থলে শ্রুতি বলিয়াছেন উভয়েরই কর। এই ন্যায়ানুসারে অনীশ মানব প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েরই পূজা করে। প্রকৃতির উৎপত্তি ও স্বরূপ জানা যায় না। এইজন্য কোনোপনিষদে তাহাকে অবিদিতা বলা হইয়াছে। এই অবিদিতা স্থলে পরবর্ত্তী কেহ অনির্ব্বচনীয়া, কেহ অচিন্ত্য ইত্যাদি নাম প্রকৃতিকে দেওয়া হইয়াছে। সম্ভূতি অর্থ উৎপত্তিমান যাহার উৎপত্তি জ্ঞাত হওয়া যায়। অসম্ভূতি অর্থ যার উৎপত্তি জানা যায় না। এই সম্ভূতি অসম্ভূতি বেদের কর্ম্মকাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতি জড়, ঈশ্বর চেতন। এই পৃথিবীতে চেতনকর্ত্তা ব্যতীত অচেতনে কর্ত্তার দৃষ্টান্ত নাই। যাহার দৃষ্টান্তভাব তাহা কেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য বলিয়া গ্রহণ করে কি ? এইজন্য সিদ্ধকপিলের জড়প্রকৃতির কর্তৃত্বরূপ ব্যাপারটী খণ্ডিত বলেন। কপিলমুনির সূত্রগ্রন্থে একটী সূত্র দৃষ্ট হয় তাহা এই "ঈশ্বরাসিদ্ধে।" এজন্য যাহারা কপিলের মতানুগত তাহারা ঈশ্বরপূজা না করিয়া চেতন বলিয়া প্রকৃতির পূজা করেন। যেমন বাইবেলে দেখিতে পাই মৃন্ময়-পিণ্ডে নির্ম্মিত নরদেহে ঈশ্বরের ফুৎকারের দ্বারা নাসারন্ধ্র ভেদে ঈশ্বরের অংশ অর্থাৎ চেতনাংশ নরদেহে প্রবিষ্ট হয়। যেমন ঈশ্বর বলেন তদাজ্ঞানুসারে সমগ্র স্বর্গবাসী এঞ্জেলগণ ঐ নরদেহে প্রবিষ্ট চেতনাংশের নরমূর্ত্তিতে পূজা করেন। প্রধান এঞ্জেলকে ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কেন পূজা করিলে না ? তদুত্তরে সে বলিল আমরা তৈজস দেহধারী হইয়া কি প্রকারে মৃৎপিণ্ডের পূজা করিব ? এই অপরাধে ঈশ্বর তাহাকে স্বর্গভ্রষ্ট করেন। পরাশর্য্য ব্যাসদেব তাঁহার বেদান্তসূত্রে "ঈক্ষতে নাশব্দম্" সূত্রে জড়প্রকৃতির ঈক্ষণাদি অবৈদিক বলিয়াছেন। এজন্য জড়প্রকৃতির অর্থাৎ অসম্ভূতির পূজা অনর্থকর ব্যাপার। সম্ভূতি অর্থ কার্য্যব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ। যিনি একাধারে সৃষ্টিস্থিতি বিনাশকর্ত্তা। হিরণ্যগর্ভ প্রকৃতি অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত। তান্ত্রিক কালীমূর্ত্তি পুরুষাধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত। চণ্ডীতে প্রথম চরিত্রে যখন প্রকৃতি পুরুষের হৃদি ও নেত্র অধিষ্ঠান করিয়া অবস্থিতা, তখন পুরুষ যোগনিদ্রাগত, তাহার অজ্ঞাতে ব্রহ্মা ও দৈত্যদ্বয়ের সৃষ্টি ঘটে অর্থাৎ প্রকৃতির প্রাধান্য আর যখন প্রকৃতিতে পুরুষে অধিষ্ঠান করেন তখন পুরুষ সৃষ্টিস্থিতি বিনাশের কর্ত্তৃত্ব প্রাধান্য বিস্তার করেন। সম্ভূতির উপাসনা করিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনিমা লঘিমাদি অষ্টৈশ্বর্য লাভ করা যায়। তাহাতে সে ব্যক্তি শরীরকে অণু করিয়া ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে পারেন এবং শরীরকে লঘু করিয়া তৃণ তুলাদির ন্যায় আকাশপথে গমনাগমন করিতে পারেন। জলমধ্যে অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করা তাদের পক্ষে অনায়াস ব্যাপার। এজন্মে যাঁহারা সম্ভূতির উপাসক তাঁদের চিত্তে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে ইহার চেয়ে বড় ও শ্রেষ্ঠ কিছু হইতে পারে না। এজন্য তাঁদের চিত্তে কার্য্যব্রহ্ম অটল থাকায় তাহায়া কার্য্যব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ কোন দেবতা থাকা অর্থাৎ পরমাত্মা বিশ্বাস করেন না। সেইজন্য গীতায় ইহাদিগকে "নান্যদস্তীতি বাদিনঃ" বলিয়াছেন। অচেতন মহাময়া পূজনের নিন্দা থাকায় সুধীগণ একমাত্র দেবতা কার্য্যব্রহ্মের উপাসনা করেন। কার্য্যব্রহ্ম সমষ্টি দেবগণের আধার, সুতরাং সর্ব্বদেব তেজোময়। সেই তেজোময় দেবতা মায়া তমাবরণে আবৃত এবং একাই সৃষ্টিস্থিতি বিনাশকর্ত্তা। অতিশয় ব্যাপক জন্য তাঁহাকে চিত্তে ধারণ করা অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না। এজন্য অগ্নিকে তাঁহার প্রতীক বলিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া দেবগণের পূজা করেন। সর্ব্বদেবগণের আধার স্বরূপ সেই হিরণ্যগর্ভের পূজন হয়। যেমন ঋগ্বেদে ১।৭।৭ বলে সর্ব্বদেব স্তুতি ইন্দ্রেরই স্তুতি। ইন্দ্রই হিরণ্যগর্ভ হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ সহ অগ্নির স্বরূপে কতকাংশ সাদৃশ্য আছে। যেমন হিরণ্যগর্ভ জ্যোতির্ম্ময় তমাবরণে আবৃত, সৃষ্টিস্থিতি বিনাশকর্ত্তা তেমনি অগ্নি জ্যোতির্ম্ময় কৃষ্ণবর্ণ ধূমাবৃত। অগ্নিদ্বারা আহার্য্যাদি নির্ম্মিত হয় এবং আহার্য্য উদরস্থ হইলে বৈশ্বানরাগ্নি আহার্য্য পচাইয়া নয়ভাগে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভক্ত করতঃ শরীর রক্ষা করেন এবং অগ্নিতে সব কিছু ভস্মীভূত হয়। এই সাদৃশ্য অবলম্বনে অগ্নিকে সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ কর্ত্তার প্রতীক করা হইয়াছে। সেই প্রতীকে উপাসনা করিলে তাহা মূল দেবতায় পৌঁছায়। ঋগ্বেদে অগ্নি ব্রহ্মবাচী ও ব্রহ্মবাচী দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের ৬।১।১ ইহা স্পষ্টভাবে লিখিত আছে। অগ্নি শব্দ অগ্নিগত ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। যিনি জ্যোতির্ম্ময়, তেজোময়রূপে সর্ব্বদেহগত তিনি অগ্নি। তিনি ঋতং সত্যং রুদ্র ; শাস্ত্রমতে নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে বশিষ্ঠ, বশিষ্ঠ হইতে শক্তি এবং শক্তি হইতে পরাশরের উৎপত্তি ঘটে এমন বলে। এই পরাশর সত্যলোকের লোক হইবেন সন্দেহ নাই। শত বৎসরের স্থানে হাজার বৎসর পরমায়ু ধারিলেও পরাশর সত্যযুগের লোক। সত্যযুগ হইতে কলিযুগ চতুর্গুণ বৃহৎ। এই পরাশর ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। তাঁহার দৃষ্ট ১।৭২।৪ মন্ত্রে—

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

আ রোদসী বৃহতী বেবিদানাঃ প্র রুদ্রিয়া
জভ্রিরে যজ্ঞিয়াসঃ।
বিদন্মর্ত্তো নেমধিতা চিকিত্বানগ্নিং পদে
পরমে তস্থিবাংসম্‌॥

অন্বয়—"রোদসী মহতী আ বেবিদানা রুদ্রিয়াঃযজ্ঞিয়াসঃ প্র জভ্রিরে। মর্ত্তঃ নেমধিতা চিকিত্বান অগ্নিং পরমে পদে তস্থিবাংসম্‌ বিদৎ॥" ৪

অনুবাদ—দ্যাবা পৃথিবী ব্যাপিয়া যে বৃহত্তম পুরুষ আছেন তাহার বিষয় আলোচনা করতঃ শতরুদ্রিয় মন্ত্রে যজ্ঞকারী দেবগণ প্রকৃষ্টরূপে পূজা করিয়াছিলেন। মর্ত্ত হইয়াও অগ্নির উপাসনা করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবত্ব লাভ করেন যে মরুতগণ এবং নেমধিতা ধ্যানাবস্থিত "তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তিং যং যোগিনঃ।" অর্থাৎ সর্ব্বযজ্ঞের আহুতির অর্দ্ধেকাংশ ইন্দ্র চিকিত্বান্ অনন্যমান ধ্যান করিয়া পরম পদে তস্থিবাংসং অবস্থিত অগ্নিকে জ্ঞাত হইয়াছিলেন, লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৪

ইহাতে অগ্নি সর্ব্বগত পরম পদেস্থিত পুরুষ রুদ্র জানা যায়। পরাশর বশিষ্ঠ বংশীয় ঋগ্বেদের ১।৪৩।১ মন্ত্রের দ্রষ্টা আঙ্গিরস ঘোর বংশীয় কান্বশাখীয় কণ্বো ঘোর ঋষি বলিয়াছেন "কদ্রুদায় প্রচেতসে মীড়হুষ্টমায় তব্যসে। বোচেম শন্তমং হৃদে" ॥১

অনুবাদ—প্রকৃষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন অভীষ্টপূরক অনন্তস্বরূপ (প্রবৃদ্ধ) সদাকাল আমাদিগের হৃদয়ে অবস্থিত, সেই রুদ্রদেব-সম্বন্ধে অতি সুখকর স্তোত্র মন্ত্র কবে আমরা উচ্চারণ করিব।১ এই মন্ত্রে জ্ঞান স্বরূপ রুদ্রাগ্নির উপাসনা করিতে দেখিতে পাই। কুশিক বংশীয় বিশ্বামিত্রগণের দৃষ্ট ঋগ্বেদের ৩।৫৩।১২ মন্ত্রে বলে যে কুশিকগণ ভরণপোষণকারী ভরত নামক অগ্নিরূপ রুদ্রকে উপাসনা করিয়া আপনাদিগকে ভারত বলিয়া অভিমান করিতেন। ভৃগুবংশীয় গৃৎসমদ ঋষি ২।৭।১—২।৩৬।২ মন্ত্রে রুদ্রই ভরতাগ্নি নামধেয়। এই প্রাচীন ঋষিগণ সকলেই একমাত্র দেবতা রুদ্রাগ্নির উপাসক দেখা যায়। রুদ্রই সর্ব্বদেবগণের স্তুতঃ প্রাচীন দেবতা। তাহারই প্রতীকরূপে পার্থিবাগ্নিতে উপাসনা হয়। এজন্য বলে "অগ্নির্দেবো-দ্বিজাতিনাং" এই অগ্নিতে যজ্ঞ করা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বিরোধী মত প্রচার করায় সুদীর্ঘ বৌদ্ধযুগে প্রায় ১২০০ শত বৎসর পর্য্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞাগ্নিতে পূজকেরা বাস্তুহারার ন্যায় বনে জঙ্গলে বাস করিতেন। বৌদ্ধগণ বুদ্ধের প্রজ্ঞাপারমিতা দেবীর মূর্ত্তি পূজা আরম্ভ করিলে, অগ্নিপূজকগণ অগ্নির প্রতীকরূপে কালীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। কালীমূর্ত্তিতে অগ্নির কৃষ্ণ ধূমাবরণ কাল রং দ্বারা দেখান হইয়াছে। কালীমূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে কাল রং উপরে সর্ব্বস্থানে লম্বা লম্বা লাল রং রেখাঙ্কিত করে। তাহার দ্বারা ভিতরে অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে ইহাই প্রকাশ পায়। এবং কালীর লাল লোল জিহ্বাতে মুণ্ডকোপনিষদের বর্ণিত কালী নামা অগ্নির সপ্তজিহ্বার প্রথম জিহ্বা লেলায়মান। কেননা লেলায়মান অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। ইহাতে কালীমূর্ত্তি অগ্নির বা হিরণ্যগর্ভের প্রতীক জানা যায়। হিরণ্যগর্ভ এতই বিরাট মূর্ত্তি যে তাহার দেবদেহ গলার মালাটী আকাশে দৃষ্ট সহস্র সহস্র তারাগণের নির্ম্মিত হার মাত্র। হিরণ্যগর্ভ তেজময় পুরুষ সর্ব্বব্যাপী শুভ্রবর্ণ নিষ্ক্রিয় পুরুষ হইতে আগত। ইহা বুঝাইবার জন্য কালী প্রতীকের একপাদ পুরুষগাত্রে সংলগ্ন দেখান হইয়াছে। এবং উহার দ্বারা মায়াময় অচেতন দেহ চেতনবৎ কাজ করে ও ইহা প্রকাশ পায়। সেইজন্য কালীমূর্ত্তি মহামায়ার মূর্ত্তি নহে হিরণ্যগর্ভের মূর্ত্তি বলিয়া কল্পিত হয়। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা"। যেমন বাইবেলে মৃন্ময়াংশ চেতনাংশের পূজা এঞ্জেলগণ করেন তেমনি হিরণ্যগর্ভের প্রতীকের চেতনাংশের পূজা হয়। মায়িক অচেতনাংশে পূজা হয় না ॥১৩

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যা=যাঁহারা সম্ভূতি ও অসম্ভূতি অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ তাহাদের মধ্যে কেহ বলেন সম্ভূতির উপাসনা কর, কেহ বলেন অসম্ভূতির উপাসনা কর। এই দুইটীর ১টীর উপাসনা করিলেই ইষ্টসিদ্ধি হইবে॥১৩

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা২সম্ভূত্যা২মৃতমশ্নুতে॥১৪

ব্যাখ্যা=এখানে সম্ভূতি শব্দের অর্থ অসম্ভূতির ছন্দের জন্য অলোপ করা হইয়াছে। শ্রুতি বলেন অসম্ভূতি ও সম্ভূতির উভয়েরই উপাসনা কর্ত্তব্য। সম্ভূতি শব্দের স্থানে বিনাশ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। যেহেতু কার্য্যব্রহ্মের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। অর্থাৎ তিনি বিনাশশীল বা মরণ ধর্ম্মশীল বলিয়া তাহাকে বিনাশ বলা হইয়াছে। বেদে অসৎ বা মায়া বা তমকে মৃত্যু বলা হইয়াছে। যেমন বৃহদারণ্যকে "অসতো মা সৎ গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়মৃত্যোর্মা২মৃতংগময়" এই মন্ত্রে অসৎ প্রকৃতিকে মৃত্যু বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদের ১০।১২৯।২ মন্ত্রে প্রকৃতিকে মৃত্যুশব্দ দ্বারা বুঝাইয়াছে। যথা "ন মৃত্যুরাসীদ-মৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ"॥ সম্ভূতি ও অসম্ভূতি উভয়ের পূজা করিলে সম্ভূতির উপাসনা প্রাপ্ত অষ্টৈশ্চর্য্য লাভাদির জন্য ইহলোকস্থিত -মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অসম্ভূতির উপসনার ফলে প্রকৃতি লয়াবস্থাতে ব্যথা হয় না, শান্তি মিলে, সুখে পরলোকে গমন করে। তথায় অমৃতস্বরূপ দেবভোগ্য ভোগ করেন। যেমন শ্রুতিতে বলে "তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরামৃতা পরিমুচ্যান্ত সর্ব্বে"। গীতায় ১৪।২ শ্লোকে "প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ"। কার্য্যব্রহ্মের উপাসকগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। পরান্তকালে যখন কার্য্যব্রহ্মের অন্তকাল উপস্থিত হয় পরামৃতা অর্থ অর্থাৎ কার্য্যফল হইতে মুক্তিলাভ করে ॥১৪

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥১৫

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রটীর প্রথম পংক্তিটী মুণ্ডকোপনিষদের ২।২।৯ মন্ত্রের অনুদিত মাত্র "হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজাং ব্রহ্ম নিষ্কলম্"। গোদুগ্ধের বিন্দুতে বিন্দুতে যে সর্ব্বগত মখন আছে তাহা যেমন দুগ্ধের শ্বেতবর্ণ তরল ও পেয় আবরণে আবৃত থাকে তেমন চাকচিক্যময় পঞ্চকোশের আবরণ। যেমন নরদেহের দেহীকে আবরণ করে তেমনি বিশ্বজগতে "ইদং সর্ব্বং" আবরণে আবৃত পরব্রহ্ম থাকেন। সেইজন্য শ্রুতি বলেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" সর্ব্বের ইদম্তারূপ আবরণ। এই বহিরস্থিত আবরণকে হিরণ্ময় আবরণকে হিরণ্ময় পাত্র বলা হইয়াছে। তৎপর সত্য-দর্শনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা আবৃত সত্যের আবরণ মোচনে অসমর্থ (অনীশ) জানিয়া তাহার অভীষ্ট দেবতা পুষণদেবের নিকট সবিনয় প্রার্থনা করিতেছেন হে পুষণদেব, এই হিরন্ময় আবরণ উন্মোচন করুন। আমি সত্যকে দর্শন করিব। এই মন্ত্রে দর্শনা-কাঙ্খী ব্যক্তি আপনাকে অনীশ জানিয়া পূষণদেবতা সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণকারী উন্মোচন সমর্থ থাকা কল্পনা করিয়া হিরণ্ময় পাত্রখানি অচেতন ও সত্যবস্তু আবৃত আছে জানিয়াছে, এইজন্য ইনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃথকদর্শী। পৃথকত্বদর্শন রজঃগুণের ব্যাপার। যেমন গীতায় ১৮।২১ শ্লোকে বলিয়াছে "পৃথক্ত্বেন তু যজজ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্। বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥" ২১ সত্যদর্শনেচ্ছু রজঃগুণীর ইহা জানা যাইতেছে। পূষণদেবতা তাঁহার যজমানের এই অভিলাস পূরণ না করায় মায়ার কৌতূহল-বশে জানিবার ইচ্ছা প্রবলতর হওয়ায় তিনি সম্ভবতঃ কোন বিদ্বানের নিকট তাহার অভীষ্ট পূরণের কি উপায় অবলম্বনে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছেন এবং সেই উপায় কার্য্যে পরিণত করার জন্য রজঃগুণীর সঙ্গ ত্যাগে রজঃগুণীর আহার্য্য ত্যাগ রাজসিক ব্যাপারে যোগদান ত্যাগ অভ্যাস করিয়া সত্ত্ব-গুণীর করা উচিত। সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করা এবং সাত্ত্বিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকার অভ্যাস করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম-চর্য্যস্থিত হইয়াছেন। যেমন ছান্দোগ্যউপোনিষদের ৮ম অধ্যায়ে ইন্দ্রবিরোচন ও প্রজাপতি সংবাদে অসুররাজ ও দেবরাজের আচরণের বৃত্তান্ত বর্ণিত দেখিতে পাই। ১০১ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যাচ-রণের পর প্রজাপতি হইতে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। তেমনি সত্যদর্শনেচ্ছু দীর্ঘকাল সাত্ত্বিক থাকিয়া সত্ত্বগুণান্বিত হইয়াছেন। এখন তিনি পৃথকদর্শন স্থলে একত্বেরদর্শী হইয়াছেন। যেমন গীতার ১৮।২০ শ্লোকে বলিয়াছেন—

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥

দ্রষ্টা বহুদেব যাজীস্থলে এখন এক দেবতা যাজী হইয়াছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু স্বত্বগুণী প্রকৃতির বিকৃতি ঘটাইয়া একজন দূত। সেজন্য ইহার অনীশভাব ত্যাগ হয় নাই। আপনাকে অসমর্থ জ্ঞান করিয়া অনীশ জানিয়া সে একমাত্র সত্যস্বরূপ যাঁহার বিভূতিরূপ "পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপতির বহুদেব যাজীগণ নানারূপ পূজা অর্চ্চনা করেন। সেই সত্য সমীপে দ্রষ্টা প্রার্থনা করিতেছেন "বূহরশ্মীন্ সমূহ তেজো"। এখানে দ্রষ্টার মনে বিষ্ণুরূপী সূর্য্যের ধ্যান জানিয়াছেন। বিষ্ণুর ধ্যানে "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ" সে সূর্য্যমণ্ডলে বিষ্ণু অবস্থান করেন তাহা সপ্তরশ্মী ও তেজাবরণে আবৃত থাকায় মণ্ডল মধ্যস্থিত পুরুষকে দেখা যায় না। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানবিদেরা সূর্য্যস্বরূপ ক্রমোস্ফীয়ার রে ইত্যাদি অভেদ্য আবরণ ভেদ করিয়া সূর্য্যের প্রকৃত স্বরূপ যাহা সূর্যগ্রহণের সময় ফেকুলারূপে দৃষ্ট হয়। তাহা দর্শনীয় নহে। এখানে হিরণ্ময় পাত্র যাহা সত্ত্বকে আচরণ করিয়া রহিয়াছে। ঐ আবরণ মোচনে সত্যের প্রকাশ ঘটিবে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পর শ্লোক উক্ত হইয়াছে।

পুষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য বূহরশ্মীন্ সমূহ
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ১৬

ব্যাখ্যা—হে পূষণ একটি যম সূর্য্য প্রাজাপত্যাদি বিভূতিগণের আঁধার সত্যস্বরূপ পুরুষ তোমার বর্ণমণ্ডল রূপাবরণ বিদূরিত কর। আমি তোমার বিভূতি দেখিতে চাহিনা। তোমার যাহা কল্যাণতম রূপ তাহাই দর্শন করিতে আকাঙ্খা রাখি। এই প্রার্থনার পর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সত্যদেব কিছু না বলায় ও না করায় কোন বিদ্বানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সত্যকে জানিবার পথ পাইয়াছেন। যেমন গীতায় অর্জ্জুনকে ভগবান বলিয়াছেন "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" সেই বিদ্বানের নিকট বাস করিয়া তাহার ব্যবহারার্থ যে সকল কাষ্ঠ মৃত্তিকা জল ও অন্যসামগ্র্যাদির প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ ও বহন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যাচরণে সেবা করিতে হয়। প্রণিপাত দণ্ডবৎপ্রণমাদি, পরিপ্রশ্ন যে যে বিষয়ে সন্দেহ জাগে তাহা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসার দ্বারা নিঃসন্দেহ হওয়া, প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর গুরু যাহা বলেন তাহা শ্রবণ মনন্ নিদিধ্যাসন করিতে হয়। আমাদের দ্রষ্টা এই সকল ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া অর্থাৎ সাধন করিয়া জানিতে পারিলেন। "যো অসৌ অসৌ পুরুষঃ" অর্থাৎ যে চেতনাংশ ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃহত্তর দেহ পিণ্ড সকলে সমভাবে বিদ্যমান আছেন তিনিই আমার দেহাপণ্ডে অবস্থিত বটে।

শ্রুতি বলেন "দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ সজীবঃ কেবলঃ শিবঃ।" আমার দেহস্থ দেহী যিনি অহং পদবাচ্য তি৷ন সেই সত্য বস্তু। সুতরাং আমিই সেই সত্যবস্তু। যেমন কস্তুরী মৃগ যৌবনপ্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার নাভিস্থিত কস্তুরীটী অকুসুমিত থাকে অর্থাৎ কলিকাবৎ থাকে যৌবন প্রকাশে উহা প্রস্ফুটিত হইলে সুগন্ধি বাহির হইতে থাকে। প্রাণীমাত্রই গন্ধপ্রিয়। তখন সেই হরিণ গন্ধ কোথা হইতে আসিল জানিবার জন্য চারিদিকে ছুটাছুটী করিয়া গন্ধের আধার জানিতে চেষ্টা করে। সে জানে না সে নিজেই সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গন্ধের আধার। কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ সকলেই প্রতি কথায় আমি শব্দটী ব্যবহার করে। অথচ জানে না আমিটা কে। মনে করে মায়ামলে নিৰ্ম্মিত এই দুর্গন্ধময় পুরুষ প্রতি হৃদয়ে বাস করে। তিনিই যে সত্যবস্তু তাহা তাহাদের বিশ্বাসে আসে না। চার্ব্বাকবাদির ন্যায় বলে আত্মা বলিয়া কিছু নাই। উহা রূপকথা উপকথা মাত্র। সেইজন্য আমির তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া মলনির্ম্মিত মায়িক দেহখানির ক্ষুদ্‌পিপাসা নিবারণের জন্য সদা সচেষ্ট থাকে। নীজদেহ, পুত্রদেহ, স্ত্রীদেহ রক্ষণে মনুষ্যজীবনের কৃতকৃত্যতা মনে করে। ঋষি সেই ভ্রম ভাঙ্গিবার জন্য এই মন্ত্রে কয়েকটী অমৃততত্ত্বের কথা লিখিয়া ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে দেহ ও দেহীর অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণন করতঃ তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে দেবতার কর্ম্মবিশ্বাসী জীবনের শেষ প্রার্থনা বাক্যরূপ "নমঃ নমঃ" পুনরুক্তি করিয়াছেন। যেমন চণ্ডীতে বলে—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

গীতার ১১শ অধ্যায়ে ৩৯।৪০ শ্লোকে—

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥৩৯
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বতঃ এব সর্ব্ব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং

সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥৪০

ঋগ্বেদের ১।১৮।৭ মন্ত্রে বলে জ্ঞানীগণ অরণ্যে নমস্ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করেন ॥১৬

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।

ওঁ ক্রতোস্মর কৃতংস্মর ক্রতোস্মর কৃতংস্মর ॥১৭

ব্যাখ্যা—প্রাণবায়ুরূপ অনিল অমৃতস্বরূপ অবিনাসী দেহী! দেহখানি বিনাশশীল চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়। হে ক্রতু যেমন কৃত শুভকর্ম্মের স্মরণ কর। যে ক্রতু যজ্ঞাদি করিয়াছে তাহা স্মরণ কর কেননা গীতাতে বলিয়াছেন—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।

তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৮।৬

মৃত্যুকালে শুভ চিন্তা করিলে পর জন্মে শুভদেহ লাভ হয়। পালিত পশুপক্ষী ধনজনাতি চিন্তা করিলে জড় ভরতের ন্যায় হরিণাদি জন্মগ্রহণ করিতে হয় ॥ ১৭

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্

বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।

যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো

ভূয়িষ্ঠাং তে নম উক্তিং বিধেম ॥ ১৮

ব্যাখ্যা—অগ্নিযাজী কর্ম্ম পরায়ণ যখন দেহত্যাগ করেন তখন সে যজ্ঞাদি করিয়া উৎপন্ন অপূর্ব্বতা দেহীকে সূর্য্যরশ্মিদ্বারে স্বর্গাদি লোকে বহন করিয়া নেয়। বিকর্ম্মকারীগণ নরকের পথে বাহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে থাকে। এইটীর স্মরণে মুমূর্ষু ব্যক্তি অভীষ্ট দেবতা অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। "হে অগ্নিদেব! তুমি আমার সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মের কথা জ্ঞাত আছ। এজন্য আমাকে পিতৃযান ত্যাগে দেবযান পথে স্থপথে লইয়া যাও। যথায় দেবভোগ্য রায় দেবভোগ্য পদার্থ সকলের ভোগের জন্য লইয়া যাও। যদি মায়ার কুহকে মুগ্ধ হইয়া কোন কুকর্ম্ম করিয়াও থাকি তাহা হইলেও ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিষ্ণু যেমন মধুকৈটভকে বধ করেন তেমনি আমার কুকর্ম্ম ফলের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমাকে স্থপথে লইয়া চল। আমি এখন অক্ষম ও দুর্ব্বল। নানা উপচারে তোমার পূজা করিতে অক্ষম। দেবগণের বলাধীনকারী নমস্ বাক্যদ্বারা পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি।"

এই উপনিষদে জ্ঞান ও কর্ম্মের বিচার করতঃ কর্ম্ম ত্যজ্য। জ্ঞানই একমাত্র পথ ইহা স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পুরুষে অধিষ্ঠিত প্রকৃতি সৃষ্টিস্থিতি বিনাশ কল্পিত হয়। চণ্ডীতে প্রকৃতি পুরুষের হৃদয়ে প্রবেশপূর্ব্বক অবস্থিতা। পুরুষ শববৎ নিষ্ক্রিয়। তন্ত্রে শবরূপ পুরুষের উপরে দেবী চাপিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সৃষ্টাদি করেন। চণ্ডীতে দেবীর নাম মহাকালী দশপদ দশহস্ত দশ শির বিশিষ্টা। তন্ত্রে কালী চতুর্ভুজা সৃষ্টি স্থিতি বিনাশকর্ত্রী। পুরাণে দেখিতে পাই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নর্ম্মদা নদীতে স্ত্রীগণ সহ কেলি করিতেছিলেন ; রাবণ আসিয়া 'যুদ্ধং দেহি' বলায় তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া রাবণকে দুই ঘুষি মারিয়া মাটীতে পাতিত করেন। এবং তাহার বক্ষে প্রস্তর চাপিয়া দিয়া জল কেলি করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেলেন। রাবণ সেই পাষাণের চাপে শববৎ পড়িয়াছিলেন। তেমনি তন্ত্রে কালীকে শিবের বক্ষে চাপিয়া রাখিতে দেখিয়া বঙ্গের কবি আক্ষেপ করিয়াছেন। "পাঁজর ভাঙ্গিবে শিবের নেবে দাঁড়া ক্ষেপা মাগী"। হৃদয়ে প্রবেশ কণ্টকবিদ্ধ ভাব। চাপের চাপে হৃদয় চাপবিদ্ধ হয়। ভাগবৎ পুরাণে বলেন "সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি" এমন নিরস্ত কুহকে বাক্যটী শ্রুতি অপাপবিদ্ধ বাক্যের অনুবাদ মাত্র। অপাপবিদ্ধ পুরুষ এই উভয় প্রকার কালী দ্বারা বিদ্ধ দেখিতে পাই। ইহা শ্রুতি বিরোধী কথা। পরবর্ত্তী বেদান্ত সূত্রে "ঈক্ষতে নাশব্দম" সূত্রের দ্বারা প্রকৃতির ঈক্ষণ সৃজন অযৌক্তিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। সেজন্য পুরুষের অধিষ্ঠান কল্পিত তাহা সম্ভবপর কি? শববৎ স্থিত নিষ্ক্রিয় যিনি তিনি কোন প্রেরণা দিতে পারেন না। যেমন উপরে উল্লিখিত রাবণের অবস্থাগত। প্রেরণা করিলেও কর্ত্তৃত্ব প্রেরয়িতারই হয়। যিনি প্রেরিত হইয়া কাজ করেন তাহাকে বলে না। যেমন বর্ত্তমান যুগের machine নানারূপ ক্রিয়া করে তত্রাচ তাহাকে কেহ কর্ত্তা বলে না তেমনি কালীদেবীর অবস্থা॥

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীআ[illegible] মাশ্রম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi